শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

কলিপাবনাবতারশ্রীমদ্ভগবচ্চৈতন্য চন্দ্রদর্শিত-

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজননির্দ্দেশিকা

ব্রজবনাভিন্নশ্রীমন্নবদ্বীপগোদ্রুমানন্দসুখদকুঞ্জনিবাসিনা

শ্রীমতা কেদারনাথ ভক্তিবিনোদেন

গুম্ফিতানূদিতা চ

শ্রীব্রজবনাভিন্ন শ্রীমন্নবদ্বীপান্তর্দ্বীপাবস্থিত শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন নিবাসিনঃ

শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীমদ্‌বার্ষভানবীদয়িতদাসস্য কিঙ্করেণ

শ্রীমতা কৃষ্ণচন্দ্র-দাসেন সম্পাদিতা

দ্বিতীয় সংস্করণম্

শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-গৌড়ীয়মঠস্য শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-প্রচারিণীসভায়াঃ

অকিঞ্চনসভ্যেন **শ্রীমতা শ্রীনাথ মিশ্র**-কাব্যতীর্থেন প্রকাশিতা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪৬৮

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাপাত্র ভক্তিভূষণ
গ্রাম ফুলহতাগড়, বালেশ্বর (উড়িষ্যা),—এই গ্রন্থের
সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

ইউনিক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২২নং কম্বুডাইস লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত জগতের কাছে অপরিচিত নহে, তবে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং মিছাভক্ত যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে দর্শন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত সেরূপ নহে। ভক্ত-ভাগবতই গ্রন্থ-ভাগবত আস্বাদন করেন; অন্যের সেরূপ সামর্থ্য নাই। সাধারণতঃ শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ, অধ্যায় এবং শ্লোকবিশিষ্ট, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা কিরণ এবং শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে বিশটী কিরণ আছে। ইহার প্রত্যেক কিরণে এক একটি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন—ভগবৎস্বরূপ-তত্ত্ব, শক্তিপরিণাম, অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব, অভিধেয়-বিচার, সাধন ভক্তি, প্রয়োজন-বিচার, সিদ্ধপ্রেমরস মহিমা প্রভৃতি এবং ইহাতে যে বাঙ্গালা ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যার নাম 'মরীচি-প্রভা' নাম্নী গৌড়ীয় ব্যাখ্যা। গৌড়ীয় ব্যাখ্যা লিখিবার কালে প্রত্যেক কিরণে যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই বিষয় প্রচার করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, লেখক সেই পার্ষদভক্তের শ্রীনাম ও গুণকীর্ত্তন করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমদ্ ভগবচ্চৈতন্য-দর্শিত সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন-নির্দ্দেশক। ইহা গুম্ফন ও অনুবাদ করিতে

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যজন ব্যতীত অন্যের সামর্থ্য নাই। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ শ্লোকাবলী গুম্ফন ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন:।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদের সার, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার। যতদিন জীবের মঙ্গল উদয় হইতে বিলম্ব থাকে, ততদিন তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে নানা কথা প্রয়োগ করে। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মিতবুদ্ধি দ্বিজ শ্রীবোপদেবের রচিত ও কেহ কেহ আধুনিক গ্রন্থ বলেন। শ্রীবোপদেব শ্রীব্যাসদেবের নাম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক। এতৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ' রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত বঙ্গানুবাদ

প্রথম প্রভা

যাঁহার পিতা পরাশর মুনি এবং যিনি শুকদেবের পিতা, সেই বদরিকাশ্রমবাসী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসকে আমি ভজন করি॥১॥ যাঁহার কৃপায় মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র

নির্ম্মলানন্দ রসভাজন হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বসবাস করুন ॥২॥ যেহেতু এই গ্রন্থে সাধুগণ-প্রিয় বেদসিদ্ধান্ত সকল প্রকাশিত হইতেছে, সেই কারণেই এই গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তদর্পণ' নামে রচিত হইল ।৩॥

৫ম প্রভা

কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কাপঙ্ক-বিলিপ্ত থাকায় ভাগবত অপ্রামাণিক। ভাগবত সম্বন্ধে যে সকল তর্ক হয়, তাহাতে ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্কা নিতান্ত মূঢ়তা ; কেননা বেদাদিতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের চির শঙ্কা আছে। তাহা হইলে বেদ সকলও অপ্রামাণিক হউক ।১॥ বিষয় নির্ব্বন্ধে উদাহরণ না দিয়া যে শ্রীমদ্ভাগবত অনেক শ্রৌতকর্ম্ম পরিত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদবিরুদ্ধ অপ্রমাণ গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করেন। তাঁহাদিগকে আমরা বলি,—হে ভ্রাতৃগণ, এরূপ কথা বলিবেন না, বেদে অধিকারী-দিগের পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগের অনেক বিধান আছে। মহাভারতেও সেরূপ আছে। হে মূঢ়, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও না ? ২—৩॥ প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্যবাক্যপূর্ণ সম্বৎসর-প্রদীপাদি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনসকল প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক টীকা করিয়াছেন। তথাপি তুমি যে তত্ত্ব দেখিতে পাও না, সে কেবল দিবান্ধ পেচকের ন্যায় বিসদৃশ ।

৬ষ্ঠ প্রভা

যাহারা বলে যে, মৎস্য পুরাণাদির লিখিত লক্ষণ বিচার-পূর্ব্বক বোপদেব ব্যাসদেব নামে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য দেখিয়া এই গ্রন্থকে আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহারা দৈবীমায়া বিমূঢ় ।১॥ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে মহা মহা দৃঢ়পদবন্ধ দেখা যায়, বিষ্ণু পুরাণে পদলালিত্য ও দৃঢ়পদবন্ধ সকল আছে এবং সুন্দরকাণ্ডে পদলালিত্য ফলন রহিয়াছে। হে দুর্ব্বুদ্ধে সেস্থলে এই সকল গ্রন্থকে নবীন বল না কেন ? ২॥ যদি ভাগবতকে বোপদেবকৃত বল, তাহা হইলে বোপদেবের পূর্ব্বতন হনুমান ও চিৎসুখাদি কিরূপে ইহার টীকা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পার কি ? ৩ ॥ পাপিষ্ঠ লোক যে সকল শঙ্কা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই এই বিচারে বিনষ্ট হইল ॥৪॥

করীন্দ্র দীপ্তিশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর কুক্কুর সকল তাহার প্রতি তুষ্ট না হইয়া কদর্য্য রব করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে হস্তীর কি ক্ষতি হইতে পারে ?

বেদ ও ভাগবতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্তরুচি, তাঁহাদের রুচি সুরক্ষার জন্যই আমার পরিশ্রম ।২॥

নারায়ণপ্রেরিত প্রাচীন লোকের যুক্তির দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত:দর্পণ' ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি বর্দ্ধন করুন ॥৩॥

সাধুদিগের যুক্তিই ভূষণ, তাহা যাহাতে যথেষ্ট আছে, এরূপ বলদেব বিদ্যাভূষণ-নির্ম্মিত সিদ্ধান্ত-দর্পণরূপ সুদর্পণে সাধুগণের বাঞ্ছা উদয় হউক ॥৪॥

সিদ্ধান্ত দর্পণে ভক্তি-বিনোদের ভাষা।
বিচারিয়া ভক্ত তায় পুরাউন আশা ॥

ইতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত সিদ্ধান্ত দর্পণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পরিশেষে যাঁহারা শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল রাধাগোবিন্দের ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের শ্রীগোপীদিগের নাম নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অনধিকারীদিগকে দূরে রাখিবার জন্য শ্রীগোপীদিগের নাম ও ভাব গূঢ়ভাবে বলিয়াছেন। যাঁহারা ভাবুক বা রসিক, তাঁহারা অনায়াসে শ্রীমদ্ভাগবতরস পান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অধিকারী সাধকদিগের মঙ্গলের জন্য কৃপা করিয়া শ্রীগোপীদিগের নাম দিয়াছেন। তাহা শক্তিশালী আচার্য্যেরই কার্য্য। এক্ষণে আমরা শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করি। "সংগ্রাহক মিনতি পূর্ব্বক কহিতেছেন,—"এই শ্রীগৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুম্ফিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্লচিত্তে

নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইয়াছে"।

নমো ভক্তি-বিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌর-শক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী
শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ
পোঃ উদালা, জেলা ময়ূরভঞ্জ
১৩৬১

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
অকিঞ্চন,
শ্রীশ্রীনাথ মিশ্র (কাব্যতীর্থ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালা

প্রথমঃ কিরণঃ।

প্রমাণ নির্দ্দেশঃ। সূচনা।

শ্রীকলিযুগপাবনাবতারায় নমঃ।

[১।১।১]

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

যৎ কৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে। তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকং ॥ ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়া প্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ। মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেকবিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়।

পুরুষ প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (১০।১৬)। সেই তত্ত্বরূপ অর্থ সমূহের মধ্যে জ্ঞাতৃত্বস্বরূপ জীবের উপমায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।

যিনি পূর্ণশক্তি পরিসেবিত স্বীয় স্বরূপশক্তি বলে পূর্ণ ও স্বরাট।

যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্ব্বোধ্য অতএব মোহজনক বিপুলবেদ বিস্তার করিয়াছিলেন।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১॥

আদৌবেদ প্রমাণ সম্বন্ধে ; ভগবান্ উদ্ধবং [১১।১৪।৩-১৩]

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ২॥

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তিন প্রকার অর্থাৎ চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তের স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ পদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে। ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলই যথাযথরূপে নিত্য থাকে। ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল। শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতা ক্রমে তরল হয়। ভগবৎ সূর্য্যকিরণস্থলীয় তদংশ কণস্বরূপ জীব। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাক্রমে বিবর্ত্তধর্ম্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হয়। ভগবৎ সাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎ প্রেমবিকারে তৎসেবা সাধনে তৎপর হয়। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা। ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘট কুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত।

শক্তির কার্য্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদ।

সেই পরমসত্যস্বরূপ গোলোক ব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিনানন্দময় নাম স্মরণ, কীর্ত্তন ও রূপ, গুণ, লীলাধ্যানসাধনদ্বারা আমরা উপাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষিত অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যানদ্বারা এই মঙ্গলাচরণ হইল ॥ ১ ॥

ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা বাণী কালে

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৪ ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ শ্রবন্তি হি ॥ ৫ ॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাং।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ড মতয়োঽপরে ॥ ৬ ॥

অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছিল। সেই বেদে আত্মরতিধর্ম্ম কথিত ছিল। কল্পারম্ভে ব্রহ্মাকে সেই বেদ আমি বলিয়াছিলাম ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র মনুকে তিনি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনু হইতে ভৃগ্বাদিসপ্তমহর্ষি তাহা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের পুত্রসকল, দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রক্ষ ও কিংপুরুষ সকল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

রজঃ, সত্ব ও তমগুণজাত বহুবিধ প্রকৃতি তাহাদিগকে আশ্রয় করিল। সেই বহুপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা ভূতসমূহের ও তাহাদের পতিদিগের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইল। যাহাদের যেরূপ প্রকৃতি তদ্রূপ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র বাক্যসকল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

এই প্রকার প্রকৃতিভেদজনিত মানবদিগের মতও বহুবিধ হইল।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥ ৭॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমং।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনং॥
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥৮॥

গুরুপরম্পরাক্রমে কাহার কাহার মত চলিল। আবার কেহ কেহ পাষণ্ড মতসমূহ বিস্তার করিতে লাগিল॥ ৬॥

ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তিশিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।

হে পুরুষর্ষভ! আমার মায়াকর্ত্তৃক মোহিতবুদ্ধি পুরুষসকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে জীবের শ্রেয়কে অনেক নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ বলেন ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন যশই জীবের শ্রেয়, কেহ বলেন কামই শ্রেয়, কেহ বলেন সত্যই শ্রেয় ও কেহ বলেন শম দমই শ্রেয়॥ ৭॥

কেহ বলেন স্বার্থই শ্রেয়, কেহ বলেন ঐশ্বর্য্যই শ্রেয়, কেহ বলেন ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসই শ্রেয়, কেহ বলেন ভোজন অর্থাৎ বিষয়ভোগই শ্রেয়, কেহ বলেন যজ্ঞই শ্রেয়, কেহ বলেন তপস্যাই শ্রেয়, কেহ বলেন দানই শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন ব্রত নিয়ম ও যমই শ্রেয়॥ ৮॥

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দা শুচার্পিতাঃ ॥ ৯ ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাং ॥ ১০ ॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১১ ॥
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং

এই সমস্ত লোকের কর্ম্মবিনির্ম্মিত লোক অর্থাৎ গতিস্থান আদি ও অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য। চরমে দুঃখময়, তমোনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র, জড়ময় ও শোকব্যাপ্ত ॥ ৯ ॥

হে সভ্য উদ্ধব! বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা পরমনিত্যস্বরূপ আমাতে আত্মাকে অর্পণ করেন, অতএব তাঁহারা জড়সুখ হইতে নিরপেক্ষ। আমাতে যে সুখলাভ হয় তাহা কি জড়বিষয়পিপাসুদের হইতে পারে? ॥ ১০ ॥

আমার ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়কে বিষয় বলেন না। তাঁহারা দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা শান্ত অর্থাৎ মন তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহারা সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুচ্ছবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকল-দিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময় ॥ ১১ ॥

আমাতে যাঁহাদের চিত্ত অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রপদ, জগতে সার্ব্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যতপ্রকার জড়ীয়

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতিমদ্বিনান্যৎ ॥ ১২ ॥

অদ্বয়পরমজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুসন্ধানাসম্ভবঃ। [১১।১৯।১৭]

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৩ ॥

৫ বা ভগবন্তঃ [৬।৯।৩৫]

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণঈশ্বরেহনবগাহ্যমাহাত্ম্যেহর্ব্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে

যোগসিদ্ধি আছে এবং আত্মনির্ব্বাণরূপ অপুনর্ভব লইতে ইচ্ছা করেন না। কেবল আমার চিৎসেবাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন ॥ ১২ ॥

যাঁহারা যুক্তিকে প্রধান জ্ঞান করেন তাঁহারা শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞান, ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাসে যে পরম্পরাগত সংবাদ পাওয়া যায় এবং অনুমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জনিত জ্ঞান হইতে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধান এই প্রকার প্রমাণ সকল অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহাতেও সন্দেহ হয় তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন! তোমাতে আত্মারামত্ব ও অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্টস্বরূপ পরস্পরবিরুদ্ধগুণগণ বিরোধ করে না। তুমি ঈশ্বর, তোমার মাহাত্ম্য অনবগাহ্য। অর্ব্বাচীন, বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস, কুতর্কময়-শাস্ত্রদ্বারা ব্যাকুলান্তঃকরণ দুরবগ্রহবাদীদিগের বিবাদ যে স্থলে সমাপ্ত হয় সে স্থলে কুহকময়ী সমস্ত মায়া উপরত হয়। তদগোচর আত্মমায়া অর্থাৎ

উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ান্তর্দ্ধায় কোন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতয়ো ভগবন্তং [১০।৮৭।৩৬]

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননুতর্ক হতং
ব্যভিচরন্তি ক্বচ ক্বচ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোহন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥ ১৫ ॥

অচিন্ত্য চিৎশক্তিকে মধ্যে গ্রহণ করিয়া তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর তাহা তোমার পক্ষে দুর্ঘট নয়। যেহেতু তোমার স্বরূপ অদ্বয়। বদ্ধজীবদিগের মায়িক স্থূললিঙ্গরূপ শরীর ও আত্মা যেরূপ স্বরূপতঃ পৃথক তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সেরূপ দ্বৈত নাই। অর্থাৎ তোমার দেহদেহী, গুণগুণী, অবয়ব অবয়বী রূপ দ্বৈত নাই। তর্কদ্বারা তাহা জানা যায় না ॥ ১৪ ॥

এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দতত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সত্য এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর, এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন এরূপ বলিলে আর কোন কথা থাকে না। হে প্রভো, উক্ত জড়ব্যক্তিদিগকে তোমার বেদবাক্য অন্ধপরম্পরা ভ্রমণের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকে। বাক্য ব্যবহারে যে কখন সত্য ও কখন মিথ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যবহার মাত্র। বস্তুত বেদতাৎপর্য্যদ্বারা জানা উচিত যে, বিশ্ব সত্য বটে এবং নশ্বরতাবশতঃ মিথ্যাও বটে। অতএব

প্রজাপতির্ভগবন্তং [৬।৪।৩১]

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায়ভূম্নে ॥ ১৬ ॥

মনু র্ধ্রুবং [৪।১১।২২]

কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥১৭॥

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানং [৪।২৯।৪৮]

স্বং লোকং ন বিদুস্তেবৈ যত্রদেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥ ১৮ ॥

তর্ক সত্য নির্ণয়ে অক্ষম এবং শাস্ত্র বুঝিবার ভ্রমে অনেক মিথ্যাবাদ প্রচারিত হয় ॥ ১৫ ॥

যাঁহার অনন্তশক্তি বিচার করিতে বসিয়া বাদীগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া থাকেন সেই বিবাদই তাঁহাদের মুহুর্মুহু আত্মমোহ উদয় করায়। সেই অনন্তগুণবিশিষ্ট ভূমাপুরুষকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কেহবা কর্ম্মকে, কেহবা স্বভাবকে, কেহবা কালকে, কেহ বা কামকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করেন ॥ ১৭ ॥

সেই ঈশ্বরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ পুরুষেরা জীবের নিজ গতি জানিতে পারে না। কর্ম্মতর্কাদিরূপ ধূম্রাবৃত বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল লোক বেদকে কর্ম্মবাদী বলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব জানিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

মনু ধ্রুবং [৪।১১।২৩]

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
নৈব চিকীর্ষিতং তাত কোবেদাদ্ধাস্য সম্ভবং ॥

প্রজাপতির্ভগবন্তঃ [৬.৪।৩২]

অস্তীতি নাস্তীতিচবস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরংহ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বসংখ্যা সম্বন্ধে বাদো বৃথৈব। ভগবান উদ্ধবং [১১।২২।৪-৫]

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটং ॥
নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥২০॥

মনু ধ্রুবকে কহিলেন, হে তাত! অব্যক্ত অপ্রমেয় নানা শক্তির উদয়ভূমি যে ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য কে বিচার করিতে পারে? এই বিশ্বের সম্ভবই বা কে জানে? অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য এই উভয় শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে অস্তি ও নাস্তি এইরূপ বিরুদ্ধ মত আছে তাহা কেবল বাদনিষ্ঠ। পরমেশ্বর বৃহত্তত্ত্ব, তাঁহাতে বিরুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্ম সামঞ্জস্য লাভ করিয়া আছে। অতএব তাঁহার একটী শক্তি আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হয় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ॥ ১৯ ॥

এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত অন্য দর্শন সকল পরস্পর বিরুদ্ধ সুতরাং বেদবিরুদ্ধ। বেদবাদ যেরূপ বিরোধী, নানা

বেদতাৎপর্য্যগ্রহণে মোহঃ। আবির্হোত্রঃ রাজানং [১১।৩।৪৩-৪৬]

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ২১ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ২২ ॥

নাচরেদযস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ২৩ ॥

তর্কবাদও সেইরূপ বিরোধী অতএব সেই সেই শাস্ত্রের ভরসা করা বৃথা।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া আমার মায়াকে গ্রহণপূর্ব্বক যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তুমি যা বল তাহা নয়, আমি যাহা বলি তাহা হয় এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই তাঁহাদের নানা মত। আমার দুরত্যয় শক্তিই ইহার হেতু ॥ ২০ ॥

কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন্ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহ প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্ম মোক্ষ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্ম বিধান ॥ ২২ ॥

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥

চমসঃ রাজানং [১১।৫।৫]

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌবা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকং।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

[১১।৫।১১] ✓লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাহি জন্তো র্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ২৬ ॥

আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণ করতঃ যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌত জন্মলাভ করিয়া হরি ভজনের অধিকার পায়। যদি তাহারা তদধিকার লাভ করিয়াও বেদার্থবাদে রত হয় তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্ম মীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ॥২৫॥

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্য পান বেদের প্রেরণা অর্থাৎ প্রেরণারূপে তত্তৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ

[১১।৫।১৩] যদ্‌ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং ॥ ২৭ ॥

যেত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তিতে চ তান্ ॥ ২৮ ॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরং।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৯ ॥

ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য ।। ২৬ ।।

ক্রিয়াবিশেষে মদের ঘ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের আলভনই বিধান। পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিহিত, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্বধর্ম্ম কিন্তু বেদার্থবাদকারীগণ তাহা জানেনা ।। ২৭ ।।

যে ব্যক্তি এই বেদতাৎপর্য্য জানে না সে অসৎ, স্তব্ধ ও সদভিমানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশুবধ করে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশু সকল তাহাদিগকে খায় ।। ২৮ ।।

দেখ! আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন। মূঢ়গণ পরকায়স্থিত হরিকে বিদ্বেষপূর্ব্বক এই শবতুল্য অনিত্য-দেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধদ্বারা দেহে বদ্ধস্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয় ।। ২৯ ।।

ভগবান্ উদ্ধবং [১১।১১।১৮-১৯]

শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ৩০ ॥

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গবাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ উদ্ধবং [১১।২১।৪২-৪৩]

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং ॥ ৩২ ॥

শব্দ ব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদ তাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে ॥ ৩০ ॥

দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সৎপাত্রে অন্যস্ত ধন যেরূপ দুঃখের কারণ, সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড় দুঃখী ॥ ৩১ ॥

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে এই সকল বেদবাক্য, কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিলে সকল বেদবাক্যই ভগবদ্ভজনরূপ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক বলিয়া দেখা যাইবে। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা ইহার তাৎপর্য্য নয়, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের প্রণেতা ঋষিগণ পরোক্ষকে আমার প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ উদ্ধবং [১১।২১।৪০-৪২]

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহং ॥ ৩৪ ॥
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং ॥
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥

বেদার্থবাদীগণ বেদার্থকে সামান্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধ। তাহা প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় হইয়াও অনন্তপার, গম্ভীর দুর্ব্বিগাহ্য, সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত ॥ ৩৩ ।

সেই বেদবাক্য সকল কি বিধান করে, তাহাদের তাৎপর্য্য-চেষ্টা কোন্ দিকে এবং কি অভিপ্রায় করিয়া বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বাক্য সকল বলিয়াছে তাহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। বস্তুতঃ বেদবাক্য সমুদয় আমাকেই অভিধান করে। আমার শুদ্ধ ভক্তি বিধান করে এবং বিকল্প বাক্যদ্বারা নিরাকরণ করত দেখায় যে আমিই সকল, আমা হইতে আর কেহ পৃথক নাই ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এই, যে শব্দকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভেদময় মায়ামাত্র আমাকে উত্তম করত শেষে মায়াদ্বৈত প্রতিষেধপূর্ব্বক অদ্বয় চিৎস্বরূপ আমাকে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ উদ্ধবং। [১১৷১৯৷৩৩-৪৪] (11/19/33 44)

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং ॥ ৩৬ ॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং ॥ ৩৭ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৮ ॥
শমো মনিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামস্ত্যাগস্তপঃ স্মৃতং।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনং ॥ ৪০ ॥

বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কতকগুলি শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে প্রয়োজন হয়, অতএব হে উদ্ধব! তোমাকে শব্দার্থ বলি, তুমি শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তি, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয় এই দ্বাদশটির নাম যম ॥ ৩৬ ॥

অন্তঃশৌচ, বহিঃশৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ভগবৎ অর্চ্চন, তীর্থাটন, পরের জন্য চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্য্যসেবা—এই দ্বাদশটী নিয়ম ॥ ৩৭ ॥

হে উদ্ধব! এই দ্বাদশটী যম ও এই দ্বাদশটী নিয়ম পালন করিলে মনুষ্য কামনারূপ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥

ভগবন্নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি; পরের প্রতি দণ্ড

অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলং ॥ ৪২ ॥
ভগো মম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥ ৪৩ ॥
শ্রীগুর্ণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪৪ ॥
মূর্খো দেহাদ্যহম্বুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

পরিত্যাগের নাম দান, কাম ত্যাগের নাম তপস্যা, স্বভাব জয় করার নাম শৌর্য্য এবং সমদর্শনের নাম সত্য ॥ ৩৯।৪০ ॥

কবিসকল সুনৃতবাক্যকেও সত্য বলেন। কর্ম্মে অনাসক্তির নাম শৌচ। সন্ন্যাসকেই ত্যাগ বলেন ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্মই মনুষ্যের ইষ্টধন। আমি ভগবানই যজ্ঞ। জ্ঞান দানের নাম দক্ষিণা। প্রাণায়ামই পরম বল ॥ ৪২ ॥

আমার ঈশ্বরতাই ভগ। আমার ভক্তিই উত্তম লাভ। আত্ম বস্তু-ভেদত্যাগের নামই বিদ্যা। অকর্ম্মে যে ঘৃণা তাহাকে হ্রী বলে ॥ ৪৩ ॥

নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নাম শ্রী। সুখদুঃখ বিনাশের নাম সুখ। কামসুখাপেক্ষার নাম দুঃখ। বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ৪৪ ॥

দেহাদিতে অহং বুদ্ধি যাঁহার তিনিই মূর্খ। আমার নিগম বা আজ্ঞাই পন্থা। চিত্তবিক্ষেপই উৎপথ। সত্ত্ব গুণোদয়ই স্বর্গ ॥ ৪৫ ॥

নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

বেদানাং দুর্গমত্বাজ্জীবোপকারার্থায় তদর্থসারসংগ্রহ রূপং
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রদত্তং— [১২।৪।৪১-৪৩]

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥
সবৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাং ॥ ৪৮ ॥

তমোগুণ বৃদ্ধির নাম নরক। হে সখে, আমিই একমাত্র বন্ধু ও গুরু। মনুষ্য শরীরই গৃহ। গুণাঢ্য ব্যক্তিই আঢ্য ॥ ৪৬ ॥

অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ। গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসমূহে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ। যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী তিনি অনীশ ॥ ৪৭ ॥

বেদের দুর্গমতাপ্রযুক্ত তদর্থ সারসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন সর্ব্বপুরাণসার শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছেন। এই পুরাণ সংহিতা নারায়ণ ঋষি পূর্ব্বকালে নারদকে বলিয়াছিলেন। নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঐ পুরাণ বলেন। শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! সেই বাদরায়ণ ঋষি আমাকে সর্ব্ববেদসম্মত এই ভাগবতী সংহিতা প্রীত হইয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংস্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ [১২।৫।১]

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ ৫০ ॥

সূতেন শ্রীমদ্ভাগবতস্য সর্ব্বপুরাণসূর্য্যত্বং কথিতং ; [১।৩।৪১-৪২]

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবিদাম্বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং ॥ ৫১ ॥
কৃষ্ণেস্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৫২ ॥

নৈমিষক্ষেত্রে এই সূত ঋষিদিগের নিকট, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষিদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরন্তর অনুবর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

সমস্ত বেদ, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস হইতে সার সার কথা সংগৃহীত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইয়াছেন। বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মবিৎগণের শিরোমণি শ্রীশুকদেবরূপ স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চাগত লীলাকে অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীসূতঃ [১২।১৩।১৪]

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাংগণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং প্রমাণ নির্দ্দেশে
গ্রন্থসূচনানাম প্রথমঃ কিরণঃ।

অন্যান্য পুরাণ সকল সাধুসমাজে সেইকাল পর্য্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেন যে পর্য্যন্ত এই ভাগবত পুরাণ সাধুসমাজে শ্রুত না হন। ইনি অমৃতসাগরস্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য এই, পরমার্থ নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষানুমান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রমাণ অপ্রাকৃত বিষয়ে কার্য্য করে না। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল পারমার্থিক শাস্ত্র হইয়াছে তাহাতে জীবের মঙ্গল হয় না। অপ্রাকৃত জ্ঞান একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই বলিতে পারেন, কিন্তু বেদও দুর্ব্বোধ, বিশেষতঃ কলিযুগে। পরমকারুণিক নারায়ণ এই ভাগবত পুরাণে সমস্ত বেদ বেদান্তার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক জীবমঙ্গলের জন্য জগতে এই সর্ব্বপ্রমাণসার ভাগবত অর্পণ করিয়াছেন। একমাত্র পারমহংস্য সংহিতারূপ এই ভাগবতকে সৌভাগ্যবান জীবসকল পরমার্থবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দ্দেশোনাম প্রথম কিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

ভাগবতার্কোদয়ঃ।

[১।১।২]

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রপরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ গৌরাঙ্গকৃপয়া যস্য তত্ত্বং ভাগবতোদিতং। সম্প্রাপ্তং হৃদয়ে বন্দে সার্ব্বভৌম মহাশয়ং॥ মহামুনি নারায়ণ কৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতদয়ামণ্ডিত সাধু ভক্তদিগের প্রাপ্য সম্পূর্ণ কৈতবশূন্য বেদাভিধেয়রূপ পরম ধর্ম্ম (শুদ্ধভক্তি) উপদিষ্ট হইয়াছেন। জীবের ত্রিতাপোন্মূলক শিবদ বাস্তব বস্তুজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ত্রিগুণময়ী মায়াবৃত্তি অবিদ্যাভিনিবেশই ত্রিতাপ। স্বরূপভ্রম একটী তাপ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দ্বিতীয় তাপ। জড় দেহে আত্মাভিমানই তৃতীয় তাপ। বাস্তব বস্তুজ্ঞান যথা কৃষ্ণই অদ্বয় বস্তু। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিই বাস্তব বা বস্তু সম্বন্ধ তত্ত্ব। তজ্জ্ঞানই সম্বন্ধ জ্ঞান। ইহাতে জীব নিত্য সেবক, কৃষ্ণ নিত্য সেব্য। প্রাচীন ভক্তি সুকৃতিজনিত শুশ্রূষা উদয় হইলেই এই গ্রন্থ হইতে সদ্য (অন্য জন্মাদি অপেক্ষা না করিয়া) তৎক্ষণাৎ অন্য উপায় অপেক্ষা না করিয়া জীব হৃদয়ে প্রয়োজনরূপ প্রেমরজ্জুতে কৃষ্ণ আবদ্ধ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে আর কি প্রয়োজন॥ ১॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।১২-১৬]

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ২ ॥

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ৩ ॥

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।১৮-২২]

দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধং ॥ ৫ ॥

ঋগ্‌যজুঃ সামথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

তৃতীয় যুগপর্য্যায়রূপ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের শক্তিকলা প্রাপ্ত যোগী বেদব্যাস বাসবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কোন সময় তিনি সরস্বতী জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং সূর্য্যোদয়ে একক নিভৃতে আসীন হইলেন ॥ ৩ ॥

সেই পরাবরজ্ঞ ঋষি অব্যক্ত বেগ কালদ্বারা যুগে যুগে যুগধর্ম্মের ব্যতিকর এবং জনসকলকে দিব্যচক্ষুদ্বারা দুর্ভাগা দেখিয়া একবেদকে যজ্ঞবিস্তৃতির উপকারের জন্য চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব নামে চারিটী বেদ উদ্ধার করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত ॥ ৭ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দ্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।২৫]

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ॥ ৯ ॥

শ্রীসূতঃ [১।৪।২৭]

নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১০ ॥

পৈল ঋগ্বেদ জৈমিনী কবি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের পারঙ্গত হইলেন ॥ ৭ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদে দারুণ সুমন্তমুনি ও মদীয় পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস পুরাণে পারঙ্গত হইলেন ॥ ৮ ॥

ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদ স্ত্রীলোক, শূদ্র, বিপ্রকুল জাতমূঢ় দ্বিজবন্ধু সকলের গোচর নহে, অতএব কর্ম্মই যে সকল মূঢ় ব্যক্তির শ্রেয় তাহাদের উপকারার্থে কৃপাপূর্ব্বক ব্যাসমুনি ভারতাখ্যান রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

এই সমস্ত করিয়াও সরস্বতী নদীর তটে বসিয়া হৃদয় অতি প্রসন্ন না হওয়ায় নির্জ্জন আসীন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব এইরূপ বিতর্ক করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

[১।৪।৩০-৩১]

অথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্য সত্তমঃ ॥ ১১ ॥
তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতং ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ ;— [১।৫।৪]

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনং।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।— [১।৫।৫]

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।

অহো! ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্তিতে সত্তম, লব্ধ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, আমার জীবাত্মা পরমাত্মপ্রসাদ অলাভে অসম্পন্ন প্রায় প্রকাশ পাইতেছে কেন ॥ ১১ ॥

এইরূপ ব্যাস আপনা আপনি খেদ করিতে থাকিলে ব্যাসের উক্ত আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, সনাতন বেদ তুমি জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি হে প্রভো! অকৃতার্থের ন্যায় আপনাকে কেন শোক করিতেছ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস কহিলেন, হে প্রভো! আপনার কথিত এইসব জ্ঞান লাভ আমার হইয়াছে বটে, তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। হে

তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতং ॥ ১৪ ॥

নারদ উবাচ [১।৫।৮-৯]

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলং।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং ॥ ১৫ ॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ১৬ ॥

[১।৫।১২-১৪]

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।

ব্রহ্মনন্দন! সেই অবস্থার যে দুর্ব্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে তাহা আপনি বলুন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৪ ॥

নারদ কহিলেন, বাদরায়ণ! তুমি ভগবানের অমল যশ অনুদিতপ্রায় রাখিয়াছ। আমি নিশ্চয় জানি তন্নিবন্ধন তোমার আত্মপরিতুষ্টি হইতেছে না। ইহাই তোমার ন্যূনতা ॥ ১৫ ॥

হে মুনিবর্য্য! পুরাণে ও ভারতাদিতে ধর্ম্মাদি অর্থচতুষ্টয় যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছ সেরূপ বাসুদেবের মহিমা তুমি বর্ণন কর নাই ॥ ১৬ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বর্জ্জিত হইলে নিরঞ্জন হইয়াও শোভা পায় না, কেননা তাহাতে চিদ্বিলাস বৈচিত্র্য থাকে না। তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম্ম তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে অনর্পিত থাকিলে কিরূপে শোভা পাইবে? তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম জড়-দেহাশ্রিত এবং কর্ম্মের ফলও জড়ময়। অতএব চিন্ময়জীবের পক্ষে কর্ম্মই

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥ ১৭ ॥
অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥
ততোন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।

নিতান্ত অভদ্র। সেই কর্ম্ম যদি অকাম হয় তবুও তাহাতে সাক্ষাৎ কোন চিন্ময় ফল লাভ হয় না। তবে কর্ম্মসমস্ত যদি ভক্তির সেবক হয় তবেই সে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত হইয়া নির্দ্দোষ ও গৌণরূপে সুফলপ্রদ হয়। কর্ম্মশূন্য চিন্মাত্রাশ্রিত জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয় বরং কথনও সম্পূর্ণতার বিরোধী হয়। জ্ঞান যথন চিদ্বিলাসময়ী ভক্তির সেবক হয়, তথন ভক্তির সহিত তাহার তন্ময়তা সিদ্ধি হয় ॥ ১৭ ॥

হে মহাভাগ! তুমি অমোঘদৃক্, তোমার যশ নির্ম্মল, তুমি সত্যরত এবং ধৃতব্রত। অতএব তোমার চিৎসত্তাকে জড়াভিমান সত্তা হইতে ভক্তি সমাধিদ্বারা পৃথক করিলে চিন্ময় কৃষ্ণলীলা দেখিতে পাইবে। অখিল জীবের বন্ধ মুক্তির জন্য সেই উরুক্রম কৃষ্ণের লীলাব্যাপার অনুসন্ধান কর ॥ ১৮ ॥

তাহা না করিয়া তুমি যে কৃষ্ণলীলাদি পুরাণে ও ভারতে লিখিয়াছ তাহাতে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বর্ণিত কৃষ্ণকে কিছু মায়াচ্ছন্ন করিয়া পৃথক্ দর্শন করিয়াছ। সেই পৃথক দৃষ্টিজনিত যে নাম

ন কর্হিচিৎকাপি চ দুঃস্থিতা মতি
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদং ॥ ১৯ ॥

[১।৫।১৬।২০]

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো
অনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখং।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ২০ক ॥
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে
র্ভজন্নপক্কোথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ২০খ ॥

রূপাদি বর্ণন করিয়াছ তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময় হয় নাই। সুতরাং সে সমুদায় পাঠ করিয়া জড়সত্তারূপ দুষ্ট ভূমিস্থিত লোকের চিত্ত চিদ্‌ভূমিতে আস্পদ লাভ করে না। বাতাহত নৌকার ন্যায় লৌল্যপ্রযুক্ত চিদ্ব্যাপারে তাহাদের চিত্ত স্থান পায় না ॥ ১৯ ॥

যদি বল চিল্লীলা বর্ণনের প্রয়োজন নাই, কেননা যাঁহারা চিদচিৎ বিচারবিষয়ে বিচক্ষণ, তাঁহারা দেহাত্মাভিমান হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরুকৃপায় চিদ্বিলাস দেখিতে পায়। তবে আমি বলি যে, অনন্তপারস্বরূপ কৃষ্ণের ভক্তিপথ নিবৃত্তিসুখ হইতে বিচক্ষণ লোক কোন সময়ে গুরুকৃপায় দেখিতে পান সত্য, কিন্তু যাঁহারা অনাত্মগুণে প্রবর্ত্তমান তাহাদের ত কোন উপায় নাই, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর, তাহাতে উভয় প্রকার লোকের উপকার হইবে ॥ ২০ ক ॥

স্বধর্ম্মের ভরসা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেননা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং ॥
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ২১ ॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনা ব্রজেৎ
মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গসংস্থতিং।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ২২ ॥

হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যদি কেহ অপক্বাবস্থায় পতন হয়, তাহাতেই বা কি অভদ্র, কেন না ভগবৎকৃপায় তাঁহারা আবার পূর্ব্বসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। আবার দেখ, স্বধর্ম্মদ্বারা ভজন করিলে বা কি লাভ, কেন না স্বধর্ম্ম চেষ্টায় যে লোকলাভাদি হয় তাহা অনিত্য ॥ ২০ থ ॥

পণ্ডিতগণ নিত্য সুখলাভের অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরের সপ্তলোকে এবং সুতলাদি অধোলোকে ভ্রমণ করিয়া যে চিৎসুখ পাওয়া যায় না, তদর্থেই তাঁহারা যত্ন করেন। জড়ীয় সুখের জন্য তাঁহারা যত্ন করেন না, কেন না গভীর বেগবিশিষ্ট কালই সর্ব্বত্র দুঃখের ন্যায় কর্ম্মীর প্রাপ্য জড়সুখকে আনিয়া দেন। তদর্থে যত্নের প্রয়োজন কি? ॥ ২১ ॥

মুকুন্দসেবী পুরুষ কখনই কর্ম্মী জ্ঞানীর ন্যায় সংস্থতি লাভ করেন না, কেন না যিনি মুকুন্দপদ বরণ করিয়া স্মরণ করেন তিনি রসগ্রহ ব্যক্তি। তিনি কি সে রস আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন? ॥ ২২ ॥

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাং স্তথাপি তে
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতং ॥ ২৩ ॥

[১।৫।২২] ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনং ॥ ২৪ ॥

[১।৫।২৩] অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাং।

যদি বল কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিলেই জড়ময়ী হইবে·তবে শুন। যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয় তিনিই এই সৃষ্ট জগতে প্রতিফলিত। প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান স্বরূপে প্রতীয়মান। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই রস চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়। তত্তৎ প্রতিফলনে জগতের জড়ীয় জীবসংসার। এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যাহা তুমি বর্ণন করিবে তাহা ভগবল্লীলাই বটে। তুমি ভগবানের অংশ। তোমার আত্মায় সেই সেই প্রতিফলিত বিষয়ের যে মূল জ্ঞান আছে তাহাই অবলম্বন কর ॥ ২৩ ॥

কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে বদ্ধজীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান এই সকল শুভকর্ম্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণগুণানুবর্ণন ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্ব কল্পে আমি দাসীপুত্র ছিলাম। যাতা চাতুর্ম্মাস্যে যে সকল

নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাং ॥ ২৫ ॥

[১।৫।২৫-২৬]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬ ॥

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাং শ্রদ্ধয়ামেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ২৭ ॥

ভক্ত যোগী একত্র বাস করিতেন তাঁহাদের দাসী ছিলেন। আমি বালক। আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট অনুলেপনাদি কার্য্যের দ্বারা আমি তাঁহাদের কৃপায় বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট একবার পাইয়াছিলাম। সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল। আমি বিশুদ্ধচেতা হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥

সেই স্থলে তাঁহারা কৃষ্ণকথা গান করিতেন। তাঁহাদের কৃপায় সেই মনোহর কথা আমি প্রতিদিন শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তচ্ছ্রবণে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি হইল ॥ ২৭ ॥

[১।৫।৩০]

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতং।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ২৮ ॥

[১।৫।৩২]

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতং।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতং ॥ ২৯ ॥

[১।৫।৩৪-৩৬]

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩০ ॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণং।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং ॥ ৩১ ॥

বর্ষাশেষ হইলে যখন তাঁহারা স্থান ছাড়িয়া যান সে সময় দীনবৎসল বৈষ্ণবগণ সাক্ষাৎ ভগবদুদিত গুহ্যতম জ্ঞান আমাকে উপদেশ করিয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! তাপত্রয়নাশক ঈশ্বর ভগবান ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ বিষয় তত্ত্বটী আমি তোমার নিকট সূচিত করিলাম ॥ ২৯ ॥

মনুষ্যের সমস্তক্রিয়াযোগই সংসারজনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে কল্পিত করিতে পারিলে কর্ম্মযোগের কর্ম্মসত্ত্বারূপ তাহার নিজ সত্ত্বা বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

হরিতোষক কর্ম্ম ও ভগবদধীন ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞানই অনুষ্ঠেয়। তাহা হইলে কর্ম্মজ্ঞানের প্রাতিকূল্য ভাব দূর হয় এবং ভক্ত্যানুকূল ভাব উদয় হয় ॥ ৩১ ॥

কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥ ৩২॥

[১।৬।৩৫-৩৬]

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনং॥ ৩৩॥
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ৩৪॥

শ্রীসূতঃ [১।৭।২-১১]

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥ ৩৫॥

ভগবান্ উদ্ধবকে এবং অর্জ্জুনকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন সেই সকল কর্ম্ম নিরন্তর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ কৃষ্ণের নাম গুণাদি কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ করাই প্রয়োজন। (১১ কিরণ দেখ)॥ ৩২॥

মুহুর্মুহু বিষয়মাত্রা (রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) স্পর্শেচ্ছায় জীবচিত্ত আতুর হইয়াছে। এস্থলে এই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র নৌকা হরিলীলানুবর্ণন॥৩৩॥

যদি বল অষ্টাঙ্গযোগপথ গ্রহণ করিলেই সেই ফল লাভ হয়। তবে শুন। যমনিয়মাদি যোগপথাবলম্বী পুরুষ মুহুর্মুহু কাম লোভদ্বারা হত হইয়া বিপথ গমন করে। কিন্তু মুকুন্দ সেবায় এত সুখ যে, তাহা ছাড়িয়া বিপথে যায় না। তদ্দ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ শাম্য লাভ করে। ভগবন্নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম। তদ্ধর্ম্ম শাম্য তাহা লাভ করে॥ ৩৪॥

ব্রহ্মনদীরূপ সরস্বতীর পশ্চিম তটে ঋষিদিগের সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বিশেষের উন্নতিসাধক শম্যাপ্রাস নামক ব্যাসস্থান॥ ৩৫॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ং ॥ ৩৬॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে ॥
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ॥ ৩৭ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৩৮ ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং ॥ ৩৯ ॥

সেই বদরীষণ্ডমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে ব্যাস স্নানান্তে উপবেশন করতঃ স্বয়ং মনকে প্রণিধান করিলেন। অর্থাৎ ভক্তিভাবে চিত্ত স্থির করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়া তত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন ॥ ৩৭ ॥

চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশরূপ জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণস্বরূপ মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব জীবকে দেখিলেন। সেই জীব মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া আপনাকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন। মায়াকৃত কার্য্যসকল অভিমানদ্বারা আমার কৃত বলিয়া মনে করিতেছেন। ৩৮ ॥

আবার দেখিলেন যে, অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তিযোগই সেই জীবের অনর্থ উপশমের একমাত্র কারণ। বিদ্বৎপ্রবর ব্যাস অজ্ঞলোকদিগের উপকারের জন্য এই সাত্বত সংহিতা লিখিলেন ॥ ৩৯ ॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৪০ ॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজং।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ ॥ ৪১ ॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৪২ ॥
হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

[১।২।৩]

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোন্ধং।

শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সেই সাত্বতসংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ কৃষ্ণে জীবের শোক মোহ ভয়নাশিকা ভক্তি উদয় হয় ॥ ৪০ ॥

নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সেই ভাগবতী সংহিতা প্রস্তুত ও অনুক্রম করিয়া অধ্যাপন করাইলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণে এরূপ একটী আকর্ষিকা শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণ ও উরুক্রম কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। জড়াকৃষ্ট পুরুষের সেই আকর্ষণের ত কথাই নাই ॥৪২॥

সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

যিনি এই আত্মসমাধিলব্ধ, অখিলবেদসার, অধ্যাত্মদীপস্বরূপ ভাগবত শাস্ত্র সংসারী অথচ মায়াতমোন্ধ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের প্রতি

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাস সূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাং ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণ নির্দ্দেশে
শ্রীমদ্ভাগবতার্কোদয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

করুণাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, সেই মুনিদিগের গুরু ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমরা অনুগমন করি ॥ ৪৪ ॥

এই অধ্যায়ে ভাগবতের মূল তাৎপর্য্য এবং উদয় ইতিহাস বর্ণিত হইল। কৈতবশূন্যধর্ম্মেরও সূচনা হইল। কৈতব স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। লোকৈষণা প্রভৃতি এষণত্রয় কৈতব বটে, কিন্তু কেবল সাযুজ্যরূপ একাত্মতা সিদ্ধি প্রয়াসকে কৈতব প্রধান বলা যায়। শুদ্ধ ভক্তিযোগ তদুভয় শূন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতোদয়-
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কিরণে মরীচিপ্রভা নাম
গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

তৃতীয়ঃ কিরণঃ।

ভাগবত বিবৃতিঃ।

[১।১।৩]

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকাভুবিভাবুকাঃ॥১॥

[১২।১৩।১৮-১৯]

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। বরাহনগরানন্দং শ্রীরঘুনাথ সংজ্ঞকং। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যং বন্দে চৈতন্যপার্ষদং॥ ১॥ শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ব্রজে যস্য সতাংমুদে। ভট্ট গোস্বামিনং বন্দে রঘুনাথাভিধং হি তং॥ ২॥

নিখিল নিগম অর্থাৎ বেদ কল্পতরু। ব্রহ্মসূত্র সেই কল্পতরুর ফুল। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ বৃক্ষের ফল। চিজ্জগতে ঐ ফল পক্ক হইলে শুকদেব পক্ষী হইয়া তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। সুতরাং ঐ ফল শুকমুখামৃতদ্রব-সংযুক্ত। কৃষ্ণলীলা ঐ ভাগবতরূপ ফলের রস। হে ভাবুক সকল! পরমানন্দনিবৃত্তিরূপরস লয় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রস মুহুর্মুহু পান কর। রসিক হইলে আর ঐ নির্বৃতি ক্ষয় হইবে না। তখন মুহুর্মুহু সাধন ছাড়িয়া নিরন্তর পান করিবে। সাধনে ভাব। স্থায়ীভাবে সামগ্রী যোজনায় রস। কৃষ্ণলীলা রসময় তত্ত্ব। বিভাবে আপনাকে স্থিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কর॥ ১॥

সাধারণ পাঠকবর্গকে বলিতেছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নির্ম্মল।

যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ২ ॥
কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩ ॥

[১২।১৩।১২]

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥

ইহা বৈষ্ণবমাত্রের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য জ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগ সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয় ॥ ২ ॥

যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, নারদ বেদব্যাসকে কহিলেন, ব্যাস যোগীন্দ্র শুকদেবকে বলেন এবং শুকদেব করুণাপূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে বলেন, সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত ও পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সকল বেদান্তসার। এই অমৃত রসে যিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর অন্য কিছুতে রতি হয় না ॥ ৪ ॥

[১২।১৩।১১]

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতং।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরং॥ ৫॥

শ্রীসূতঃ [১২।১২.৬-৪৭]

পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেবচ।
প্রায়োপবেশো রাজর্ষেবিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ॥ ৬॥
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সম্বাদশ্চ পরীক্ষিতঃ॥ ৭॥
যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সম্বাদো নারদাজয়োঃ।
অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ॥ ৮॥
বিদুরোদ্ধবসম্বাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ॥ ৯॥
ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্তবৈকৃতিকাশ্চ যে।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসংভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ॥ ১০॥

আদি মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান সংযুক্ত হইয়াছেন। অনেক স্থানেই হরিলীলাকথাসমূহরূপ যে অমৃত আছে সাধু ও দেবতাগণ তৎপাঠে আনন্দিত হন।

ইহাতে পরীক্ষিত উপাখ্যান, নারদাখ্যান, পরীক্ষিতের বিপ্রশাপে প্রায়োপবেশন বর্ণিত আছে॥ ৬॥

এই গ্রন্থে ব্রহ্মর্ষভ শুকের সহিত পরীক্ষিতের সম্বাদ, যোগ ধারণার দ্বারা উৎক্রান্তি, নারদ ও ব্রহ্মার সম্বাদ, অবতার গীত, প্রাধানিক সর্গ, বিদুরোদ্ধব সম্বাদ, বিদুর মৈত্রেয়ের সম্বাদ, পুরাণ সংহিতা প্রশ্ন, মহাপুরুষ সংস্থিতি, প্রাকৃতিক সর্গ, সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, বৈরাজ পুরুষের উৎপত্তি, স্থূল সূক্ষ্ম কালগতি, লোকপদ্ম উদ্ভব, পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধারের জন্য

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ।
ভুব উদ্ধারণাম্ভোধেহিরণ্যাক্ষবধো যদা ॥ ১১ ॥
উর্দ্ধতির্য্যগবাক্ সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ।
অর্দ্ধনারী নরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥
শতরূপাচ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা ॥ ১২ ॥
সন্তানো ধর্ম্মপত্নীনাং কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমাতা ॥ ১৩ ॥
নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনং।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ১৪ ॥
নারদস্য চ সম্বাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
নাভেস্ততোনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ ॥ ১৫ ॥
ততো দ্বীপসমুদ্রাদ্রিবর্ষনদ্যুপবর্ণনং।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরক স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

হিরণ্যাক্ষ বধ, উর্দ্ধতির্য্যক্ অবাক্সৃষ্টি, রুদ্রসর্গ, অর্দ্ধনারীনরের উৎপত্তি, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কথা, স্ত্রীগণের আদ্যাপ্রকৃতি, শতরূপার উৎপত্তি, ধর্ম্মপত্নীদিগের সন্তান, কর্দ্দম প্রজাপতির সন্তান, মহাত্মা কপিলদেবের অবতার, কপিলের সহিত দেবহূতির সম্বাদ, নবব্রহ্ম সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুব চরিত্র, পৃথু চরিত্র; প্রাচীন বর্হির চরিত্র, নারদ সম্বাদ, প্রিয়ব্রত পুত্র চরিত্র, নভি ঋষভ ও ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৭-১৫ ॥

দ্বীপ, সমুদ্র, অদ্রি, বর্ষ, নদী প্রভৃতির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান এবং পাতাল নরকের স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

দক্ষ জন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাঞ্চ সন্ততিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্য্যঙ্‌নাগখগাদয়ঃ॥ ১৭॥
ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ॥ ১৮॥
মন্বন্তরানুচরিতং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণং।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ॥
কৌর্ম্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাং॥ ১৯॥
দেবাসুর মহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ত্তনং।
ইক্ষ্বাকুজন্মতদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ॥ ২০॥
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্য্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যানৃগাদয়ঃ॥ ২১॥
সৌকন্যঞ্চাথ সর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ।
খট্টাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ॥ ২২॥

প্রচেতোগণ হইতে দক্ষের জন্ম, তাঁহার কন্যাদিগের সন্তান। সেই কন্যাগণ হইতে দেব অসুর নর তির্য্যক নাগ খগাদির উৎপত্তি। ত্বাষ্ট্রের জন্ম ও মরণ, দিতি পুত্রদিগের জন্ম মরণ, হিরণ্যকশিপুর চরিত্র, মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র, মন্বন্তরানুচরিত্ত অর্থাৎ মন্বন্তরাবতার; বিষ্ণুর হয়শীর্ষ অবতার, কূর্ম্মাবতার, মৎস্যাবতার, নরসিংহাবতার, বামনাবতার, ক্ষীরোদ মন্থন, দেবতাদিগকে অমৃত পান করান, দেবাসুর মহাযুদ্ধ, রাজবংশানু-কীর্ত্তন, ইক্ষাকু জন্ম, সেই বংশে সুদামার জন্ম, ইলার উপাখ্যান, তারার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ বিবরণ, শশাদনৃগাদির কথা, সৌকন কথা, সর্যাতির

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহং।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥
রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ ॥ ২৩ ॥
ঐলস্য সোম বংশস্য যযাতের্নাহুষস্য চ ॥ ২৪ ॥
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎ সুভতস্য চ।
যযাতে জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশানুকীর্ত্তনং ॥
যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ।
বসুদেবগৃহে জন্ম তস্য বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥ ২৫ ॥
তস্য কর্ম্মাণ্যপারাণি কীর্ত্তিতান্যসুরাদ্বিষঃ।
পুতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥ ২৬ ॥
তৃণাবর্ত্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ ॥ ২৭ ॥

কথা, ককুৎস্থের কথা, খট্বাঙ্গ চরিত্র, মান্ধাতা চরিত্র, সৌভরির কথা, সাগরের কথা, কোশলেন্দ্র রামের পাপনাশক চরিত্র, নিমির অঙ্গ পরিত্যাগ, জনকের জন্ম, পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করণ, ঐল চরিত্র সোমবংশীয় নাহুষ যযাতি চরিত্র; দুষ্মন্তপুত্র ভরতের চরিত্র, শান্তনু চরিত ও তৎপুত্র চরিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা অর্থাৎ যদুবংশানুকীর্ত্তন। যে বংশে জগদীশ্বর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বর্ণিত আছে ॥ ১৭-২৫ ॥

কৃষ্ণের বসুদেব গৃহে জন্ম, তাঁহার গোকুলে বৃদ্ধি। তাঁহার অপর কর্ম্মসমূহ এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত আছে ॥ ২৬ ॥

পুতনার স্তন্যপান, শিশু হইয়া শকটোচ্চাটন, তৃণাবর্ত্ত, বক ও বৎস প্রভৃতি অসুরদিগকে নিষ্পেষণ, অঘাসুরবধ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎসপাল

অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনং।
ধেনুকস্য সহ ভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ স ক্ষয়ঃ ॥ ২৮ ॥
গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ।
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণং ॥
ব্রতচর্য্যাতু কন্যানাং যত্র তুষ্টোহচ্যুতো ব্রতৈঃ।
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনং ॥ ২৯ ॥
গোবর্দ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ।
যজ্ঞাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়াচ রাত্রিষু ॥ ৩০ ॥
শঙ্খচূড়স্য দুর্ব্বুদ্ধের্বধোহরিষ্টস্য কেশিনঃ।
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩১ ॥
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ।
গজমুষ্টিকচানূরকংসাদীনাং তথাবধঃ ॥ ৩২ ॥
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ।
মথুরায়াং নিবসতো যদুচক্রস্য যৎপ্রিয়ং ॥ ৩৩ ॥

চৌরণ, ধেনুক ও প্রলম্বের বধ, দাবাগ্নি হইতে গোপদিগের পরিত্রাণ, কালীয় সর্পদমন, মহাসর্প হইতে নন্দকে উদ্ধার, কন্যাদিগের ব্রতাচরণ, সেই ব্রতে কৃষ্ণের পরিতোষ, যজ্ঞপত্নীদিগের প্রতি প্রসন্নতা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অনুতাপ, গোবর্দ্ধনোদ্ধার, ইন্দ্রসুরভির দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক, রাত্রে গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া, দুর্বুদ্ধি শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশীবধ, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণের মথুরা প্রস্থান, ব্রজস্ত্রীগণের বিলাপ, মথুরা দর্শন, গজ মুষ্টিক চানূর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃত পুত্র আনয়ন, যদুগণের সহিত মথুরা বাস, উদ্ধব ও বলদেবের দ্বারা যত্নসহকারে যদু-

কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ।
জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ ॥ ৩৪ ॥
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যাং নিবেশনং।
আদানং পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ সুরালয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ।
হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনং ॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ ॥৩৬॥
চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্ম্মতেঃ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনং।
ভারাবতরণং ভূমেনির্মিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ৩৮ ॥
বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ।
উদ্ধবস্য চ সম্বাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ ॥ ৩৯ ॥

দিগের প্রিয়কার্য্য সাধন, জরাসন্ধ আনীত সৈন্যসমূহ বধ, যবনেন্দ্রের ঘাতন, দ্বারকায় বাস সংস্থান, সুরালয় হইতে সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত আনয়ন, এই সমস্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত ॥ ২৭-৩৫ ॥

দ্বেষী রাজাদিগকে যুদ্ধে দমন করিয়া রুক্মিণীহরণ, শিবের জৃম্ভন, বাণরাজার হস্তকর্ত্তন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরককে বিনাশ করিয়া কন্যাগণের আনয়ন; শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব, দুর্ম্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চজন প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও বধ, বারাণসীর দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমির ভারাপনোদন, বিপ্রশাপ ছলে স্বীয় কুলের সংহার, বাসুদেবের সহিত উদ্ধবের অদ্ভুত সম্বাদ, ঐ সম্বাদে

যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা কর্ম্মবিনির্ণয়ঃ।
ততো মর্ত্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ॥ ৪০ ॥
যুগলক্ষণ বৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ।
চতুর্ব্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা॥
দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষেবিষ্ণুদত্তস্য ধীমতঃ।
শাখা প্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্য্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ৪১ ॥
পতিতঃ স্খলিতোবার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ৪২ ॥

শ্রীসূত [১২।১২।৫০-৫২]

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোকযশোহনুগীয়তে॥ ৪৩ ॥

অখিলাত্মবিদ্যা ও কর্ম্ম বিনির্ণয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনন্তর আত্মযোগানুভাবে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ, যুগলক্ষণ বৃত্তি, কলিতে মনুষ্যের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় ঋষির সৎকথা, সূর্য্যের মহাপুরুষ বিন্যাস এই সকল কথা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩৬-৪১ ॥

পতিত, স্খলিত, আর্ত্ত, ক্ষুধিত, বা বিবশ হইয়া 'হরয়ে নমঃ' এই কথাটী উচ্চরূপে বলিতে পারিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণের যশকীর্ত্তন, সর্ব্বদা রম্য, সুন্দর, নূতন, সর্ব্বদা চিত্তের মহোৎসব স্বরূপ এবং শোকসমুদ্রশোষক ॥ ৪৩ ॥

নযদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং নতু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥ ৪৪ ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি
যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

[১২।২২।৫৫]
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।
সত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং ॥ ৪৬ ॥

চিত্রপদবিশিষ্ট বাক্য বিন্যাসে যে স্থলে কৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী যশ কীর্ত্তিত না হয়, তাহা কাকতুল্য নরের ক্রীড়াস্থান। হংসগণ তাহা সেবা করেন না। যেথানে অচ্যুত সেই স্থলেই অমল সাধুগণ ॥ ৪৪ ॥

সেই বাক্য বিন্যাসই জনগণের পাপবিধ্বংশ করে যাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নাম সকল বিন্যস্ত আছে। সেই সকল নাম সাধুগণ শ্রবণ করেন ও গান করেন ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি ক্রমে অভদ্র সমস্ত ক্ষয় হয়, মঙ্গল বিস্তারিত হয়, সত্বশুদ্ধি হয়, পরমাত্ম ভক্তি হয়, এবং বিজ্ঞানও বিরাগযুক্ত জ্ঞান হয় ॥ ৪৬ ॥

[১২।১২।৫৯]

য এতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।
শ্লোকমেকং তদর্দ্ধং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুণাত্যাত্মানমেব সঃ॥ ৪৭॥

[১২।১২।৬৫]

বিপ্রোধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাং।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ॥ ৪৮॥

[১২।১২।৬৮—৬৯]

উপচিত নবশক্তিভিঃ স্বাত্ম
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায়॥ ৪৯॥

যিনি এই গ্রন্থের এক শ্লোক, অর্দ্ধ শ্লোক, একপাদ শ্লোক বা অর্দ্ধপাদ শ্লোক, শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রহরকাল বা ক্ষণকাল অনন্যচিত্তে শ্রবণ করান বা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তদ্রূপ শ্রবণ করেন, তিনি আপন আত্মাকে পবিত্র করেন॥ ৪৭॥

ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রজ্ঞালাভ করেন, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে সসাগরা পৃথিবী লাভ করেন, বৈশ্য পাঠ করিলে নিধিপতি হন এবং শূদ্র সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধ হন॥ ৪৮॥

যিনি পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি নয়টী শক্তিদ্বারা পুষ্ট হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের আলয়স্বরূপ আপনাকে উপরচিত করিয়াছেন, সেই উপলব্ধিমাত্র

স্বসুখনিভৃতচেতা তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি ॥ ৫০ ॥

[১২।৩।১৪—১৫]

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্নতু পারমার্থ্যং ॥ ৫১ ॥

স্বরূপ সনাতন ভগবান দেবর্ষভকে আমরা নমস্কার করি। পুরুষ দুই প্রকার, ঈশ্বররূপ পুরুষটী চিৎশক্তি অধিষ্ঠিত। জীবরূপ পুরুষটী জীব-শক্তি পরিণত। আর প্রকৃতি মহত্তত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ মায়াশক্তি ॥ ৪৯ ॥

যিনি আত্মসুখদ্বারা নিবৃতচিত্ত হইয়া অন্যভাব দূর করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সুন্দরলীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক এই তত্ত্বদীপ-স্বরূপ পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

মহামহারাজগণ লোকে যশবিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথু, পুরূরবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্বিভূতি মাত্র, পরমার্থ নয়, তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি ॥ ৫১ ॥

যস্তূত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশে
শ্রীভাগবতবিবৃতির্নাম তৃতীয় কিরণঃ।

এই গ্রন্থে অমঙ্গলঘ্ন কৃষ্ণগুণানুবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই কেবল অমলকৃষ্ণ ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন। এই দুই শ্লোক দৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালা গ্রন্থিত হইল॥ ৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতবিবৃতি
প্রসঙ্গে তৃতীয় কিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্থঃ কিরণঃ।

ভগবৎ স্বরূপতত্ত্বং।

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১২।১৩।১]

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং নবিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

[১।২।১১]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

ভগবৎ পারতম্যং যৎকৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং।
পীতমানীতমত্রৈব তমদ্বৈতপ্রভুং ভজে ॥

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র মরুদগণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, বেদ বেদাঙ্গ পদক্রম উপনিষদ্ সামগান দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, ধ্যানাবস্থিত তদ্গতমনা যোগীগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন চিন্মাত্রব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্‌বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি।

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৬।৪০]

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্সম্যগবস্থিতং।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিতমব্যয়ং ॥ ৩ ॥

কপিলোদেবহুতিং [৩।৩২।২৬]

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ৪ ॥

জড়ভরতঃ রহূগণম্ [৫।১২।১১]

জ্ঞানং বিশুদ্ধ পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যং।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥৫

চিদ্বিলাসরূপ ভগবান সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি। তিন অবস্থায় তিনটী নাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মপ্রতীতি এইরূপ। বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিজের প্রতি চেষ্টাবান, সম্যগ্স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য, অব্যয় ক্ষয়োদয়রহিত ॥ ৩ ॥

পরমাত্মপ্রতীতি এইরূপ। জ্ঞানবিস্তৃতিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকসিত পরব্রহ্ম। যাহা কিছু জগতে আছে তাহাতে অবস্থিত, নিয়ন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা। ভগবৎ প্রতীতি এইরূপ। দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা কেহ থাকে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাব দ্বারা সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এক অদ্বিতীয় ভগবান প্রকাশ পান ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ পরমার্থজ্ঞানভেদরহিত, বহিরর্থশূন্য, সত্য, প্রত্যক্ দশাবস্থ, প্রশান্ত ব্রহ্মকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ভগবৎ শব্দে শব্দিত এক তত্ত্বকে বাসুদেব বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মপ্রতীতি ও পরমাত্ম-

বসুদেবোভগবন্তং [১০।৩।১৩]

বিদিতোসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৭।৪৭]

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকং ॥ ৭ ॥

প্রতীতিকে অন্তর্ভূত করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ পান তাহাই বাসুদেব ভগবান ॥ ৫ ॥

সেই বাসুদেব দেবকীগর্ভে স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা উদয় হইলে বসুদেব মহাশয় কহিলেন, আপনাকে বুঝিতে পারিলাম, আপনি শক্তির অতীত সাক্ষাৎ শক্তিমান পরম পুরুষ, কেবলানুভবানন্দ এবং সকলের বুদ্ধিকে দর্শন করেন ॥ ৬ ॥

ভবানন্দ নিত্য প্রশান্ত অভয় প্রতিবোধমাত্র বিশুদ্ধ সৎ ও অসৎ এই দুইয়ের সম যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তদ্যুক্ত। সুতরাং ক্রিয়াময় শব্দ তাহাতে ক্রিয়া করিতে অসমর্থ এবং মায়া বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করে। সেই পরমপুরুষ ভগবানের পদকেই বিশোক অজস্রসুখ ব্রহ্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মই সূর্য্যস্থলীয় ভগবানের অঙ্গকান্তি মাত্র ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তং [৩।৯।১১]

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদযদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৮ ॥

মনুর্ভগবন্তং [৮।১।১৫]

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তং ॥ ৯ ॥

দেবা ভগবন্তং [১০।২।৩৯]

নতেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ হে নাথ! তুমি জীবের শ্রুতেক্ষিত পথ স্বরূপ অর্থাৎ শ্রুত হইয়া ঈক্ষিততত্ত্ববিশেষ। ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎপদ্মে উদয় হইয়া থাক। হৃদয়ে সুবুদ্ধি দ্বারা হে উরুগায়, ভক্তগণ যে যেরূপ তোমার ভাবনা করেন তুমি সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সেই বপুতে প্রকাশ পাও ॥ ৮ ॥

ভগবান পরমেশ্বর। তিনি আত্মলাভে নিত্যপূর্ণার্থ। তিনি যে যে স্থলে প্রকাশ পান তাহাতে তাঁহার আসক্তি হয় না। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুগত তাঁহারাও কখনই অবসাদ প্রাপ্ত হন না ॥ ৯ ॥

হে ঈশ, তুমি অভয়। আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তোমার প্রপঞ্চোদয়ে তোমার লীলাবিনোদ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। তুমি অভয়াশ্রয়স্বরূপ। জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ অবিদ্যাদ্বারা তোমাতেই কল্পিত বলিয়া মনে করে ॥ ১০ ॥

পিপ্পলায়নো নিমিং [১১।৩।৩৬—৩৭]

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতেন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ১১ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ১২ ॥

[১১।৩।৩৫]

স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎস্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।

সেই পরমপুরুষ ভগবত্তত্ত্বে মন, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ নাই। অনলের স্বীয় স্ফুলিঙ্গ যেরূপ অনলকে প্রকাশ করে না, সেইরূপ রশ্মিস্থলীয় চিৎকণ জীব সূর্য্যস্থলীয় তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেও দুরূহ। শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। কেন না শব্দাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ইহা নয়, ইহা নয় করিয়া অবশেষ যাহা থাকে তাহাতে ব্যক্তি সিদ্ধি করে ॥ ১১ ॥

সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রকৃতিসূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার (যাহাকে জীবতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীব বলে) এই সমস্ত শক্তির আধার তুমি একতত্ত্ব তাহাতেই জ্ঞান ক্রিয়া অর্থ ফলরূপ সদসৎ এবং তদতীত পরব্রহ্ম প্রকাশ পায় ॥ ১২ ॥

যিনি এই জগতের স্থিতি উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু;

দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ১৩ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩৮]

ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ১৪ ॥

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ত তয়াঽনুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধং ॥ ১৫ ॥

স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি সৎ এবং সমাধিতে বর্ত্তমান, যিনি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও হৃদয়ে বিচরণ করেন এবং যাঁহা দ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, হে নরেন্দ্র! তিনিই পরতত্ত্ব ॥ ১৩ ॥

জীব কুমনীষ, কেন না তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত পরিমিত। অতএব কোন জীবই বুদ্ধিনৈপুণ্যদ্বারা সেই বিধাতার লীলা জানিতে পারে না। যেরূপ নটব্যক্তির নানাবিধ নামরূপ বিস্তারিত নটচর্য্যা অজ্ঞব্যক্তি মন ও বাক্যের দ্বারা জানিতে পারে না তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তিদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন তিনিই কেবল দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরমেশ্বর বিধাতার পদবী অর্থাৎ তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

কুন্তী কৃষ্ণং [১।৮।২৬]

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরং ॥ ১৬ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।২।১৭-১৮]

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে ।
ন যত্র সত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং ॥ ১৭ ॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, জ্ঞান ও শ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ মদযুক্ত পুরুষ অকিঞ্চনের প্রাপ্য ধন যে তুমি, তোমাকে অভিধান করিতে যোগ্য হয় না ॥ ১৬ ॥

দেবতাগণের পরপ্রভু কাল যে পরমেশ্বরে কোন কার্য্যক্ষম হয় না, জগতের বিধাতারূপ অন্য দেবতাগণ তাহার কি করিবে ? তাঁহাতে সত্ব, রজ, তম, বিকার, মহত্তত্ব ও প্রধান কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পায় না ॥ ১৭ ॥

যোগীগণ অতৎ পরিত্যাগ বাসনায় ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া অনাত্ম দৌরাত্ম্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্যসৌহৃদদ্বারা হৃদয়ে অর্হপদ শ্রীকৃষ্ণকে পদে পদে আলিঙ্গন করত বৈষ্ণবপদকে পরমপদ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৮ ॥

[১০।৩৮।২২]

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তং [১০।৮৭।২৮]

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর
স্তববলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২০ ॥

সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের কেহ দয়িত বা সুহৃত্তম নাই, কিছুই প্রিয় বা উপেক্ষ্য নাই সত্য, তথাপি তিনি যথা তথা ভক্তগণকে ভজনা করেন যেরূপ কল্পতরু উপাশ্রিত হইলে অর্থদ হন তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিগণ বলিলেন, হে প্রভো! অন্ত করণদ্বারা তোমার কার্য্যসিদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বরাট অখিলকারক শক্তি তুমি স্বভাবত ধারণ করিয়াছ। দেবতাগণ তোমার মায়াশক্তিকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তোমার বলি বহন করে। বর্ষ খণ্ডের অধিকারী যেরূপ অখিল ক্ষিতিপতির আজ্ঞা বহন করে সেইরূপ ব্রহ্মাদি বিশ্বসৃজনকারী আপন আপন বর্ষের অধিকারী হইয়া তোমার ভয়ে চকিত এবং সর্ব্বদা তোমার সম্মান বিধান করেন ॥ ২০ ॥

বসুদেবঃ কৃষ্ণবলদেবৌ [১০।৮৫।৬]

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাৎ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাং ॥ ২১ ॥

[১০।৮৫।১০]

ইন্দ্রিয়স্ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ২২ ॥

[১০।৮৫।১৩]

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ২৩ ॥

মনুর্ভগবন্তং [৮।১।১৩]

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদির যে প্রাণাদি শক্তি সে সমস্তই পরম পুরুষরূপ তোমার শক্তি। তাহারা পরতন্ত্র। তুমি প্রভু তাহারা দাস সুতরাং তোমাদের পরস্পরে সাদৃশ্য নাই। অতএব উভয়ের চেষ্টা তোমার শক্তির দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তুমিই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়, দেবগণ তোমার অনুগ্রহজীবী। তুমি বুদ্ধির অবরোধস্বরূপ জীবের শুদ্ধানুস্মৃতি ॥ ২২ ॥

সত্ব রজ তম মায়াবৃত্তি হইলেও পরব্রহ্মরূপ তোমাতে সাক্ষাৎ যোগমায়া দ্বারা কল্পিত। যোগমায়া চিচ্ছক্তিই ক্রিয়াবতী। তাঁহার ছায়া মায়াশক্তি তাহাও তোমাতে সাক্ষাৎ সেই শক্তিদ্বারা পরিকল্পিত॥ ২৩ ॥

সমস্ত বিশ্বই যাঁহার শরীর, যাঁহার নাম অনেক, যিনি সকলের নিয়ন্তা,

ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥ ২৪ ॥

দেবা ভগবন্তং [৬।৯।৩২]

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিত পরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্‌ঘাটিততমঃকবাটদ্বারেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ২৫ ॥

স্বয়ং সত্য চিৎ সূর্য্য, জন্ম রহিত, সনাতন পুরুষ, তিনিই আত্মশক্তিদ্বারা মায়াকে ক্রিয়াবতী করিয়া এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ধারণ করেন এবং মায়াশক্তিকে বিদ্যারূপ চিচ্ছক্তি দ্বারা দূরে রাখিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবে আছেন ॥ ২৪ ॥

তোমাকে নমস্কার। তুমি ভগবান নারায়ণ বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহানুভাব, পরমমঙ্গলস্বরূপ, পরম কল্যাণময়, পরম কারুণিক, কেবল জগদাধার, সর্ব্ব লোকের একমাত্র নাথ, সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ। পরমহংস পরিব্রাজকগণ পরম আত্মযোগসমাধি পরিভাবিত করিয়া পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্ম্মের সহকারে তমোদ্বার উদ্‌ঘাটন করত অপাবৃতদ্বার আত্মলোককে দর্শন করেন। তুমি স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবস্বরূপ অদ্বয়তত্ত্ব ॥ ২৫ ॥

ভগবৎস্বরূপগতনিত্যগুণাঃ। ধরণী ধর্ম্মং [১।১৬।২৭-৩০]

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবং।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যমার্দ্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয় শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহংকৃতিঃ ॥২৮
এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ২৯ ॥

গুণ দুই প্রকার অর্থাৎ মায়িক সদোষগুণ ও মায়াতীত অপ্রাকৃত গুণ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে নির্গুণরূপে যে সকল গুণ আছে তাহা বলিতেছেন। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, নিত্য জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, আর্দ্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয়, শীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি অনন্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে আছে ॥ ২৬-২৮ ॥

ভগবৎস্বরূপে এই সকল এবং অনেকানেক মহাগুণ নিত্য অবস্থিতি করে। যাঁহারা মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কিছু কিছু ঐ সকল গুণ লাভ করেন। ভগবৎ স্বরূপ হইতে ঐ সমস্ত গুণ কদাপি বিযুক্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ চিৎসূর্য্য। তাঁহাতে সমস্ত চিদ্‌গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত জীবসকলে কতকগুলি বিন্দু বিন্দু ভাবে থাকে। ভক্তিশক্তি দ্বারা ঐ সকল গুণ সমৃদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা নারদং [২।৬।৩১]

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতং।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩০ ॥

[২।৫।১৮]

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্যগুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীত মায়য়া বিভোঃ ॥ ৩১ ॥

[২।৬।১৯]

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ ৩২ ॥

[২।৫।১৪]

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোর্থোস্তি তত্ত্বতঃ ॥৩৩॥

মায়িক গুণ অসম্পূর্ণ ও সদোষ। নারায়ণ ভগবানে এই বিশ্ব আহিত আছে। তিনি এই প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে মায়ার উরুগুণে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন। বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং অগুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তগুণবিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব, রজ, তমরূপ তিনটী গুণ মায়াদ্বারা স্বীকার করেন ॥ ৩১ ॥

সেই স্থিতিপদ পুরুষের চারিটী পদ কল্পিত হইলে একপাদে সর্ব্বভূতের সংস্থিতি হয়। অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিন ঊর্দ্ধস্থানীয় ত্রিপদ। ইহাকেই ত্রিপাদ বিভূতি বলে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনময় অধস্থপদেই মায়িক বিভূতি। উক্ত ঊর্দ্ধ ত্রিপাদ বিভূতিই চিদ্বিভূতি ॥ ৩২ ॥

দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব এই পাঁচটী অর্থ। তত্ত্বতঃ ইহারা

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১১।৩৭-৩৮]

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনং।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥ ৩৪ ॥
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

সদাশিবঃ সতীং [৪।৩।২৩]

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসাভিধীয়তে ॥ ৩৬ ॥

বাসুদেব হইতে পৃথক নয়। বাসুদেবে জীবশক্তি হইতে জীব এবং জড়শক্তি বা মায়াশক্তি হইতে আর চারিটী। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক নয়। এক বস্তুরই দুইটী শক্তি দেখ ॥ ৩৩ ॥

সাধারণ মায়িক লোক নিজ নিজ উপমা দৃষ্টে মনে করে যে কৃষ্ণও আমাদের ন্যায় মানব, জীব জগদ্ব্যাপারে বিমিশ্রত। তাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানে না, অতএব জড়গুণে অনাসক্ত তত্ত্বকে বুঝিতে না পারিয়া বিষয়সঙ্গী বলিয়া মনে করে ॥ ৩৪ ॥

জীব ঈশিতব্য এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিয়াও প্রাকৃতগুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা আত্মস্থ। কৃষ্ণাশ্রয়া জীব বুদ্ধিও তদ্রূপ হয় ॥ ৩৫ ॥

মহাদেব বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ তাহাতে প্রকাশ পান তিনিই ভগবান বাসুদেব। সেই অধোক্ষজ পুরুষকে মনের দ্বারা আমি প্রণতি বিধান করি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মা দেবান্ [২।১৫।১৪·১৬]

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিং ॥ ৩৭ ॥
যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ৩৮ ॥
যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥ ৩৯ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।৯।১৬]

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্রচাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরং ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধাম কিরূপ তাহা বলিতেছেন। সেখানে যে সকল পুরুষ আছেন সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি অর্থাৎ চিদাকার। অনিমিত্ত নিমিত্তরূপ ভাগবতধর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা নিত্য হরিকে আরাধনা করেন ॥ ৩৭ ॥

যেখানে আদ্য পুরুষ ভগবৎ শব্দগোচর পরব্রহ্ম আছেন। বিরজ অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ প্রকাশ করত স্বভক্তগণের পালক স্বরূপ তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

যেখানে নিঃশ্রেয়স নামক বন আছে, কামকল্পতরু সমূহ সর্ব্ব ঋতুশ্রীদ্বারা শোভিত মূর্ত্তিমান্ কৈবল্যের ন্যায় ॥ ৩৯ ॥

যেখানে তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অবস্থিত পঞ্চবিংশতি শক্তিদ্বারা বৃত স্বীয় ষড়ৈশ্বর্য্য যুক্ত এবং দূরগত, অধ্রুব মায়া ঐশ্বর্য্যান্বিত স্বস্বরূপে, নিজধামে সর্ব্বেশ্বরভাবে রমমাণ ॥ ৪০ ॥

তত্র মাধুর্য্যমপি শ্রীকৃষ্ণাপ্রকটলীলায়াং [১১।৩১।৬]

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকং ॥ ৪১ ॥

[১১।৩১।৯-১০]

সৌদমন্যা যথাকাশে যান্ত্যাহিত্বাভ্রমণ্ডলং।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥
ব্রহ্মারুদ্রাদয়স্তে তু দধ্যুর্য্যোগগতিং হরেঃ ॥
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥৪২॥

গোপান্ কৃষ্ণঃ গোলোকং দর্শয়তি [১০।২৮।১৩-১৫ ও ১৭]

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ৪৩ ॥

মাধুর্য্যময় ভগদ্ধামের সূচনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অপ্রকট হইলেন তখন সর্ব্বলোকের মনোহারী স্বতনু অর্থাৎ দ্বিভুজ সুন্দররূপ যাহা ধরণা ধ্যানের মঙ্গলময় আস্পদ, ক্ষুদ্র যোগীদের ন্যায় যোগাগ্নিতে দগ্ধ না করিয়াই যোগমায়া দ্বারা স্বীয় কৃষ্ণ ধাম প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥

সৌদামিনী আকাশে যেরূপ অভ্রমণ্ডলভেদ করিয়া যায় তদ্রূপ সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোকের অলক্ষ্য গতিতে অপ্রকট হইতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই কৃষ্ণ দেবতার মহা যোগ গতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

এখন কৃষ্ণলোক বর্ণন করিতেছেন। একদিন কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন যে আমার গোপ সকল কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ হইতে

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরং ॥৪৪॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণন্তু তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

আসিয়াছে। লৌকিক লীলায় তাহারা জীব সকলের দুঃখ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইতে পারে। এই লোকে জীব সকল অবিদ্যা কাম কর্ম্মের দ্বারা স্বীয় গতি জানিতে না পারিয়া উচ্চ এবং নীচগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, আমরাও কি সেইরূপ এবম্বিধ ভক্ত সাধনসিদ্ধ ভক্তদিগের মধ্যে হইতে পারি ॥ ৪৩ ॥

ভগবান এই চিন্তা করিয়া সাধনসিদ্ধ গোপদিগের প্রতি মহা কারুণিক হইয়া তাহাদিগকে মায়া পারে স্বলোক অর্থাৎ নিত্য গোলোক দেখাইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

সেই গোলোক কিরূপ তাহা বলিতেছেন। সত্যজ্ঞান অনন্তরূপ যে সনাতন ব্রহ্ম সেই ধামের জ্যোতিঃস্বরূপ। সত্ব রজ তম রূপ গুণ পরিহার করিয়া শুদ্ধপ্রেমী মুনিগণ সমাহিত হইয়া যাঁহার দর্শন পান, নির্গুণ চিন্তায় পরব্যোমগমনাদিজ্ঞানী যোগীদের সম্ভব কিন্তু নির্গুণ ভক্তিযোগে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ করিয়া প্রেম যোগীগণ কেবল গোলোক প্রাপ্ত হন আর কেহ তাহা পান না। ইহাই সাধারণ পরব্যোম অপেক্ষা গোলোকের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা ॥ ৪৫ ॥

নন্দাদি নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় গোপ সকল গোলোকদর্শন করিয়া এবং

তদবতার বিষয়াঃ। সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।১]

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৪৭ ॥

[১।৩।৫-২৮]

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ ॥
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতং ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণকে ছন্দ সকল স্তব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত এবং পরমানন্দে নিবৃ'ত হইলেন। নন্দাদির স্বরূপে গোলোকাগত নিত্য সিদ্ধ প্রেমময় গোপগণ এবং দ্রোণাদি ভক্তগণ বর্ত্তমান ছিলেন। নন্দাদির গোলোক নিত্য দৃষ্ট বস্তু। দ্রোণাদির উপকারের জন্য গোলোক প্রদর্শিত হইল। বস্তুতঃ গোকুল ও গোলোক একই তত্ত্ব। গোলোক গোকুলের বৈভব। সেই বৈভব গোকুলে যোগমায়া কর্ত্তৃক একটু আবৃত। সে তত্ত্ব আবৃত হয় না। দ্রষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষুই আবৃত হয় ॥ ৪৬ ॥

এখন ভগবদবতারগণের কথা বলিতেছেন। লোক সৃজন করিবার মানসে ভগবান মহদাদি সংযুক্ত হইয়া ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পৌরুষরূপ ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ বিষ্ণু তাঁহার তিনটী পৃথক পৃথক অবস্থা অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী এই তিনটী পুরুষাবতার। নানাবতারের নিধানরূপ অব্যয় বীজ বিষ্ণু যাঁহার অংশ ও কলাতে দেব তির্য্যক নরাবতারাদি হন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

সেই পুরুষ প্রথমে কৌমাররূপে অবতার হইলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীং।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৫০ ॥
তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ ৫১ ॥
তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥ ৫২ ॥
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং ॥ ৫৩ ॥
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোহনুসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥ ৫৪ ॥

অথণ্ড ব্রহ্মচর্য্য আচার করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী রসাতলগত হন; তাহাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞেশ শৌকরবপু ধারণ করেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

তৃতীয়ে দেবর্ষি নারদরূপ ঋষি স্বর্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয় এমত একটী সাত্বত তন্ত্র রচনা করেন। তাহাকে নারদ পঞ্চরাত্র বলে ॥ ৫১ ॥

চতুর্থ ধর্ম্মকলা সর্গে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আত্মোপশম হয় এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল হইয়া কাল বিপ্লুত সাংখ্যতত্ত্ব বিনির্ণয় করেন। আসুরিকে তাহা শিক্ষা দেন ॥ ৫৩ ॥

ষষ্ঠে অনুসূয়ার গর্ভে অত্রি পুত্র হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছিলেন। ৫৪ ॥

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়তে।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরং ॥ ৫৫ ॥
অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং ॥ ৫৬ ॥
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীমষ্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুং ॥ ৫৮ ॥
সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলং।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ৫৯ ॥
ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।

সপ্তমে আকুতি গর্ভে রুচিপুত্র যজ্ঞ হইয়া যামাদি দেবগণের সাহায্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন॥ ৫৫ ॥

অষ্টমে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম অবতার হইয়া সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত ধীরগণের ধর্ম্মপথ দেখাইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

নবমে ঋষিদিগের প্রার্থনায় পৃথু হইয়া সেই সুন্দর পুরুষ পৃথিবী হইতে ঔষধি দোহন করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র সংপ্লবে মৎস্যাবতার হইয়া মহীময়ী নৌকায় আরোপিত করত বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করে, তখন কূর্ম্মরূপী হইয়া পৃষ্ঠে মন্দরাচল একাদশ অবতার ধারণ করেন ॥ ৫৯ ॥

দ্বাদশে ধন্বন্তরীরূপে এবং ত্রয়োদশে মোহিনীরূপে স্ত্রীবেশে অসুরগণকে

অপায়য়ৎসুরানান্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥ ৬০ ॥
চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতং
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদযথা ॥ ৬১ ॥
পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপং ॥ ৬২ ॥
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীং ॥ ৬৩ ॥
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ৬৪ ॥
নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরং ॥ ৬৫ ॥

মোহিত করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

হিরণ্যকশিপু প্রবল অপরাধী হইলে চতুর্দ্দশে নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক কটকৃৎগণ যেরূপ এরকা বিদারণ করে তদ্রূপ ঐ অসুরকে উরুদেশে রাখিয়া নখের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

পঞ্চদশে বামন হইয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন। সেখানে পদত্রয় ভূমি যাচ্ঞা করেন ; ত্রিপিষ্টপ ইন্দ্রকে দিবেন মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

ষোড়শ অবতারে নৃপগণকে ব্রহ্মদ্রোহী দেখিয়া কুপিতভাবে পরশুরাম মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করিলেন ॥ ৬৩ ॥

সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত হইয়া অল্পবুদ্ধি লোকের উপকারের জন্য বেদতরুর শাখা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

অষ্টাদশে শ্রীরামরূপে নরদেব হইয়া দেবকার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং ॥ ৬৬ ॥
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধোনাম্নাঽঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কিজগৎপতিঃ ॥ ৬৮ ॥
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৯ ॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭০ ॥

সমুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন হইয়া ভগবান রামকৃষ্ণস্বরূপে ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

কলি সংপ্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগকে মোহন করিবার অভিপ্রায়ে কীকটাদিদেশে বুদ্ধনামা অঞ্জনসুত হইবেন ॥ ৬৭ ॥

যুগসন্ধিতে রাজাগণ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুযশা হইতে উৎপন্ন এবং কল্কিনামে জগৎপতি অবতার হইবেন ॥ ৬৮ ॥

হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জল-প্রবাহ বাহির হয়, সেইরূপ সত্বনিধি ভগবান হরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। কএকটী বলিলাম। বলিতে অনেক বাকি রহিল। অতিপ্রধান কোন অবতার বলিতে ছন্নরূপে হইবেন তাহার উল্লেখ করিলাম না ॥ ৬৯ ॥

এই সকল অবতারের মধ্যে অনেকেই পুরুষাবতারের স্বাংশ, আবার

প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহ [৭।৯।৩৮]

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈ
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোথ স ত্বং ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়ং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে ভগবৎ স্বরূপতত্ত্বনিরূপণংনাম চতুর্থঃ কিরণঃ।

অনেকেই শক্ত্যাবেশ বিভিন্নাংশ এবং অংশকলা। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান। এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে। ইহারা সকলেই অসুরপীড়িত লোকসকলকে যুগে যুগে পালন করেন ॥ ৭০ ॥

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এইপ্রকার নর তির্য্যক্ ঋষিদের মৎস্য ইত্যাদি রূপে লোকদিগকে বিভাবিত কর এবং জগৎশত্রু-দিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব নিরূপণে চতুর্থ কিরণে মরীচিপ্রভা
নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

পঞ্চমঃ কিরণঃ।

ভগবৎ শক্তিতত্ত্বং।

শ্রুতয়ো ভগবন্তং। [১০।৮৭।১৪]

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকতে।
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তং। [২।৯।২৬]

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা।

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত তোমার জয় হউক। মহাদোষরূপ তিনগুণবিশিষ্ট অজা যে মায়া তাঁহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। তুমি আত্মশক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি দ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত আছ এবং চরাচর বিশ্বের অখিলশক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদে আত্মশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মায়িকবিশ্ব সম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন ॥ ১ ॥

আত্মমায়া স্বরূপশক্তি। তাঁহার যোগে নানাশক্তি দ্বারা উপবৃংহিত এই বিশ্বকে সৃজন গ্রহণ ও সংহার কর। আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে

ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২ ॥

তস্যাশক্তেরনন্তপ্রকারত্ব। সূতঃশৌনকাদীন্ [১।১৮।১৯]

কুতঃ পুনর্গৃণতো নামতস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদযমনন্তমাহুঃ ॥৩॥

তস্যৈব যোগমায়াত্ব। ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।২১

কোবেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥ ৪ ॥

আপনি ধারণ কর। ঊর্ণনাভি যেরূপ তন্তু বিস্তার করে তদ্রূপ অমোঘ-সঙ্কল্প তুমি সর্ব্বত্র ক্রীড়া কর। হে মাধব, সেইরূপ আমাকে তদ্বিষয়া অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়া মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধি দান কর ॥ ২ ॥

সূত কহিলেন, দৌষ্কুল্যরূপ আমাদের আধি, মহোত্তমদিগের নাম উচ্চারণে যায়, তখন ভগবানের নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন তাহাদের আর কথা কি? মহত্তমদিগের একান্ত গতি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট সেই ভগবান তাঁহাতে অনন্ত মহদ্‌গুণ আছে বলিয়া তাঁহাকে অনন্ত বলে ॥ ৩ ॥

সেই আত্মমায়ার নাম যোগমায়া। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূমা পুরুষ! কৃষ্ণ! হে পরাত্মা। হে যোগেশ্বর! এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইহা জানে যে তুমি কোথায় কিরূপে কোন্ সময়ে তোমার যোগমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিস্তারপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাক ॥ ৪ ॥

ধ্রুবোভগবন্তং। ত্রিশক্তিত্বং চিচ্ছক্তিজীবশক্তিমায়াশক্তিরূপত্বঞ্চ

তস্যাঃ [৪।৯।১৫]

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥ ৫ ॥

ধ.ণীধর্ম্মঃ [১।১৬।৩৩]

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎ পাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ৬ ॥

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবান্! তুমি নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ আত্মা, কুটস্থ আদিপুরুষ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং চিচ্ছক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন শক্তির অধীশ্বর। জীব হইতে তুমি ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব। অখণ্ডিত আত্মদৃষ্টিদ্বারা জীবের বুদ্ধ্যবস্থিত অবস্থার দ্রষ্টা। ·স্থিতি কালে তুমি অধিমখ বিষ্ণু। জীবে ও তোমাতে এইরূপ নিত্যভেদ। তুমি স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, কুটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার অনাদি ভগবান গুণাধীশ। জীব স্বভাবতঃ তোমার প্রসাদে মুক্ত হয়, মলিন হইবার যোগ্য, অল্পজ্ঞ, মায়াবিকার প্রবণ, অণুচৈতন্য, ভগহীন, শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতা বশতঃ পরতন্ত্র ॥ ৫॥

দেখ, হে ভগবান! তোমার মহিমা কি বলিব। ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি বহুসময়ে যাঁহার কৃপা কটাক্ষের জন্য প্রসন্ন হইয়া যাঁহার প্রতি তপ

হ্লাদিনীসন্ধিনী সম্বিদ্রূপাস্তৎশক্তের্বৃত্তয়ঃ। শুকঃ পরীক্ষিতং।
[১০।৩৯।৫৫]

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যাতুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতং ॥ ৭ ॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণং [১০।১৬।৪৬]

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসম্বিদে ॥ ৮ ॥

আচরণ করেন সেই শ্রীশক্তি স্বীয় পদ্মবনরূপ নিজাবাস পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্তভাবে তোমার পাদসৌভগ ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

সেই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎরূপা তিনটী নিরন্তর বৃত্তি। শ্রীঃ, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এই সকল শক্তি বিশেষণ। শ্রী এস্থলে সম্পদসমুহের সম্পদাত্রী সন্ধিনী প্রভাব। পুষ্টি স্বরূপ পোষয়িত্রী শক্তি। গী বাক্‌শক্তি বেদাদি। কান্তি শোভা যদ্বারা কৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বমাধুর্য্য। কীর্ত্তি যশবিস্তারিণী। তুষ্টি হ্লাদিনী। ইলা ভূশক্তি। উর্জ্জা লীলাশক্তি। বিদ্যা যথার্থ জ্ঞানশক্তি। অবিদ্যা হ্লাদিনী পোষিকা আবরণ শক্তি। এই সমস্ত অন্তরঙ্গা শক্তিগত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তৎপ্রাপ্ত তত্তৎ শক্তির বিকার বিশেষ। এই সমস্ত শক্তিদ্বারা ভগবান পরিসেবিত ॥ ৭ ॥

সকল অপ্রাকৃত গুণপ্রদীপস্বরূপ গুণস্বরূপাছন্নকারী গুণবৃত্তি দ্বারা উপলক্ষিত স্বীয় সম্বিৎশক্তি দ্বারা সর্ব্বগুণ দ্রষ্টা যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

গজেন্দ্রো ভগবন্তং। [৮।৩।২৮]

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥৯॥

ভগবান স্বয়ং আত্মবস্তু তদতিরিক্তসর্ব্বমপি তৎশক্তিরূপং।

ধ্রুবঃ। [৪।৯।১৬]

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্ব ভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

মনুধ্রু'বং [৪।১১।১৮]

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা॥১১॥

অসহ্য বেগশক্তিত্রয়বিশিষ্ট অখিলধীগুণসম্পন্ন প্রপন্ন পালক, দুরন্ত-শক্তিবিশিষ্ট, জড়েন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য পথ যে তুমি, তোমাকে বারবার নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

আমি সেই এক আনন্দমাত্র অনন্ত আদ্য বিশ্বজনক অবিকার ব্রহ্মকে প্রপত্তি করি। যে ব্রহ্মকে নিত্যরূপে বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি আনুপূর্ব্বভাবে পরস্পর বিরুদ্ধগতি হইলেও অবনত হইয়া নিরন্তর সেবা করে ॥ ১০ ॥

সেই বিভক্তবীর্য্য ভগবান কালশক্তিদ্বারা গুণপ্রবাহক্রমে এই বিশ্বকে সৃজন ও পালন করেন এবং অহন্তা হইয়া বিনাশ করেন, সেই বিভুর চেষ্টা দুর্ব্বিভাব্য ॥ ১১ ॥

দ্রমিলঃ নিমিং [১১।৪।২]

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তি-
ধাম্নঃ ॥ ১২ ॥

জড়মায়াএব যোগমায়ায়াশ্ছায়া। ব্রহ্মা নারদং [২।৫।১৩]

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ১৩ ॥

জড়মায়াএব সত্ত্বরজস্তমগুণবিশিষ্টা [২।৬।৩০]

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ১৪ ॥

অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তিধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না ॥ ১২ ॥

জড়মায়াই যোগমায়ার ছায়া। যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার ঈক্ষাপথে অবস্থিত করিতে সক্ষম হয় না, সেই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ জড়দেহে আমি ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে আমার এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলে॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি এবং শিব তদ্বশ হইয়া সংহার করেন। তিনি স্বয়ং পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে আমাদের মধ্যে বসিয়া স্বয়ং ত্রিশক্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বকে প্রতিপালন করেন। ব্যবহারিক বাক্যে ব্রহ্মা শিবাদির সহিত বিষ্ণুর সাম্য দেখা যায়। তথাপি বিষ্ণু ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা শিবাদি তদ্বশবর্ত্তী আধিকারিক দাস॥ ১৪ ॥

[২।৭।৪১]

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়ো প্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্‌দশশতানন আদিদেবং
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং ॥ ১৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।৯।১]

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
নঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ো বিদুরং [৩।৬।২ ও ৩৯]

অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিরুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, মায়া বল পুরুষের অন্ত আমি জানিনা এবং হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণও জানেন না। অপরে কি জানিবে? সহস্রানন আদিদেব শেষ তাঁহার গুণসকল অনাদিকাল হইতে গান করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত তিনিও তাহার পার জানিতে পারেন নাই'॥ ১৫ ॥

তিনি অনুভবস্বরূপ পরতত্ত্ব, হে রাজন্ তাঁহার যে অর্থ সম্বন্ধ স্বপ্নদ্রষ্টা যেরূপ বিষয় দর্শন করে তদ্রূপ। চিচ্ছক্তিই তাহার যোজয়িতা। চিচ্ছক্তি অচিন্ত্য ॥ ১৬ ॥

ভাগবতী মায়া মায়িদিগেরও মোহন করে। স্বেচ্ছা পুরুষ স্বয়ং সেই মায়াকে নিজে জানেন না, অন্যলোকে কি জানিবে? অনন্তর প্রত্যেক

[৩।৬।৪০]

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ১৮॥

বিদুরো মৈত্রেয়ং [৩।৭।২-৩]

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১৯॥
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্যস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥ ২০॥

[৩।৭।৫]

দেশতঃ কালতো যোসাববস্থাতঃ স্বতোন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতজায়া কথং॥ ২১॥

শক্তিই অনন্ত। মায়া ছায়াশক্তি হইলেও মূলশক্তির আনন্ত্য লাভ করিয়াছে। অনন্তের সীমা অনন্তও জানেন না। কালশক্তিকে ধারণ করিয়া ভগবান ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। তাহাতে সৃষ্টি হইল ॥ ১৭ ॥

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই ভগবানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব ॥ ১৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! চিন্মাত্র অধিকারী ভগবান কিরূপে লীলার দ্বারা মায়াযুক্ত হন? নির্গুণের গুণক্রিয়া কিরূপে হয়? কামই ক্রীড়ায় উদ্যত বালককে কার্য্য করায়, তিনি কামহীন স্বতঃ তৃপ্ত ও নিবৃত্ত, তাঁহার অন্য হইতে কি প্রকার লাভ হয়? যিনি দেশ কাল অবস্থার বশীভূত নন, স্বভাবতঃ যিনি

এতদুত্তরং। [৩।৭।৯]

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে॥ ২২ ॥

স্বযোগমায়াশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণলীলা। শুকঃ পরীক্ষিতং। [১০।১৪।৫]

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাং॥ ২৩ ॥

উদ্ধবো বিদুরং। [৩।২।১২]

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃপরংপদং ভূষণভূষণাঙ্গং॥২৪॥

অবিলুপ্ত অববোধাত্ম তিনি কিরূপে মায়াশক্তিতে যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হন?॥ ১৯—২১ ॥

ইহার উত্তর আর আমি কিরূপে দিব। ভগবন্মায়া ব্যতীত আর কোন কারণ নাই। তুমি বুদ্ধিজনিত ন্যায়ের দ্বারা তাহা বুঝিতে চাও, তাহা হইবে না। বুদ্ধিবিচার সসীম, অসীম তত্ত্বে তাহার গতি নাই। সুতরাং তোমার বিতর্ক হইতেছে। ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য ॥ ২২ ॥

সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে কৃষ্ণলীলা। ইহা যুক্তিদ্বারা কে বুঝিতে পারে? প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত বস্তু আছে তাহার সত্তা কৃষ্ণশক্তির পরিণতি এরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। সেই শক্তির একান্ত আশ্রয়স্থান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণব্যতীত অন্যবস্তুর কি প্রকার সত্তা নিরূপণ করিতে পার ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিটি গোলোকের নিত্যধন। প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে প্রকটিত করা হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী। সে এত সুন্দর যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজের বিস্মাপন হয়। তাহা সৌভগ ঋদ্ধির পরম পদ এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের অলৌকিক এবং অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম লৌকিক ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিৎ শুকং। [১০।৮।৪৬]

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।৯।১৩]

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ২৬ ॥

[১০।৯।২০-২১]

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ২৭ ॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ নন্দ কি এমন মহোদয় শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন আর মহাভাগা যশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন যে, হরি তাঁহার স্তন্য পান করেন ॥ ২৫ ॥

সেই কৃষ্ণমূর্ত্তির অলৌকিকতা এই যে, তাহার অন্তর নাই, বাহির নাই। পূর্ব্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্ব্বাপর বহিঃ অন্তরে যিনি আছেন এবং যিনি জগৎস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করেন বিরিঞ্চি ভব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীও সে প্রসাদ পান না ॥ ২৭ ॥

এই গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূত জ্ঞানী দেহীদিগের নিকট সেরূপ সুখলভ্য নন, যেরূপ ভক্তদিগের নিকট সর্ব্বদা সুখলভ্য থাকেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বঞ্চ। ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।২]

অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২৯ ॥

[১০।১৪।১৪]

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাহখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব এই যে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হে দেব! যে বিস্ময় দেখাইতেছ তাহা স্বেচ্ছাময়, ভূতময় নয়। এই প্রপঞ্চাতীত স্বরূপের মহিমা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, তবে আর তোমার গোলোকস্থিত আত্মসুখানুভূতিরূপ এই গোবিন্দমূর্ত্তির মহিমা কি বুঝিব ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি কি মৎ পিতা নারায়ণ নন, বস্তুতঃ আপনিই মূল নারায়ণ, অখিললোকসাক্ষী সর্ব্বদেহীর আত্মা ও অধীশ্বর। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ তোমার অংশ। তিনি সর্ব্বনার জাত জলশায়ী। তিনি তোমার স্বাংশ বলিয়া সত্য সচ্চিদানন্দময়। তাঁহাতেও তোমার মায়া থাকে না ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানাধিকারী কঃ। [১০।১৪।২৯]

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥ ৩১॥

ব্রহ্মা নারদং। [৩।৯।২৩]

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদযৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্॥ ৩২॥

কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বোপরি। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমপতি ও বলদেব। কৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু। কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম। কৃষ্ণলোক বা গোলোক পরব্যোমের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বগূঢ় প্রকোষ্ঠ। সেই গোলোকলীলাকে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চে ভক্তসুখ বিধানের জন্য আনিয়াছেন, তথাপি পরব্যোমাদির অতীত তত্ত্ব। এবম্ভূত কৃষ্ণকে কে জানিতে পারে? ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবান! তোমার পাদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশে যাঁহারা অনুগৃহীত তাঁহারাই কৃষ্ণ মহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন, অন্য কেহ শাস্ত্র ও বুদ্ধিদ্বারা চিরকাল আলোচনা করিয়াও জানিতে পারেন না॥ ৩১॥

এই কৃষ্ণ প্রসন্ন ও বরদ হইয়া রমারূপ আত্মশক্তিদ্বারা অবতারভাবে যাহা যাহা করেন সেই স্ববিক্রমে চিত্ত সংযোগ করিলে কর্ম্ম শমল দূর হয়॥ ৩২॥

নারদঃ যুধিষ্ঠিরং। [৭।১৫।৭৫]

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ংপরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং॥ ৩৩ ॥

দেবাঃ কৃষ্ণং [১০।২।৩৪-৩৭]

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ৩৪ ॥
সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে
দ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং।

আপনারা নৃলোকে ভাগ্যবান কেন না, লোকপবিত্রকারীভক্ত মুনিগণ আপনাদের গৃহে আইসেন যেহেতু সাক্ষাৎ মনুষ্যলিঙ্গ কৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম এখানে সময়ে সময়ে অবস্থিত হন॥ ৩৩॥

এই স্থিতি সময়ে তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়স্বরূপ প্রকট করিলে, তাহাই শ্রেয়লাভের একমাত্র উপায়। রসিক ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক এইরূপকে আশ্রয় করিয়া বৈধব্যক্তিগণ বেদক্রিয়া যোগ তপ সমাধিদ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥

তোমার রূপ গুণ বিজ্ঞান প্রকাশক এবং অজ্ঞানভেদ নাশক শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। কিন্তু মায়িকচক্ষে ইহাকে যদি কেহ মিশ্র তত্ত্ব মনে করেন এবং মিশ্র সত্ব তোমার নিজের নয় বটে, তথাপি তোমার নির্গুণতা

গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥ ৩৫॥
ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয় বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ৩৬॥
শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [৯।২৪।৬৫]

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ
ভ্রাজৎকপোলসুভগং স বিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যোনরাশ্চমুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ ৩৮॥

প্রকাশের ফল এই যে, তিনি ইহাকে চিন্তা করিলে ক্রমে স্বরূপগত নির্গুণতা লাভ করিবেন। তোমার গুণ ক্রমশঃ প্রকাশ হয়॥ ৩৫।৩৬॥

তোমার মঙ্গলময় নাম রূপ শ্রবণ উচ্চারণ সংস্মরণ ও চিন্তনরূপ তোমার উপাসনা ক্রিয়ায় তোমার পাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হইলে আর জড় সম্বন্ধের জন্ম হয় না॥ ৩৭॥

যাঁহার সুন্দর মুখশ্রী তথা মকরকুণ্ডলশোভিত কপোল সৌন্দর্য্য এবং সুবিলাস হাসরূপ নিত্যোৎসবামৃত চক্ষুদ্বারা নরনারীগণ পান করিয়া

উদ্ধবো বিদুরং [৩।২।১১]

প্রদর্শ্য তপ্ততপসামবি তৃপ্তদৃশাং নৃণাং।
আদায়ান্তরধাদযস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনং॥ ৩৯॥

[৩।২।১৩-১৪]

যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্ স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কাৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু
রর্ব্বাক্ সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত॥ ৪০॥
যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োহবতস্থুঃ কিলকৃত্যশেষাঃ॥ ৪১॥

আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতৃপ্তিবশতঃ চক্ষের নিমেষ কর্ত্তা নিমিকে অভিশাপ করিতেন॥ ৩৮॥

অবিদ্যাতাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের অবিতৃপ্ত চক্ষুকে স্ববিম্ব লোকলোচন শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই গোলোকস্থিত নিত্য গোবিন্দ মূর্ত্তির প্রকাশান্তর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন মূর্ত্তি। লোকসকল প্রাকৃত। যদ্দৃষ্টে অপ্রাকৃত তত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহাই লোকলোচন॥ ৩৯॥

ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জীবের দৃক্ স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গল দর্শন) কৃষ্ণরূপ দেখিয়া বিধাতার মানব নির্ম্মাণের কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়াছিল॥ ৪০॥

যাঁহার অনুরাগপ্লুত হাস্য লাস্যলীলা অবলোকন করিয়া নিজের

[৩।২।২১]

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৪২ ॥

[৩।২।২৩

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেমঃ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদ্গোলকীয়নিত্যলীলাচিচ্ছক্ত্যা আনীতা। [৩।২।২৭]

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।

বহুভাগ্য লাভ করত ব্রজস্ত্রীগণ চক্ষু সংলগ্নরূপে অনুপ্রবৃত্ত বুদ্ধি হইয়া সমস্ত কৃত্য শেষ হইয়াছে, এরূপভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ কেমন? তিনি স্বয়ং ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। স্বীয় চিদ্রাজ্যলক্ষ্মীসেবিত পূর্ণ কাম। লোকপালগণ দ্বারা প্রদত্ত উপহার এবং তদীয় কিরীট কোটি স্পৃষ্ট ও স্তুতপাদপীঠ ॥ ৪২ ॥

অহো! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বক ভগিনী পূতনা কৃষ্ণকে মারিবার আশয়ে অসাধ্বীভাবে স্তন কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ বিনা আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ৪৩ ॥

কিছু কিছু গোলকীয় অষ্টকালীন লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। বৎস-

যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ৪৪ ॥

[৩।২।২৯]

সএব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষং।
চারয়ন্নুনুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ৪৫ ॥

[৩।২।৩৪]

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখং।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৪৬ ॥

নিত্যলীলাগতানাম্নামপি নিত্যতা। গর্গঃ নন্দং।

[১০।৮।১৩]

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৪৭॥

পালদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কূজনকারী পক্ষী সমূহাশ্রিত বৃক্ষমণ্ডিত যমুনাকূলে বৎস চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বিহার করেন ॥ ৪৪ ॥

তিনি লক্ষ্মীর আবাসভূমি। শ্বেত গো বৃষ মিলিত গোধন সহিত অনুগত গোপ সমভিব্যাহারে বংশীবাদনপূর্ব্বক গোচারণ করেন ॥ ৪৫ ॥

শরচ্চন্দ্রের কিরণ মার্জ্জিত রজনীতে আনন্দিত হইয়া কলগীত গান গান করতঃ স্ত্রীগণের মণ্ডলে মণ্ডন স্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন। শারদীয় রাসের নিত্যতা কথিত হইল ॥ ৪৬ ॥

গর্গ কহিলেন, হে নন্দ! তোমার নন্দনের পূর্ব্বে তিনটী বর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল অর্থাৎ শুক্ল, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ। প্রতি যুগে ইনি শরীর প্রকট করেন। এখন কৃষ্ণতা প্রকট করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

[১০।৮।১৫]

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণিচ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ৪৮॥

শ্রবণ ফলমপি। রুক্মিণী কৃষ্ণং। [১০।৫২।৩৭]

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ৪৯॥

শৌনকাদয়ঃ সূতং। [১।১৮।১৪]

কোনাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।

ইঁহার গুণকর্ম্মানুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে। সেগুলি আমি শাস্ত্রদ্বারা জানি কিন্তু সাধারণ লোকে জানে না॥ ৪৮॥

শ্রবণ ফল শ্রীরুক্মিণী লিখিলেন। হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! শ্রবণ শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের কর্ণবিবর দ্বারা প্রবিষ্ট তোমার গুণগণ তাপ হরণ করে। যাঁহাদের দর্শন শক্তি আছে তাঁহারা চক্ষুদ্বারা তোমার রূপ দর্শন করিয়া অখিলার্থ লাভ করেন। তোমার রূপ গু শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত তোমাতে নির্লজ্জ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে॥ ৪৯॥

মহত্তমদিগের একান্ত পরায়ণ তুমি তোমার কথা শুনিয়া কে তৃপ্তিলাভ করে অর্থাৎ যত তোমার কথা শুনেন ততই শুনিতে আগ্রহ বৃদ্ধি হয়।

নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু
যোগেশ্বরো যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ কিরণঃ ।

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ তাঁহারা অগুণস্বরূপ তুমি, তোমার গুণ সকল গান করিতে করিতে অন্ত পান নাই ॥ ৫০ ॥

হ্লাদিনীসারসম্প্রাপ্তা রাধাশক্তি পরাৎপরা ।
সৈব গৌরমহালক্ষ্মী ভক্তে গৌড়ে গদাধরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে ভগবৎশক্তি
বর্ণনে পঞ্চম কিরণে মরীচিপ্রভা নাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ষষ্ঠঃ কিরণঃ।

ভগবদ্রসতত্ত্বং।

শুকঃ পরীক্ষিতঃ কৃষ্ণস্যাখিলরসত্বং। [১০।৪৩।১৭]

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

যেন বিস্তারিতো গৌরকৃপয়া রসসাগরঃ।
বিশাখিকাস্বরূপং তং রামানন্দমহং ভজে॥

অখিলরসকদম্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কএকটী রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। বীররস প্রিয় মল্লসকল দেখিল যে সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদয় হইলেন। মধুররসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। সখ্য বাৎসল্য-প্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজা সকল শাসনকর্ত্তারূপে কৃষ্ণকে দেখিল। পিতামাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট বিশ্বরূপ দেখিল। শান্তরসের পরম যোগীসকল পরতত্ত্ব দেখিতে পাইল। বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল॥ ১ ॥

শৌনকাদয়ঃ সূতং। [১।১।১৯]

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ২॥

বীরকরুণাদিরসসম্পৃক্তং গৌণং ভাগবতে বহুস্থলে বর্ণিতং যথা কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।২৫।৪২]

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ৩॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।৯।১৮]

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ৪॥

শ্রীশৌনকঃ [২।৩।১৮]

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥ ৫॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! আমরা কৃষ্ণলীলা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। যে লীলা শ্রবণ করিয়া রসজ্ঞ পুরুষ পদে পদে স্বাদু লাভ করেন॥ ২॥

বীরকরুণাদিরসের দৃষ্টান্ত ভাগবতে অনেক স্থলে আছে। দুই একটী বলিতেছেন। রৌদ্ররস যথা, আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য্য তাপদান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে ও মৃত্যু বিচরণ করিতেছে॥ ৩॥

কৃপারস বাৎসল্যগত। কৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, মাতা যশোদা পরিশ্রমে স্বিন্ন গাত্র বিস্রস্তকবরমালা হইয়াছেন তখন কৃপা করিয়া স্বীয় বন্ধন স্বীকার করিলেন॥ ৪॥

জুগুপ্সা যথা। তরুগণ কি বাঁচে না, ভস্ত্রা কি শ্বাস বহন করে না?

সর্ব্বগৌণরসানাং বিচারো নাবশ্যকমেব। তত্র মুখ্যরসাঃ আদৌ শান্তরসঃ।

মনুঃ ধ্রুবং। [৪।১১।৩০]

তং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ং ॥ ৬ ॥

তথা দাস্যং পরীক্ষিৎ শুকং। [১০।১২।১১]

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৭ ॥

গ্রামে পশুগণ কি আহার প্রস্রাবাদি করে না? তবে কেন সংসারী লোক বৃথা জীবন ধারণ করে? ॥ ৫ ॥

গৌণরসের উদাহরণে আর প্রয়োজন নাই। মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে আদৌ শান্তরস। মনু কহিলেন, প্রত্যগাত্মা অনন্ত ভগবান আনন্দমাত্র সমস্ত শক্তি উৎপন্ন পুরুষে ভক্তিবিধানপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মম অহং এইরূপ অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ করেন ॥ ৬ ॥

দাস্যের উদাহরণ। কৃষ্ণের বনবিহারে রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাস্যরসের কৃতাতিপুণ্যপুঞ্জভক্ত সকল যোগমায়াশ্রিততা প্রযুক্ত পরদেবতা নররূপী কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্ম সুখানুভূতি ক্রমে তাঁহারা বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তথা সখ্যং ব্রহ্মা কৃষ্ণং। [১০।১৪।৩২]

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৮ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।১৮।২৪]

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥ ৯ ॥

তথা দাস্যমিশ্রং সখ্যং। ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।৩৪ ৩৫]

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকং।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ১০ ॥

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন
শ্চেতো বিশ্বফলাৎফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।

সখ্যের উদাহরণ। অহো কত ভাগ্য যে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ নন্দ ব্রজবাসী গোপদিগের মিত্রস্বরূপ প্রতীত হইতেছেন ॥ ৮ ॥

মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন ছদ্মবেশী বৃষকে এবং বলদেব ছদ্মবেশী প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, অহো! এই বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করা ভূরিভাগ্যের বিষয়। বিশেষ গোকুলবনমধ্যে তদ্বাসী কাহার পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যায়। সেই গোকুলবাসীদিগের পক্ষে ভগবান্ মুকুন্দই জীবনস্বরূপ সেই কৃষ্ণের পদরজ অদ্যাবধি শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

হে দেব! এই ঘোষবাসীদিকে যে তুমি কি ফল দিবে তাহা বুঝিতে

সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়স্ত্বৎকৃতে ॥ ১১ ॥

ধ্রুবঃ কৃষ্ণং । [৪।৯।১৭]

সত্যাশিষোহি ভগবংস্তব পাদপদ্ম
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকারোহস্মান্ ॥ ১২ ॥

তথা বাৎসল্যং । শুকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।৬।৪০]

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং ।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

পারি না। বিশ্বফলস্বরূপ তুমি তোমার অতিরিক্ত অন্য কি ফল আছে, তাহা আমাদের চিত্তে মোহ হয়। হে দেব। পূতনা সদ্বেশ দ্বারা নিজকুল সহিত তোমাকে পাইয়াছে। কিন্তু ঘোষবাসীগণের গৃহ অর্থ সুহৃদ্ প্রিয় আত্মা তনয় প্রাণ আশয় সকলই তোমার উদ্দেশে। এস্থলে ইহাদের ফল কি দিবে ॥ ১১ ॥

হে ভগবন্! অনুভজনকারীর সম্বন্ধে তুমি পুরুষার্থ মূর্ত্তি। তোমার পাদপদ্মই সত্য আশীষ স্বরূপ ফল। হে আর্য্য! তুমি ভগবৎ স্বরূপ; গাভী যেরূপ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং অন্য বিঘ্নরূপ বৃকাদি হইতে রক্ষা করে, দীনস্বরূপ আমাদিগকে অনুগ্রহপুর্ব্বক পরিপালন কর ॥ ১২ ॥

সেই মাতৃবৎ গোপীগণের কৃষ্ণে সর্ব্বদা পুত্র দৃষ্টি ছিল। পুনরায় তাঁহাদের আর সংসাররূপ অজ্ঞানসম্ভব কল্পনা করা যাইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

[১০।১১।৫৮]

ইতি নন্দাদয়ো গোপঃ কৃষ্ণরামকথা মুদা
কুর্ব্বতে রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাং ॥ ১৪ ॥

কুন্তী কৃষ্ণং [১।৮।৩১]

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসিদাম তাবদ্
যাতে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং ।
বক্তং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥১৫॥

গোপ্যঃ উদ্ধবং । [১০।৪৬।১৮]

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্ ।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিং ॥১৬॥

নন্দাদি গোপ এই প্রকার আনন্দের সহিত রামকৃষ্ণকথা বলাতে তাঁহারা আর ভব বেদনা পান নাই। দ্রোণাদির পরে বৈকুণ্ঠ গমন হইয়াছিল। গোলোকীয় নন্দাদির কথা এরূপ নয় ॥ ১৪ ॥

কুন্তী কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যশোদা গোপী তোমাকে অপরাধী দেখিয়া দামবদ্ধ করিলেন। তখন তোমার অশ্রু সমূহ দ্বারা অঞ্জন বিলুপ্ত হইল। তুমি আপনার মুখ লুকাইয়া ভয় ভাবনায় স্থিত হইলে তোমার যে দশা হইল তাহা আমাকে বিমোহিত করে। ভয় যাহাকে ভয় করে তাহার এরূপ দশা ॥ ১৫ ॥

উদ্ধবকে গোপীগণ কহিলেন, আহা আমাদিগকে, স্বীয় মাতাকে, সুহৃদ্ সখাদিগকে, স্বীয়ব্রজকে, গাভী সকলকে, বৃন্দাবনকে ও গোবর্দ্ধন গিরিকে তিনি কি স্মরণ করেন ? ॥ ১৬ ॥

[১০।৪৬।২৯]

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥১৭॥

অত্রমধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশঃ। শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।৬৯।২]

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥১৮॥

ঐশ্বর্য্যাৎ মাধুর্য্যস্যোৎকর্ষং। নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণং [১০।১৬।৩৬]

কস্যানুভাবোস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৯ ॥

নন্দ যশোদার ভগবান কৃষ্ণে এই প্রকার ভাব অনুরাগ দেখিয়া আনন্দে উদ্ধব প্রশ্নাদি করিলেন ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্যগত মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশ। নারদ কহিলেন, ইহা বড় বিচিত্র একস্বরূপে কৃষ্ণ একই সময়ে ষোড়শসহস্র স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবাহ করিলেন। ইহা কোন প্রকার যোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, কেবল যোগমায়েশ্বর কৃষ্ণই করিতে পারেন। ১৮ ॥

নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে দেব! এই কালীয়ের কি সুকৃতি ছিল যে, সে তোমার পাদরেণু স্পর্শাধিকার লাভ করিল? আমরা সে সুকৃতির অনুভাব বুঝিতে পারি না। কেননা এই পদরেণু প্রার্থনায় ললনা লক্ষ্মী নারায়ণ সেবাদি কাম ত্যাগ করিয়া বহুদিন ধৃতব্রত হইয়া তপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পাইলেন না। বোধ হয় যে তোমার অহৈতুকী কৃপাই মূল ॥ ১৯ ॥

ঐশ্বর্য্যভাবস্য ন কৃষ্ণসেবা। উদ্ধবঃ। [১০।৪৭।৬০-৬১]

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ২০ ॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥ ২১ ॥

[১০।৪৭।৬৩]

বন্দেনন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ২২ ॥

ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর কৃষ্ণসেবা ভাগ্যে হয় নাই। উদ্ধব কহিলেন, ব্রজসুন্দরী গোপীদিগের ভাগ্যের কথা কি বলিব, রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ হইয়া যে আশীষলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত রতিপ্রসাদ বলিয়া লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন নাই। নলিন গন্ধবিশিষ্ট স্বর্যোষিদ্‌গণও প্রাপ্ত হন নাই। অন্য যোষিদ্‌দিগের কথা কি বলিব ॥ ২০ ॥

ব্রজসুন্দরীদিগের ভাগ্য কেহই পাইল না, বৃন্দাবনে গুল্মলতৌষধীগণের মধ্যে জন্ম লাভ করিলে ইহাদের চরণ রেণু সেবা করিতে পাই, কেননা ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্য পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের বিমৃগ্য কৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

যে নন্দব্রজস্ত্রীগণের হরিকথার উদ্গীত ত্রিভুবন পবিত্র করে তাঁহাদিগকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

নন্দঃ উদ্ধবং [১০।৪৭।৬৬]

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্না কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥ ২৩॥

উদ্ধবঃ। [১০।৪৭।৫৮]

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ ২৪॥

ব্রহ্মা। [১০।১৪।৩১]

অহোতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।

নন্দ কহিলেন, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় করুক। বাক্য তাঁহার নামের অভিধান করুক্। কায় সেই কৃষ্ণ বন্দনাদি করুক্॥ ২৩।

জগতে গোপবধূগণ যে তনু ধারণ করিয়াছেন তাহা ধন্য। সিদ্ধ গোপীদিগের অপ্রাকৃত দেহের ত কথা নাই। সাধনসিদ্ধদিগের ব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্তি ও মহাফল। এই দেহধারী নন্দ ব্রজবাসী গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে পরম ধন্য। অখিলাত্মা গোবিন্দে তাঁহাদের এরূপ অধিরূঢ় ভাব। ভবভীত মুনিগণ ও আমরা দাস্যাদিরসের পার্ষদবর্গ এই ভাব সর্ব্বদা বাঞ্ছা করি, কেন ইহা আমাদের পক্ষেও দুর্লভ। অনন্তকথারসে যাঁহারা মগ্ন তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজন্মও অকিঞ্চিৎকর॥ ২৪॥

ব্রজের গো সকল ও রমণী অতি ধন্য কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদের স্তন্য আনন্দের সহিত পান করিয়াছেন। কেননা বহু যজ্ঞাদিতে যাঁহার

যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নালমধ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥

মাথুররমণী।। [১০।৪৪।১৪-১৬]

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ২৬ ॥

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ২৭ ॥

প্রসাদ এ পর্য্যন্ত কর্ম্মীগণ পান নাই, যে প্রভু যাঁহাদের তৃপ্তির জন্য বৎসতর ও আত্মজরূপ হইয়া স্তন পান করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

মাথুর নাগরীগণ বলিলেন, আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণের অনন্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ, লাবণ্যসারময়রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। এই রূপটী দুষ্প্রাপ্য, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রকাশিত, যশঃশ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত ধামস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

সে ব্রজরমণীগণ দোহন, তুষাপকরণ, দধিমন্থন ও উপলেপন, দোলন, উক্ষণ, বালক রোদন ও মার্জ্জনাদি সময়ে অনুরক্তচিত্তে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা চিত্তের আরূঢ় বিষয়ের ন্যায় কৃষ্ণ বিষয় গান করেন ॥ ২৭ ॥

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুং।
নির্গম্য তূর্ণমবলা পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং-সদয়াবলোকং ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যং। সূতঃ শৌনকাদীন্। [১।১১।৩৫-৩৬]

স এষ নরলোকেস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ২৯ ॥
উদ্দামভাবপিশুনামল বল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতোঽমদনোপি যাসাং।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে যথন কৃষ্ণ গোচারণে যান এবং সন্ধ্যাকালে ব্রজে ফিরিয়া আসেন এবং গোপ সকলের সহিত বেণু বাদন করিতে থাকেন, সেই বেণু শ্রবণ করিয়া অবলাগণ শীঘ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া বহু পুণ্য পথিমধ্যে সদয় দৃষ্টি এবং সস্মিত বদনযুক্ত কৃষ্ণকে দেখেন ॥ ২৮ ॥

এই কৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী রত্ন মধ্যস্থ ভগবান প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় রমণ করিয়াছিলেন। উদ্দাম শোভামধুর বাক্য অমলমধুরহাস লজ্জাবলোকদ্বারা নিহত অপকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃতমদনসম্মোহিত হইয়া ধনুক ত্যাগ করিয়াছিল। সেই প্রমদোত্তমা স্ত্রীগণ সমঞ্জসরতি প্রযুক্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও যাঁহার ইন্দ্রিয় বিমথন করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ২৯।৩০॥

[১০।১৯।১৫]

গাঃ সংনিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহ রামো জনার্দ্দনঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥
গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে ।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাঽভবৎ ॥ ৩১ ॥

গোপ্যঃ। [১০।২১।৭]

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননু বিবেশয়তো বয়স্যৈঃ ॥
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং ।
যৈ বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥ ৩২ ॥

[১০।২১।৯]

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং ।

সায়ংকালে গরু ফিরাইয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোপগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দ দর্শনে পরমানন্দ হইল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তাঁহাদের একক্ষণও যুগশতের ন্যায় অতিবাহিত হয় ॥ ৩১ ॥

হে সখীগণ! রামকৃষ্ণ গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বয়স্যগণের সহিত প্রবেশ করিতে করিতে বেণুবাদিত নিক্ষিপ্ত অনুরক্ত কটাক্ষপাত যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দর্শন করা অপেক্ষা চক্ষুষ্মান্‌দিগের যে আর অধিক কিছু ফল আছে তাহা জানি না ॥ ৩২ ॥

হে গোপীসকল, এই বেণু কি পুণ্য আচরণ করিয়াছে যে, গোপীদিগের

ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

[১০.২১।১২]

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতং ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ৩৪ ॥

[১০।২১।১৫]

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্ম্মুরারে
র্গৃহ্নন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রাপ্য কৃষ্ণাধরসুধা পান করে। তাহার অবশিষ্ট রসগানের সহিত হ্রদিনী প্রাপ্ত হয়, এবং তরুসকল হৃষ্টত্বচ হইয়া অশ্রুমোচন করে। তরুসকল মনে করে ভাল, আমাদের বংশে এরূপ একটী বংশধর উৎপন্ন হইয়াছে, যেরূপ আর্য্য পুরুষগণের কুলে একটি বৈষ্ণব হইলে সুখী হন তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

দেখ! বনিতাদিগের উৎসবরূপ ধর্ম্ম যাহাতে আছে, এরূপ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ক্বণিতবেণুগীত শ্রবণ করিয়া বিমানাগতা দেবীগণ কামদ্বারা বিগতসার, ভ্রষ্টপ্রসূন কবর ও স্খলিতনীবি হইয়া মোহিত হইয়া পড়িতেছেন ॥ ৩৪ ॥

নদীগুলি কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ ভ্রমণ দর্শন করতঃ কামকৃত ভগ্নবেগ হইল এবং কৃষ্ণের ভুজ আলিঙ্গনদ্বারা স্থগিত উর্ম্মি হইল। কৃষ্ণের

[১০।২১।১৮-১৯]

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দরমূলৈঃ ॥ ৩৬ ॥
গা গোপৈকরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যং।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥ ৩৭ ॥

অত্র বিপ্রলম্ভে প্রীত্যাধিক্যং। গোপ্যঃ [১০।৩৯।১৯]

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।

পদযুগলে পদ্ম উপহার দিয়া পদধারণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

হে অবলা! হে সখীগণ! আশ্চর্য্য দেখ! এই হরিদাস প্রধান গোবর্দ্ধনগিরি রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদে মত্ত হইয়া গোগণ সকলের পানীয় ঘাস ও কন্দমূল ইত্যাদি দান করিয়া পূজা করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

হে গোপীগণ! আর একটি বিচিত্র বিষয় দেখ। গো গোপ সহিত বলদেবের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে কৃষ্ণ বেণু গান দ্বারা তনুধারীদিগের পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন। চরগণের স্পন্দনহীনতা এবং তরু প্রভৃতি স্থাবরদিগের পুলক বিস্তারপূর্ব্বক নির্যোগ ও পাশ ছাদনদড়ি বহনপূর্ব্বক গোপ লক্ষণে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

বিপ্রলম্ভে প্রীতির আধিক্য। গোপীগণ কহিলেন, হে বিধাতঃ!

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৩৮ ॥

[১০।৩১।২৯]

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাং।
নীতাঃস্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তং ॥ ৩৯ ॥

[১০।৩৯।৩৭]

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতং ॥ ৪০ ॥

রাধিকাভ্রমরঃ। [[১০।৪৭।২১]

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধুংশ্চ গোপান্।

তোমার দয়া নাই। দেহীগণকে মৈত্রীদ্বারা সংযুক্ত করিয়া অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছেদ করাও। তোমার চেষ্টা বালক চেষ্টার ন্যায় বৃথা ॥ ৩৮ ॥

যাঁহার রাসলীলায় অনুরাগ, ললিতহাস, মন্ত্রণা, লীলাবলোক ও আলিঙ্গনে আনন্দিত হইয়া আমরা রাত্রিকে ক্ষণের ন্যায় যাপিত করিয়াছি, এখন তাঁহার বিচ্ছেদে এই দুরন্ত ক্লেশরূপ তম কিরূপে অতিবাহিত করিব ॥ ৩৯ ॥

এই গোপীসকল কৃষ্ণ মথুরা গেলে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং বিগতশোক হইয়া কৃষ্ণচেষ্টিত লীলাগান করিতে করিতে দিনসমূহ যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

আহা আমাদের আর্য্যপুত্র অধুনা মথুরায় আছেন কি? তিনি পিতৃ

ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ পত্রী [১০।৪৭ ৩৪-৩৭]

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাং
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥ ৪২ ॥

তত্র সাধনসিদ্ধানাং।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসকল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥ ৪৩ ॥

গৃহ ও গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন? হে সৌম্য উদ্ধব! আমরা তাঁহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি কখন বলেন? কখন কি তিনি আসিয়া আমাদের মস্তকে অগুরু সুগন্ধি হস্ত অর্পণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ লিখিতেছেন, হে গোপীবৃন্দ! প্রিয়দর্শী তোমরা তোমাদের নিকট হইতে আমি যে দূরে আছি, সে কেবল তোমাদের মনের নিকট থাকিয়া আমার অনুধ্যান বৃদ্ধি কামনায়। স্ত্রীগণের দূরগত প্রিয়পাত্রে যেরূপ মন আবিষ্ট হইয়া থাকে সেরূপ চক্ষুগোচরে হয় না ॥ ৪২ ॥

ব্রজে নিত্যসিদ্ধাদের ভাব এক প্রকার এবং সাধন সিদ্ধাদিগের ভাব কিছু ভিন্ন। তাহা কৃষ্ণ বলিতেছেন। রাস-রাত্রিতে এই বনে ব্রজভূমিতে আমি ক্রীড়া করিয়াছিলাম, যে সকল ভাগ্যবতী আমার রাসে আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা আমার চিন্তায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণাশাবলবতী। গোপ্যঃ। ১০।৪৭।৪৭]

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ ৪৪ ॥

নিত্য পারকীয়ভাবো গোপীনাং। উদ্ধবস্তদ্ভাবদর্শনে [১০।৪৭।৫৯]

কেমা স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
নন্বীশ্বরোনু ভজতো বিদুষোপি সাক্ষাৎ।
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্রাপি ন কাসাং স্বকীয়ভাব। শুকঃ। [১০।২২।৪]

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

বিচ্ছেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা বলবতী। গোপীগণ কহিলেন, স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল যে, নৈরাশ্যই পরম সুখ, তাহা আমরা জানি, তথাপি কৃষ্ণলাভের আশা পরিত্যাগ করা কঠিন ॥ ৪৪ ॥

পারকীয় ভাবে রসের অত্যন্ত পুষ্টি, এইজন্য গোলোকে ও ব্রজে যোগমায়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ভাব ব্রজে দেখিয়া উদ্ধব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আহা! এই ব্রজরমণীগণ বনচরী এবং কৃষ্ণে উপপতি বিশ্বাসে প্রেম বৃদ্ধি করেন। স্মার্ত্তদিগের মূঢ় বিতর্ককে তাঁহারা আশঙ্কা করেন না। আহা এই পারকীয়ভাবে পরমাত্মা কৃষ্ণে ইঁহাদের কি রূঢ়ভাব। দেখ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অনুভজনকারীর শ্রেয় বিস্তার করেন, যেরূপ সর্ব্বোত্তম ঔষধি প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই উপকার করে। যেরূপ দ্রব্যের স্বাভাবিক শক্তি, সেইরূপ প্রেম বস্তুর অলৌকিক শক্তি স্বয়ং কার্য্য করে ॥ ৪৫ ॥

কাহার কাহার স্বকীয় ভাব। হে মহামায়ে কাত্যায়নি, হে অধিশ্বরি!

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজা চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ । [১০।২২।২৫]

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

[১০।২২।২৬]

নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥৪৮॥ ।

পারকীয় রাগানুগা । সাধনসিদ্ধাঃ । শুকঃ । [১০।২৩।৩৫]

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতং ।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনং ॥ ৪৯ ॥

হে মহাযোগিনি ! নন্দনন্দনকে আমার পতি করিয়া দেও। এই মন্ত্র জপ করিয়া কুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সাধ্বীগণ ! তোমাদের সঙ্কল্প আমি জানিয়াছি। আমাকে অর্চ্চন করিতে চাও। আমার অনুমোদিত হইয়া এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক ॥ ৪৭ ॥

আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কাম, কাম উদ্ভবের জন্য হয় না। যেমন ভাজা ও সিদ্ধ করা ধানাদির বীজ থাকে না ॥ ৪৮ ॥

পারকীয় রাগানুগা। কোন কোন রমণী পতি কর্তৃক নিরুদ্ধ হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তাসাং নিষ্ঠা । সমর্থারতিঃ । যাজ্ঞিক বিপ্রাঃ । [১০।২৩।৪৩]

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি ।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৫০

[১০।২৩।৪৪]

তথাপি হ্যুত্তমঃ শ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৫১ ॥

সাধারণীরতিঃ । কুব্জায়াঃ শুকঃ । পরীক্ষিতং । [১০।৪২।৯]

ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবং ।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য সস্ময়ং জাতহৃচ্ছয়া ॥
এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥ ৫২ ॥

পারকীয় ব্রজরমণীগণের রতি সমর্থা। স্বকীয় পুররমণীগণের রতি সমঞ্জসা। ব্রজরমণী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইঁহাদের কোন স্বধর্ম্ম গত সংস্কার, গুরুকুলে বাস, তপস্যা, আত্ম মীমাংসা, শৌচক্রিয়া বা শুভকর্ম্ম ছিল না। তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর উত্তমশ্লোক কৃষ্ণে যে দৃঢ়াভক্তি তাহা সংস্কারযুক্ত আমাদের ভাগ্যে হয় না॥ ৫০। ৫১ ॥

কুব্জার সাধারণী রতি। রূপ গুণ ঔদার্য্য সম্পন্না কুব্জা কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের শেষ আকর্ষণ পূর্ব্বক কামবেগে কহিল, হে বীর! এস আমরা ঘরে যাই তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাকে প্রসন্ন হও॥ ৫২ ॥

অক্রূরঃ কৃষ্ণং। [১০।৪৮।২৬]

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
ভ্তক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৫৩ ॥

ধনদং ধ্রুবঃ। [৪।১২.৬]

ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদং।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা নারদং। [২।৭।৪২]

যেষাং সএব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ৫৫ ॥

যাঁহার ক্ষতি লাভ নাই সেই কৃষ্ণ, ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্ সুহৃদ্ কৃতজ্ঞ ভজনকারী সুহৃদ্বর্গকে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত কাম্য বস্তু দিয়া থাকেন, আহা! এরূপ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অন্য ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়॥ ৫৩ ॥

সেই ভগবান কখন গুণময়ীমায়াশক্তিযুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠান এবং কখন আত্মমায়াতে যুক্ত হইয়া ব্রজলীলাদি করেন। সেই ভবচ্ছেদী ভজনীয় চরণ কৃষ্ণকে পরমানন্দ লাভের জন্য ভজন কর ॥ ৫৪ ॥

এই অনন্ত ভগবান সর্ব্বস্বরূপে নিষ্কপটে আশ্রয় করিলে যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়াকে পার হইতে পারেন। কিন্তু যে সকল লোক কুক্কুর শৃগাল ভক্ষ্য এই দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি করে তাহাদের প্রতি কখনই দয়া করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

[২।৭।৪৬]

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে ভগবদ্রসতত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ কিরণঃ।

অদ্ভুতক্রম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কপট ভক্তদিগের নিয়ম শিক্ষা করিতে পারিলে স্ত্রী শূদ্র হূন শবর বা অন্যান্য পাপজীব তথা তির্য্যক্ যোনিপ্রাপ্ত সকলে কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং দেবমায়া হইতে উদ্ধার হন। শ্রৌত পুরুষদিগের কথায় সন্দেহ কি ? ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান প্রকরণে ভগবদ্রসতত্ত্ব বর্ণনে ষষ্ঠ কিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সপ্তমঃ কিরণঃ।

জীব তত্ত্বং।

কবিঃ নিমিং ; [১১।২।৩৭]

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১১।৪]

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোহস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ২ ॥

গৌড়রাষ্ট্রসচীবত্বং হিত্বা গৌরপদাশ্রয়াৎ।
সনাতনং নুমস্তং যো জীবতত্ত্বমশিক্ষয়ৎ ॥

পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণ রূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ বশতঃ দেহাত্মাভিমান-জনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণমায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্য ভক্তি সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন। ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! হে মহামতি! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যা কর্ত্তৃক

[১১।১৬।১১]

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহং।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥ ৩ ॥

মুক্ত হন। এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু অতএব কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব একদীপ হইতে বহুদীপ জ্বালিত হয় যেরূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিত স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্ত ও আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার; এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্য প্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ লক্ষণ পুরুষাবতারও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্রমণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব স্ব কার্য্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, গুণীদিগের মধ্যে আমি সূত্র রূপী প্রধান। বৃহৎ দিগের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব। সূক্ষ্মদিগের মধ্যে আমি জীব এবং

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩২]

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতং।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৪ ॥

পিপ্পলায়নো নিমিং। [১১।৩।৩৮]

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।

দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে আমি মন। এস্থলে জীব যে সূক্ষ্ম চিৎকণ তাহা জানা গেল ॥ ৩ ॥

ভগবান ও ভগবানের স্বাংশ অবতার বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন যে, এতদতিরিক্ত আর একটী তত্ত্ব আছে তাহার নাম জীব। সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা জড় জগদ্ব্যাপারে অব্যক্ত। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অশ্রুত। তন্নিবন্ধন অব্যূঢ় গুণ বৃংহিত সেই জীবেরই পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়। তিনি চিৎকণ বলিয়া অপ্রশস্ত অর্থাৎ ক্ষীণ। তদনুযায়ী শক্তিদ্বারা কিঞ্চিদুপলব্ধ বা পুষ্ট ॥ ৪ ॥

পিপ্পলায়ন কহিলেন যে আত্মা দুই প্রকার অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয় আত্মারই এক লক্ষণ। ভেদ এই যে, পরমাত্মা বিভুত্ব প্রযুক্ত সক্ষম এবং জীবাত্মা অণুত্ব প্রযুক্ত অক্ষম, সুতরাং জীব শক্ত্যন্তর দ্বারা চালিতব্য। আত্মার সাধারণ লক্ষণ এই যে, আত্মার ক্ষয়, জন্ম নাই। আত্মা মরেন না, আত্মা বৃদ্ধি হন না, আত্মার ক্ষয় নাই, আগমাপায়ী ব্যভিচারী বস্তু সম্বন্ধে সবনজ্ঞ অর্থাৎ কালজ্ঞ, ইন্দ্রিয় বলে চালিত হইয়া প্রাণ পৃথক থাকে তদ্রূপ আত্মাসং জ্ঞান মাত্র এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অনপায়ী। তাৎপর্য্য এই যে আত্মা অজ, অমর, বৃদ্ধি

সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদো বয়স্যান্ [৭।৭।১৯-২১]

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ৬ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ ৭ ॥

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মগতিং লভেত ॥ ৮ ॥

ক্ষয় শূন্য, কালজ্ঞ, যে আধারে থাকেন তাহার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত, এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত ॥ ৬ ॥

পণ্ডিত লোক এই দ্বাদশ আত্মলক্ষণ দ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করিবার এই জড় দেহাদিতে অহং মম রূপ মোহজ অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৭ ॥

স্বর্ণ বিষয়ে পণ্ডিত হেমকার যেরূপ পাষাণক্ষেত্রে নিহিত স্বর্ণকণ সকল দ্রব্য ও ক্রিয়াযোগে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির যোগ দ্বারা দেহে ক্ষেত্রে নিহিত চিৎকণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন এবং পরমাত্মগতি লাভ করেন ॥ ৮ ॥

[৭।৭।২৩]

দেহস্তু সর্ব্বসংঘাতো জগত্তস্থুরিতিদ্বিধা।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতত্ত্যজন্॥ ৯॥

[৭।৭।২৫]

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যে নৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥১০॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তং। [১০।৮৭।২০]

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতং।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥১১॥

জঙ্গম ও স্থাবররূপ দুই প্রকার সর্ব্বসংঘাত সর্ব্বমিলিত দেহে কোন্ অংশ আত্মা নন্ ও কোন্ অংশ আত্মা ইহা বিচক্ষণপূর্ব্বক অতৎত্যাগ করিয়া আত্মপুরুষকে অন্বেষণ করিবে ॥ ৯ ॥

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী বুদ্ধির বৃত্তি। সেই বৃত্তিগুলিকে যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ অধ্যক্ষ আত্মারূপ পুরুষ ॥ ১০ ॥

স্বীয়কর্ম্ম দ্বারা লব্ধশরীরে স্থিত, ভিতরে ও বাহিরে আবরণ শূন্য তোমার জীব পুরুষকে অখিলশক্তিধারী যে তুমি, তোমার অংশ বলিয়া বলেন। এইরূপ নৃগতি বিচারপূর্ব্বক কবিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তোমার চরণ উপাসনারূপ ভক্তিকে নিগমোক্ত নিত্যকর্ম্ম বলিয়া স্থির করেন। ভিতরে আবরণশূন্য এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ গতিতে তোমার অসীম চিজ্জগৎ। বাহিরে আবরণ শূন্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরাক্‌গতিতে সম্মুখে অসীম মায়িক বিশ্ব ॥ ১১ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।২৮।৪০]

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ১২॥

ভগবান পৃথুং [৪।২০।৭]

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিগুণোসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ১৩॥

তাহার প্রকরণ বলিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতি এইরূপ। জড় জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বশ্লোকে দর্শিত হইয়াছে যে যেরূপ পুত্র বিত্তাদি হইতে মর্ত্ত্য জীব পৃথক্ প্রতীত হয়. আত্মা বলিয়া যে পুরুষটী আছেন তিনি দেহাদি হইতে পৃথক্। এখানে দর্শিত হইতেছে যে, উল্মুক অর্থাৎ জ্বলৎকাষ্ঠ তাহা হইতে যে অগ্নিকণ বাহির হয় সে সব বিস্ফুলিঙ্গ, এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা তম বিশেষ। যাহাকে জীবাত্মা বলা যায় তিনি বিস্ফুলিঙ্গ স্থলীয় উল্মুক হইতে পৃথক্ অগ্নিবিশেষ জীব যে চিৎসূর্য্যরূপ কৃষ্ণের রশ্মি স্থানীয় কিরণকণ তাহা বেদ পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে। চিৎকণত্বে ঈশ্বর হইতে নিত্যভেদ এবং চিদ্ধর্ম্মতে ঈশ্বরের সহিত নিত্য অভেদ। জীব ঈশ্বরশক্তিবিশেষ। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধ ॥ ১২ ॥

ভগবান হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্ম ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। তিনি এক কিন্তু জীব অনেক। তিনি নিত্য শুদ্ধ কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। তিনি নিত্য নির্ম্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিন হয়। তিনি নিগুর্ণ কখনই প্রাকৃতগুণ সঙ্গ করেন না, জীব বাসনাদোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধ প্রায় হইয়া পড়েন। তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে

গজেন্দ্রঃ ভগবন্তং। [৮।৩।২৩]

যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃতং স্বরোচিষঃ।
যথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্ম্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ১৪ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং [৩।২৮।৪১]

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৫ ॥

[৩।২৬।৫]

গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগুহয়া ॥ ১৬ ॥

পারেন। তিনি সর্ব্বগ জীব স্বরূপতঃ অণু, তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তি শূন্য, জীব জড়াশক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি অন্তর রহিত আত্মা জীব তদাত্মক। তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য ॥ ১৩ ॥

অগ্নি হইতে অর্চিসকল এবং সূর্য্য হইতে গভস্তি অর্থাৎ কিরণসমূহ বাহির হয় এবং স্বীয় তেজসকল পুনঃ প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীবসমূহ, গুণ সংপ্রবাহরূপ জড়া প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সকল এবং শরীরবর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে ॥ ১৪ ॥

সুতরাং ভূতেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রধান ও সর্ব্বোপরি জীবতত্ত্ব হইতে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবানও ব্রহ্মরূপ বৃহদ্বস্তু ॥ ১৫ ॥

এবম্ভূত চিৎকণস্বরূপ জীব কিরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা বলিতেছেন। সত্বরজতমোগুণের দ্বারা বিচিত্রস্বরূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী

পিপ্পলায়নঃ নিমিং [১১।৩।৩৯]

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমিচ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥ ১৭ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩৩-৩৪]

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনং ॥ ১৮ ॥

মায়াপ্রকৃতিতে দেখিয়া জীবের মোহ হয়। তখন মায়ার জ্ঞান আবরিকা শক্তি অবিদ্যা তাহার স্বরূপ ভ্রম উদয় করে। ভগবদনুবৃত্তিই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করে। ইহাই জীবের বন্ধনের হেতু ॥ ১৬ ॥

দেহাত্মাভিমান দ্বারা আত্মানুস্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় থাকে আবার ইন্দ্রিয়গণ স্থগিদ হইলে অভিমান বিনষ্ট হয় তখন লিঙ্গশরীরের আশ্রয় অভাবে অহমিকা বুদ্ধি লোপ পায় এবং কুটস্থ আত্মানুস্মৃতি উদয় হয়। তাহার একটী ঐকান্তিক দৃষ্টান্ত এই যে, অণ্ডজ জরায়ুজ উদ্ভিজ ও স্বেদজ চারি-প্রকার দেহ প্রাপ্তি। জীব যে যে দেহে গমন করেন প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহে ধাবিত হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় বিরাম, অভিমানশূন্যতা ও লিঙ্গ ভঙ্গের সহিত আত্মানুস্মৃতি স্পষ্ট হইতে থাকে ॥ ১৭ ॥

সৎ লিঙ্গ দেহ এবং অসৎ স্থূলদেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপ গত সম্বিৎ দ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

যত্তেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥

বিদুরঃ মৈত্রেয়ং। [৩।৭।৩]

ভগবানেক এবৈষঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশোবা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ বিদুরং [৩।৭।৯-১১]

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনং ॥ ২১ ॥
যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ২২ ॥

মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা যখন উপরত হন, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন ॥ ১৯ ॥

এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন সকল ক্ষেত্রে জীবের সহিত ভগবান অবস্থিত, তখন জীবের দুর্ভগত্ব এবং কর্ম্ম ক্লেশ কি কারণে হয় ॥২০॥

তাহার উত্তর এই মাত্র। ভগবন্মায়া অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তিবিশেষ। বিমুক্ত ঈশ্বরের কার্পণ্য এবং জীবের বন্ধন সেই মায়া হইতে হয়। একথা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না অচিন্ত্য ভাববিষয়ে তর্কের যোজনা সম্ভব নয়। ভগবদচিন্ত্য শক্তিরদ্বারা জীবের মায়ার প্রতি মাহ এবং ভগবানের তাঁহাতে অনুগ্রহাভাব ॥ ২১ ॥

বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ শরীরে যে আত্মাভিমান তাহাই বন্ধন। সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জাবের আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ২৩॥

জীবঃ নারদং [৬।১৬।৮]

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ।
যাবদযত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ॥ ২৪॥

ভগবান্ উদ্ধবং । [১১।১১।১০]

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ২৫ ॥

ভ্রম কেবল অর্থ বিনা অর্থদর্শন মাত্র। স্বশির ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম মাত্র ॥ ২২ ॥

জলে প্রতিভাত চন্দ্রের কম্পাদি জলকৃত গুণমাত্র। চন্দ্রে কম্পাদি নাই। না ঘটিয়াও চন্দ্রকম্প বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ দ্রষ্টাজীবের আত্মায় যে অনাত্মিক গুণ আরোপ তাহা মিথ্যা এইরূপ বিবর্ত্ত ধর্ম্মেই জীবের অমঙ্গল। অতত্ত্বতোন্যথা বুদ্ধি বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ। যাহা ঘটে নাই তাহাকে ঘটিয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম এই সকল বিবর্ত্তের উদাহরণ ॥ ২৩ ॥

এইরূপ লব্ধজন্মা জীব বস্তুতঃ নিত্য ও নিরহঙ্কৃত হইলেও যে পর্য্যন্ত যে শরীরে থাকেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সেই শরীরে আরোপিত সত্তা ॥ ২৪ ॥

গুণভাবিত কর্ম্মদ্বারা দৈবাধীনে প্রাপ্তশরীরে মূঢ় অবিদ্যা দুষ্ট জীব বর্ত্তমান থাকিয়া আমি কর্ত্তা এই বলিয়া বদ্ধ থাকে ॥ ২৫ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।২৬।৬-৮]

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ২৬ ॥
তদস্য সংসৃতির্ব্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্ব্বৃতাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ২৮ ॥

জীবস্যশুদ্ধত্বং প্রদর্শিতং নারদ চরিতে। [১।৬।২৯]

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাংভাগবতীং তনুং।
আরব্ধ কর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।

এই প্রকারে আত্মা হইতে অপর যে প্রকৃতি তাহার অভিধ্যান দ্বারা তাহার গুণ কৃত কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব অভিমান করে ॥ ২৬ ॥

জীব বস্তুতঃ অকর্ত্তা মায়ায় অপরাধীন, সাক্ষী, স্বয়ং কৃষ্ণদাস স্বভাব-প্রযুক্ত নির্ব্বৃত স্বরূপ হইয়াও প্রকৃতি পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত বদ্ধতা স্বীকার করে। ইহার নামই জীবের সংসার বন্ধ। ইহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই ॥ ২৭ ॥

এইরূপ ঘটিয়াছে প্রকৃতিই কার্য্য কর্ত্তৃত্বের কারণ। প্রকৃতি হইতে নিতান্ত পৃথক্ হইয়াও পুরুষ বিবর্ত্তাশ্রয়ে সুখ দুঃখের ভোক্তা হইয়াছেন ॥২৮॥

নারদ চরিত্রে জীবের প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে ব্যাস, যখন ভগবদনুগ্রহে প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইল তখন আমার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল। আমাতে সেই ভাগবতী অণু প্রযুক্ত হইল। আমি অস্কন্দিত ব্রত হইয়া ত্রিলোকের অন্তর্বহির্ভাগে

[১।৬।৩২-৩৩]

অন্তর্ব্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং॥ ২৯॥

পরব্যোমস্থ মুক্তজীবস্বরূপং ব্রহ্মণে প্রদর্শিতং। [২।৯।১১]

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিসঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষণ্মণি
প্রবেক নিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥ ৩০॥

পিপ্পলায়নঃ নিমিং। [১১।৩।৪০]

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতো মলানি বিধমেদ্গুণ কর্ম্মজানি।

পর্য্যটন করি। ভগবদ্দত্ত স্বরব্রহ্ম বিভূষিত এই বীণাটীতে মূর্চ্ছনা দিয়া হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করি॥ ২৯॥

পরব্যোমে যে সকল নিত্যমুক্ত জীব আছেন তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ। তাঁহারা শ্যামবর্ণ, নির্ম্মল, পদ্মচক্ষু, পিসঙ্গ বস্ত্রযুক্ত, সুন্দর, মধুরভাষী, সকলেই চতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মণিসমূহ দ্বারা মণ্ডিত এবং তাঁহারা সুন্দর জ্যোতি বিস্তার করেন। ঐশ্বর্য্যপ্রধান নিত্যশুদ্ধ জীবগণের চিন্ময় স্বরূপ দেহ এইরূপ। মাধুর্য্য প্রধান নিত্য জীবগণ গোলোক-ব্রজে এতদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যের সহিত প্রকাশ পান॥ ৩০॥

যখন কৃষ্ণচরণৈষণারূপ শুদ্ধভক্তিদ্বারা চিত্ত গুণকর্ম্মজনিত মলসমূহ ধ্বংস করে, সেই সময়ে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অমল দৃক্ পুরুষের নিকট

তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ বিদুরং। [৩।৭।১২-১৪]

স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ৩২ ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোথ দ্রষ্টাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৩ ॥

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।

নির্ম্মল সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় সমুদিত হয় ॥ ৩১ ॥

নিবৃত্তিধর্ম্ম, কৃষ্ণানুকম্পা এবং শুদ্ধভক্তিযোগ দ্বারা সে অবিদ্যা-ভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শরীর যাত্রায় সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস ও তামস স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগদ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তিসাধন যত নির্ম্মল হয় ততই কৃষ্ণানুকম্পা উদয় হয়। তবেই অবিদ্যার বলক্ষয় হয় এবং বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূর উদয় হয়॥ ৩২ ॥

যে সময়ে ইন্দ্রিয়োপরতি স্বভাবতঃ হয় তখন সংসুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে যেমত মিথ্যা স্বপ্নভয় সম্পূর্ণরূপে যায়, সেইরূপ সহজেই হরিতে দৃষ্টি পড়ে এবং তন্নিবন্ধন সকল ক্লেশ বিলয়প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

হরিগুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে অশেষ ক্লেশের উপশম

কিম্বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে জীবতত্ত্বনিরূপণংনাম সপ্তমঃ কিরণঃ।

হয়। তাঁহার চরণারবিন্দ পরাগ সম্বন্ধে আত্মলব্ধরতি হইলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব ॥ ৩৪ ॥

এই কিরণে দেখা গেল যে কৃষ্ণ অখিলগুণ ও শক্তিসম্পন্ন বিভু চৈতন্য। কৃষ্ণের জীবশক্তি দ্বারা জীব অণুচৈতন্যরূপে পরিণত। জীবের স্বগঠনে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই। অণুধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্য। যদৃচ্ছাক্রমে মায়াবদ্ধ জীব বিবর্ত্তধর্ম্ম অনুসারে দেহাত্মাভিমান প্রযুক্ত সংসার স্বীকার করেন। সুকৃতিক্রমে পুনরায় কৃষ্ণভক্তি দ্বারা স্বস্থ হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে জীবতত্ত্ব
নিরূপণে সপ্তমকিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়
ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি জীবতত্ত্ব- সমাপ্ত [handwritten]

অষ্টমঃ কিরণঃ।

বদ্ধজীবলক্ষণং।

গর্ভগতোজীবঃ ভগবন্তং [৩।৩১।২১]

তস্মাদহং বিগত বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মামেভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ১ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।২৭।২-৩]

স এষ যর্হি প্রকৃতেগু´ণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ॥ ২ ॥

মায়য়া জীবসম্বন্ধঃ যেন প্রদর্শিতঃ স্ফুটং।
শ্রীগৌরকৃপয়া সাক্ষাত্তং জীবং প্রণমাম্যহং ॥

কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ আমি গর্ভগত হইয়াও অব্যাকুলচিত্তে সদ্‌বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিব। আর অনেক জন্মাদি কষ্ট না হয় এই জন্য কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভ করিতে যত্ন করিব॥ ১ ॥

সেই জীব যখন প্রকৃতি গুণত্রয়ে আসক্তি লাভ করে তখন আমি ও আমার এইরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া আমি কর্ত্তা এরূপ বিশ্বাস করে॥ ২ ॥

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩ ॥

[৩।৩১।৩]

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তং। [৩।৯।৭-৮]

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৫ ॥
ক্ষুত্তৃট্ ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।

সেই অহঙ্কারের সহিত অবশ হইয়া সুখবোধ করত সংসার পদবীকে প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মদোষে কখন ব্রাহ্মণাদি সৎ যোনি, কখন কুকুরাদি অসৎ যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ৩ ॥

অধ্রুব দেহ গেহ কলত্রাদিতে, দুর্ম্মতি জীব গৃহ ক্ষেত্র ধনাদিতে ধ্রুব বুদ্ধি করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তিগণ দৈব কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত অশুভোপশমরূপ আপনার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয় এবং সর্ব্বদা দীনতাবশে কামসুখলেশলব প্রাপ্তির জন্য লোভাভিভূত চিত্তে অকুশল কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আহা! দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ,

কামাগ্নিনাচ্যুত রুষাচ সুদুর্ভরেণ
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৬ ॥

[৩।৯।১০]

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৭ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।৩০।৪]

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং সলভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥ ৮ ॥

বাত বর্ষা দ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহু ক্লিষ্ট হয়। কামাগ্নি ও ভীষণ ক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া, হে উরুক্রম! আমার মন কম্পপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! আর কি বলিব। আপনার প্রসঙ্গ রহিত তর্কাদি প্রিয় ঋষিগণ ও দিবাভাগে অবিস্থাক্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত রাখেন এবং রাত্রে ঘোর নিদ্রায় থাকেন, কখন কখন নানা মনোরথ চিন্তায় ক্ষণভঙ্গনিদ্র হইয়া পড়েন। আবার যাহা করিবার চেষ্টা করেন, তাহার অর্থরচনা দৈবাহত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও সংসারকে লাভ করেন। ভগবৎ বহির্ম্মুখতার এই দুষ্ট ফল ॥ ৭ ॥

এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নবৃতি লাভ করে, বিরাগ প্রাপ্ত হয় না। আহা মায়ার কি মোহ ॥ ৮ ॥

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানং। [৪।২৯।২৯]

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্দধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ॥ ৯॥

কপিলঃ মাতরং। [৩।৩০।৫-৬]

নরকস্থোপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্ব্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ॥১০॥
মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ।
সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ॥ ১১॥
আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে॥ ১২॥

[৩।৩০।৯]

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।

যথা কর্ম্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখন পুরুষ কখন স্ত্রী কখন নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখন দেবতা, কখন মনুষ্য কখন তির্য্যক্ হইয়া কর্ম্মফল পায়॥ ৯॥

নরকস্থ হইয়াও পুরুষদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। নরকে নির্ব্বৃতি লাভ করিয়া দেবমায়া বিমোহিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

ভগবান কহিলেন, আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্ত মন সৎসঙ্গরহিত এবং পূর্ব্ব সাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে॥ ১১॥

শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহু মানন করে॥ ১২॥

আবার তিনি সুখ কাহাকে বলে দেখুন। কষ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ

কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ১৩ ॥

[৩।৩০।১১]

বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাং ॥ ১৪ ॥

[৩।৩০।১৪-১৬]

তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্ত বৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥ ১৫ ॥
আস্তেহবমত্যোপন্যস্তং গৃহপালইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোহল্পচেষ্টিতঃ ॥ ১৬ ॥

দুঃখতন্ত্রে অতন্দ্রিত ভাবে দুঃখের প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী সুখ পাইলাম মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতিকার মাত্র ॥ ১৩ ॥

গৃহী লোক জীবন নির্ব্বাহের বার্ত্তা বা ব্যবসায় রচনা করে। একটী বার্ত্তা নষ্ট হইলে আর একটী আরম্ভ করে। এইরূপ লোভাভিভূত হইয়া বস্তুতঃ সত্বহীন কার্য্যে পরের জন্য স্পৃহা করে ॥ ১৪ ॥

এইরূপ করিতে করিতে জরাগ্রস্থ হয় তথাপি নির্ব্বেদ জন্মে না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্যত হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ১৫ ॥

তখন গৃহপাল যাহা কিছু ফেলিয়া দেয় তাহা কুকুরের মত অপমানিত হইয়া খাইতে থাকে। পীড়ার দ্বারা অল্পাগ্নি ও অল্পাহার ও অল্পচেষ্টাযুক্ত হইয়া জীবন যাপন করে ॥ ১৬ ॥

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৭ ॥

[৩।৩০।১৮]

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

[৩।৩১।৪৪]

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

[৩।৩২।৩৮]

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

শৌনকঃ সূতং। [২।৩।১৯-২৪] *তবে: [handwritten, illegible]*

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।

বায়ু দ্বারা ক্রমশঃ উর্দ্ধশ্বাস, কফরুদ্ধ নাড়ি, কাস শ্বাস জন্য কৃতচেষ্ট হয় এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে কুটুম্বভরণে ব্যস্ত অজিতেন্দ্রিয়, উরু বেদনাযুক্ত পুরুষ নষ্টবুদ্ধি হইয়া আপন জনের ক্রন্দনমধ্যে প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

ভূতেন্দ্রিয় মনোময় লিঙ্গ স্থূল শরীরের অনুগত হন জীব। এই স্থূল দেহের নিরোধকে মৃত্যু ও আবির্ভাবকে জন্ম বলে ॥ ১৯ ॥

অবিদ্যা কর্ম্মদ্বারা জীবের গতি বহুপ্রকার হয়। যে সকল গতিতে প্রবেশ করিয়া আত্মার গতি আত্মা জানিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যাঁহার কর্ণে কখনই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না তিনি পুরুষরূপী পশু।

ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ২১ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বা সতীদার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ ॥ ২২ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং ।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরেল্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২৩ ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে ॥
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২৪ ॥

তাঁহাকে কুক্কুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত পরিহাস করিয়া স্তব করে ॥২১॥

যে নরের কর্ণদ্বয় কৃষ্ণের উরুবিক্রম কথা শ্রবণ করে না, সেই দুইটী কর্ণ বৃথা ছিদ্রমাত্র। হে সূত! যে জিহ্বা উরুগায় কৃষ্ণের নামাদি গান করে না সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র। সর্ব্বদা অসতী ॥ ২২ ॥

যে মস্তক মুকুন্দ পাদপদ্মে নমিত না হয় তাহা অতি উত্তম-কিরীটজুষ্ট হইলেও কেবল ভারমাত্র। অতি সুন্দর কঙ্কনশোভিত দুইটী হস্ত কৃষ্ণের সেবা না করিলে মৃত শরীরের করদ্বয় হইয়া পড়ে ॥ ২৩ ॥

যে দুইটী নয়ন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিল না, সেই দুইটী চক্ষু ময়ূরপাখার বৃথা

জীবঞ্ছবোভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ।
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধং ॥ ২৫ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৬ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্। [১।১৭।৩৮-৩৯] তে কলিস্থানানি আশ্রয়ন্তি।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ২৭ ॥

অঙ্কিত চক্ষু প্রায়। শ্রীহরির ক্ষেত্র ভ্রমণ করিল না এরূপ পদ দুইটী কেবল বৃক্ষজাত কাষ্ঠবিশেষ প্রায় ॥ ২৪ ॥

সে ব্যক্তি জীবিত শব, যে বৈষ্ণবপদরেণু কথনই গ্রহণ করিল না। নিশ্বাসযুক্ত শব সেই ব্যক্তি, যে শ্রীবিষ্ণুপদে দত্ত তুলসী গন্ধ আস্বাদন করিল না ॥ ২৫ ॥

সেই হৃদয় অপরাধযুক্ত কঠিন প্রস্তরস্বরূপ, যাহা হরিনাম গ্রহণ সময়ে নেত্রে জল ও পুলক কোন কারণে হইলেও দ্রবিত না হয়। কপট ব্যক্তির ও পিচ্ছিল স্বভাব ব্যক্তির সত্বাভাস ক্রমে পুলকাশ্রু হয় তাহা বৃথা। যদি হরিনাম গ্রহণে হৃদয় সরলতার সহিত আর্দ্র হইয়া চক্ষু জল ও পুলক উৎপন্ন করে তবেই মঙ্গল ॥ ২৬ ॥

মায়াবদ্ধ জীব কলিস্থানেই থাকিতে চায়। কলির দ্বারা প্রার্থিত হইয়া

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমং ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং। [১১।২৫।৩২ ৩৩]

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতা সৌম্যঃগুণা জীবনে চিত্তজাঃ ॥২৯॥
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।
তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবঃ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ উদ্ধবং। [১১।১২।২০-২২]

যএষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে।
দ্বে অস্যবীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসঃ প্রসূতিঃ॥ ৩১ ॥

রাজা পরীক্ষিত তাহাকে দ্যূতক্রীড়া স্থান, আসব, ধূম্রাদি পান, ইন্দ্রিয় তোষী স্ত্রীলোক এবং পশুবধ স্থানরূপ চতুর্ব্বিদ অধর্ম্ম স্থান দিলেন॥ ২৭ ॥

পুনরায় প্রার্থিত হইয়া স্বর্ণ, অমৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর এই পাঁচটী স্থানও দিলেন॥ ২৮ ॥

এই সমস্ত জীবের গুণ কর্ম্ম নিবন্ধন সংসৃতির বিষয়। ইহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন। যে জীব এই সকল জয় করেন তিনিই ধন্য॥ ২৯ ॥

মন্নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তিযোগে মদ্ভাব পাইবার যোগ্য হন। অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া গুণসঙ্গ ধৌত করত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভব শরীর দ্বারা গুরুকৃপাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ পুরুষগণ আমাকে ভজন করুন ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! এই সমষ্টি ব্যষ্টিস্বরূপ বিশ্বই অনাদি

দশৈক শাখো দ্বি সুপর্ণনীড়
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোহর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩২ ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্য বাসাঃ।
হংসা যএকং বহুরূপমিজ্যৈ
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদং ॥ ৩৩ ॥
এবং গুরূপাসনয়ৈক ভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।

সংসার তরু। কর্ম্ম প্রবাহময়। শুভাদৃষ্ট ও তুরদৃষ্টরূপ তুইটী ফলকে প্রসব করে। পাপ পুণ্য ইহার তুই বীজ, শত শত বাসনা ইহার মূল। ত্রিগুণই ইহার ত্রিনাল। পঞ্চভুত পঞ্চ স্কন্ধ। পঞ্চ বিষয় পঞ্চ রস। সুখ তুঃখ প্রভৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় একাদশ শাখা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা তুটী পক্ষী ঐ বৃক্ষে থাকেন। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটী বল্কল। সুখ তুঃখ তুইটী ফল। সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট এই সংসার তরু ॥ ৩১।৩২॥

কামী পুরুষগণ এই সংসার তরুর তুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃতি ফলটি অরণ্যবাসী সন্নাসীগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটি ফল আছে সে আমি। যাঁহারা ক্ষীর নীর বিচার চতুর হংস সকল গুরু কৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি আমাকে জানিতে পারেন। সংসার তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন তিনিই বেদ তাৎপর্য্য অবগত আছেন ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ সদ্গুরু উপাসনারূপ ভক্তিক্রমে ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠার দ্বারা জীবাশয় অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া আত্ম-সম্পত্তি লাভ দ্বারা

বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পাদ্যচাত্মানমথত্যজাস্ত্রং ॥ ৩৪ ॥

[১১।১১।৫-৭]

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥ ৩৫ ॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন
মন্যো নিরন্নোপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৩৬ ॥

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্
অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানরূপ কুঠারকে ত্যাগ করত পরাভক্তি লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

এখন এক ধর্ম্মে স্থিত অর্থাৎ এক সংসার তরুতে বাস করিয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত দুই জনের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত দুইয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পরসদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফলরূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষিটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্ ॥ ৩৬ ॥

অপিপ্পলাদ্ পক্ষিটী আপনাকে ও অন্য পক্ষিটীকে জানেন। পিপ্পলাদ আপনাকে বা অন্য পক্ষিটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানং [৪।২৯।৪৯]

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তং [৩।৯।৬]

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৩৯ ॥

ধ্রুবো ভগবন্তং [৪।৯।৯]

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তবমায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।

আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ। অপিপ্পলাদ বিদ্যাময় অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন। আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যা কাহাকে বলি কহিতেছেন। হরিতোষকর্ম্মই কর্ম্ম এবং যে বিদ্যায় হরিতে মতি হয় তাহাই বিদ্যা ॥ ৩৮ ॥

হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোক বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত দ্রবিণ দেহ সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আশক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং আমি ও আমার বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্ত্তিমুল দূর হয় না ॥ ৩৯ ॥

যাহারা ভবাপ্যয় বিমোক্ষণ স্বরূপ কল্পতরু যে তুমি তোমাকে অন্য তুচ্ছ ফলের জন্য অর্চ্চন করে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত

অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য
মিচ্ছন্তি যৎস্পার্শজং নরকেপি নৃণাং ॥ ৪০ ॥

[৪।৯।৭]

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষং ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ৪১ ॥

[৪।৯।৬]

যোহন্তঃপ্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না ।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধি। কেননা যাহা নরকেও মনুষ্যের লভ্য হয় সেই স্পর্শজ, কুণপোভোগ্য ফল ইচ্ছা করে ॥ ৪০ ॥

নানা কাষ্ঠে এক অগ্নি যেরূপ নানা হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ তুমি একই কৃষ্ণ। হে ভগবন্! আত্মশক্তি উরুগুণবিশিষ্ট মায়াদ্বারা মহদাদি অশেষ তত্ত্বে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তত্তদ্বস্তুর অসদ্গুণে নানারূপে অবতার লীলায় লক্ষিত হইয়া থাক। তুমি নিত্য সৎ কিন্তু দ্রষ্টাগণের অসৎচক্ষে দেব, তির্য্যক্, রূপে প্রকাশ পাও ॥ ৪১ ।

প্রসুপ্তরূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলশক্তিধর যিনি স্বীয় চিচ্ছক্তিক্রমে আমার হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বক্ প্রাণ ও বাক্যকে জীবিত করিয়াছেন সেই ভগবান পুরুষরূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

প্রজাপতিঃ [৬।৪।৩৩]

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভিঃ
ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে মায়াবদ্ধজীবলক্ষণং নাম অষ্টমঃ কিরণঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি স্বীয় পাদমূল ভজনাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জড় জগতে অনাম অরূপ অনন্তরূপী পরমাত্মা ভগবান্ স্বীয় চিচ্ছক্তি নাম রূপ জন্ম কর্ম্ম দ্বারা প্রকট করিয়াছেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
মায়াবদ্ধজীবলক্ষণবিচারে অষ্টম কিরণে মরীচিপ্রভা-
নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

নবমঃ কিরণঃ।

ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণং।

ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।২৮]

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥১॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।৩১।৪৬]

তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রমঃ।
বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥ ২ ॥

জীবান্ কৃষ্ণোন্মুখান্ কৃত্বা কীর্ত্তনানন্দবর্ষণাৎ।
গৌড়ভূমৌ ননর্ত্তাস্মিন্ নিত্যানন্দপ্রভুং ভজে॥

এই সংসারে, হে অনন্ত! সাধুগণ ইতর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে অনুসন্ধান করেন। একটী রজ্জুকে সর্পবোধ করিয়া ভয় হয়। সর্প নয়, উহা রজ্জু এই কথা না জানিলে কিরূপে রজ্জুকে জানিয়া ভয় পরিত্যাগ হইবে? জড়দেহে যে আত্মাভিমান তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ঐ বিবর্ত্তরূপ অনর্থকে জানিতে হয় ॥ ১ ॥

ভয়, কার্পণ্য বা সম্ভ্রম পরিত্যাগ করত বিশেষ উৎসাহের সহিত ধীর ব্যক্তি জীবগতি অবগত হইয়া এই মায়াময় সংসারে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত আসক্তি সে পর্য্যন্ত মায়ামুক্তির পথ নাই। প্রথমে উৎসাহের সহিত আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

রুদ্রঃ প্রচেতসং [৪।২৪।২৯]

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং।
অব্যাকৃতং ভাগবতোথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ৩॥

কপিলঃ দেবহূতিং [৩।২৫।৪১]

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রাধানপুরুষেশ্বরাৎ
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১১।১২-১৭]

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ

শিব কহিলেন, যে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠপুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন। আর অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তিচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। যাহা আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ আধিকারিককাল অতীত হইলে কলাধ্বংশে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ পাইব ॥ ৩ ॥

ভগবান কহিলেন, প্রধান ও জীবরূপ পুরুষের ঈশ্বর আমি ভগবান সর্ব্বভূতের আত্মা। আমি ব্যতীত আর কাহা হইতেও তীব্র ভয় নিবৃত্ত হয় না ॥ ৪ ॥

যেরূপ আকাশ, সূর্য্য ও বায়ু অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াও মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিতে থাকিয়াও অনাসক্ত ব্যক্তি বৈশারদী বিচারদ্বারা অসঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়া স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়

বৈশারদ্যেক্ষয়াঽসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ ॥
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং ।
বৃত্তয়ঃ স তু মুক্তো বৈ দেহস্থোপি হি তদ্গুণৈঃ ॥ ৬ ॥

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া ।
অর্চ্চ্যতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ৭ ॥

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা ।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ ॥ ৮ ॥

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধুবা ।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ ৯ ॥

নানাত্ব পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আমি চিৎকণ জীব এবং কৃষ্ণদাস ইহা জানিয়া জড়ের সম্বন্ধকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করে ॥ ৫ ॥

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তি সকল যাঁহার বীতসংকল্প অর্থাৎ জড়লালসাশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও জড়মুক্ত ॥ ৬ ॥

হিংস্র ব্যক্তিকর্ত্তৃক যাঁহার দেহ পীড়িত হয় বা কোন গতিকে কাহার কর্ত্তৃক চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চিত হয় তদুভয় ক্রিয়াদ্বারা যিনি কোন বিকার লাভ না করেন, তিনি মুক্তলক্ষণে লক্ষিত পণ্ডিত পুরুষ ॥ ৭ ॥

তিনিই মুনি ও সমদর্শী, যিনি অপরে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিলে বা সাধু বা অসাধু বাক্য কহিলে স্বয়ং গুণদোষবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার স্তুতি বা নিন্দা করেন না ॥ ৮ ॥

সাধু বা অসাধু বিষয়ে তিনি কার্য্য করেন না, বলেন না এবং

বিদুরঃ মৈত্রেয়ং। [৩।৭।১৭-২৩]

যশ্চমূঢ়তমোলোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥ ১০॥
অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে॥ ১১॥
যৎ সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ ১২॥
দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবাবৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ১৩॥

চিন্তা করেন না, স্বয়ং আত্মরতি লাভ করিয়া নির্গুণ বৃত্তি দ্বারা জড়ের ন্যায় মৌনভাবে বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

যিনি কিছু জ্ঞানানুসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক ভক্তি অবলম্বন করেন এবং যিনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া ভক্তি করেন সেই উভয়বিধ লোকই সুখ প্রাপ্ত হন, কেবল মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধা বা অপার জ্ঞান যাঁহারা পান না তাঁহারাই ক্লেশ পান ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের নিকট এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিবে, হে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ আমার প্রতীপ অর্থাৎ বিরোধি সুতরাং ইহাতে আমার কোন তাৎপর্য্য নাই, তথাপি জড়দেহাবস্থিতি পর্য্যন্ত যাহা কিছু থাকে তাহা আপনার সেবাদ্বারা দূর করিব ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে তীব্র রতিরাস উদয় হয় ॥ ১২ ॥

যাহাতে নিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আছে এরূপ বৈকুণ্ঠ বর্ত্মের সেবা অল্পতপবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য ॥ ১৩ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং। [৩।২৫।৩৮]

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নোমেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥ ১৪ ॥

[৩।২৮।৪২]

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাং ॥ ১৫ ॥

[৩।২৮।৪৪]

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাং।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥

কপিল কহিলেন, হে শান্তরূপে! আমার ভক্তগণ কখন নষ্ট হন না। আমার অনিমিষকালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। যেহেতু তাঁহারা আমাকে প্রিয় আত্মা সুত সখা গুরু সুহৃদ্ পরদেবতা ও ইষ্টধন বলিয়া রসমার্গে ভজন করিয়া থাকেন এবং আমিও সেই সেই রসের বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হই ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ আমাকে এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে অনন্যভাবে দর্শন করেন। সুতরাং সর্ব্বভূতে মদাত্মতা দৃষ্টিপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ায় প্রবৃত্ত হন ॥ ১৫ ॥

অতএব ভক্তজন আমার এই মায়াপ্রকৃতিকে সদসদাত্মিকা দুর্ব্বিভাব্য দৈবী প্রকৃতি জানিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া স্বীয় মদনুগত অণুচৈতন্যস্বরূপে দৃঢ়রূপে অবস্থান করেন ॥ ১৬ ॥

[৩।২৫।২৪]

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মর্য্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১১।৮-৯]

দেহস্থোপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমানেষ্বহং কুর্য্যান্নবিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

[১১।১১।১১]

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু ॥
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্রতত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ২০ ॥

জ্ঞান বৈরাগ্য বিজৃম্ভিত যোগ, মদর্পিত ভক্তি এবং প্রাকৃত গুণের অসেবাদ্বারা ভক্ত প্রত্যগাত্মস্বরূপ আমাকে আবদ্ধ করেন ॥ ১৭ ॥

দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্ অদেহস্থ থাকেন, মূঢ় ব্যক্তি অদেহস্থ হইয়াও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় দেহস্থ থাকে ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গুণসমুহে গুণদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ অবিক্রিয়ভাবে থাকেন, জড় শরীরে আমি বলিয়া অহঙ্কার করেন না ॥ ১৯ ॥

বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, আসন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে করিতে বিরক্তির সহিত সেই সকল গুণ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।২।৩৩-৩৪]

নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃপন্থা বিশতঃসংস্থতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ২১ ॥
ভগবান্ ব্রহ্মকাৎস্নে্যন ত্রিরন্বীক্ষ্যমনীষয়া।
তদধ্যবসৎকূটস্থো রতিরাত্মন্‌যতোভবেৎ ॥ ২২ ॥

[২।২।৩৭]

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতং।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং ॥ ২৩॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তং। [১০।৮৭।৩৩]

বিজীত হৃষীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তু মতিলোলমুপায়খিদঃ।

ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিলে এই প্রকার যুক্তবৈরাগ্যই মায়ামুক্তির কারণ হয়। সংসৃতিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে বাসুদেব ভগবানে ভক্তিযোগ হয় তাহা আশ্রয় করা ব্যতীত অন্য মঙ্গলপন্থা নাই॥ ২১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা বেদত্রয় বিশেষ যত্নের সহিত বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আত্মতত্ত্বরূপ কৃষ্ণে অপ্রাকৃত রতি যাহাতে হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥

যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয় বিদূষিত আশয়কে তাঁহারা পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হন ॥ ২৩ ॥

এ স্থলে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় নিতান্ত আবশ্যক। শ্রুতিগণ কহিলেন,

ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধারজলধৌ ॥ ২৪ ॥

ভক্তিশক্তিঃ বিবৃতা কপিলেন [৩।২৫।৩৩]

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ২৫ ॥

[৩।২৫।৪৪]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্তবিষ্ণুভক্তিনির্দ্দিষ্টা শ্রীসূতেন [১।২।২৩-২৯]

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

হে অজ! যাঁহারা প্রাণায়াম বলে জিতেন্দ্রিয় হইয়াও অদান্ত অতিচঞ্চল মনতুরঙ্গকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন অথচ সদ্‌গুরু চরণ আশ্রয় করেন নাই তাঁহারা শত শত উৎপাতে পতিত হইয়া নিরুপায় হইয়া পড়েন। সমুদ্রে বণিকগণ অর্ণবযানে অকৃত কর্ণধার হইলে যেরূপ কষ্ট পান সেইরূপ ॥ ২৪ ॥

ভক্তির মহিমা এই যে ভক্ত অন্নকে জঠরানল যেরূপ অনায়াসে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভক্তিলিঙ্গ শরীরকে সত্বরেই জারিত করেন। আর কোন উপায়ে তাহা হয় না ॥ ২৫ ॥

তীব্র ভক্তিযোগের সহিত আমাতে দৃঢ়ভাবে চিত্ত অর্পণ করাই জীবলোকে জীবের নিঃশ্রেয়সোদয় বলিয়া জান ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্ত বিষ্ণুভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। সূত কহিলেন, হে শৌনকাদি ঋষিবর্গ, সত্ব রজ ও তম এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৭ ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনং ॥ ২৮ ॥
ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজং।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানি হ ॥ ২৯ ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।

সেই গুণে যুক্ত হইয়া পুরুষাবতার পরপুরুষ বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি জন্ম ও ভঙ্গ কার্য্যানুরোধে হরি বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন। হর ও বিরিঞ্চি ভিন্নাংশে এবং হরি স্বাংশে সংজ্ঞা হইয়াছে। এই তিনের মধ্যে সত্ত্বতনু হরি হইতেই জীবের শ্রেয় উদয় হয় ॥ ২৭ ॥

কাষ্ঠ পার্থিব তাহাতে অগ্নি লাগিলে ত্রয়ীময় অগ্নিই শ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু তাহাতে যে ধূম হইয়া থাকে তাহা কাষ্ঠ অপেক্ষা অগ্নির নিকটবস্তু ও শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ সংসার কার্য্য নির্ব্বাহে সত্ত্বই অগ্নিস্থলীয়। রজঃ ধূমস্থলীয় এবং তমঃ কাষ্ঠস্থলীয়। তমোগুণাধিষ্ঠিত ভূতপতি রুদ্র অপেক্ষা রজঃ অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বরণীয়। তদুভয় অপেক্ষা সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণুই বরণীয়। শুদ্ধ সত্ত্বরূপ ব্রহ্ম সত্ত্বরূপ বিষ্ণুতে লক্ষিত হন। বিষ্ণুই ব্রহ্ম। সত্ত্বাবস্থিত সাধকই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

প্রাচীন কাল হইতে মুনিগণ অধোক্ষজ ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে মঙ্গললাভের জন্য ভজনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করেন ॥ ২৯ ॥

মুমুক্ষু জীবমাত্রেই ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ৩০ ॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ৩১ ॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ৩৩ ॥

রুদ্রঃ প্রচেতসং [৪।২৪।২৮]

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ৩৪ ॥

স্বাংশ কলাদিগের ভজনা করেন। অন্যান্য দেবতাকে অসূয়া না করিয়াই বিষ্ণু ভজন করিতে হয় ॥ ৩০ ॥

যদি বল কতকগুলি লোক পিতৃপুরুষ, ভূতপতি ও প্রজাপতিদিগকে কেন আরাধনা করেন তবে বলি। তাহারা মুমুক্ষু নয়। শ্রী, ঐশ্বর্য্য, সন্তানপ্রাপ্তি কামনায় তাহারা ঐ সকল পৃথক দেবতাকে পূজা করে। তাহারও কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি রজঃ তম প্রকৃতি তাহারা আপনাদের প্রকৃতির সমশীল দেবতাকেই ভজনা করে। ইহা স্বাভাবিক। জীব যখন সাত্বিক হয় তখন বিষ্ণু ব্যতীত আর কোন দেবতা ভজন করে না ॥ ৩১ ॥

দেখ বেদ সমস্ত বাসুদেব বিষ্ণুপর যজ্ঞ সমস্তই বাসুদেবপর, যোগ সমস্তই বাসুদেবপর, কর্ম্ম সমস্তই বাসুদেবপর, জ্ঞান বাসুদেবপর, তপস্যা বাসুদেব-পর, এবং গতিও বাসুদেবপর ॥ ৩২—৩৩ ॥

সূক্ষ্ম ত্রিলিঙ্গ জীবসংজ্ঞিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশ সংজ্ঞিত বদ্ধ জীবরূপ

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণং [১০।১৬।৪৩-৪৪]

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
মুক্তোন্মুখজীবলক্ষণংনাম নবমঃ কিরণঃ ।

দেববর্গ হইতে পরতত্ত্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যিনি প্রপন্ন তিনি আমার প্রিয় ॥ ৩৪ ॥

অনন্ত সূক্ষ্ম কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, নানা বাদানুরোধ স্থল, বাচ্য বাচক শক্তি যুক্ত সেই পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। বাচক ব্রহ্ম নাম এবং বাচ্য ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণ। বেদ ও কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের বাচক। অতএব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে ভেদ নাই ॥ ৩৫ ॥

প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি প্রবৃত্তিস্বরূপ ও নিবৃত্তিস্বরূপ নিগমস্বরূপ ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
মুক্তোন্মুখজীবলক্ষণবিষয়ে নবমকিরণে মরীচিপ্রভা
নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

দশমঃ কিরণঃ।

শক্তি পরিণামঃ।

অচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণং।

ভগবান্ উদ্ধবং [৩।৪।১৩]

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥ ১॥

ভগবান্ ব্রহ্মাণং [২।৯।৩০-৩৫]

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ২॥

ভেদাভেদমচিন্ত্যং যন্মতবাদনিবর্ত্তনং।
গৌরাজ্ঞয়োদ্ধৃতং যেন নৌমি গোপালভট্টকং॥

পুরাকালে পাদ্মকল্পে আদিসর্গে ব্রহ্মা আমার নাভিপদ্মে নিষণ্ণ হইলে, আমার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সেই জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন। চতুঃশ্লোকীতে যে শক্তিপরিণামাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ শিক্ষিত হইয়াছে তাহাই ভাগবত॥ ১॥

অদ্বয় জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ আমার জ্ঞান

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ৩॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎসদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোহস্ম্যহং॥ ৪॥

অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীব বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গ। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম॥ ২॥

আমি স্বরূপতঃ যে রূপ, আমার ভাব যে প্রকার, আমার চিদচিৎ ভেদে গুণ কর্ম্ম, আমার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি বুঝিয়া লও॥ ৩॥

এই শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোকে চারিটি তত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন। ইহার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি মাত্র ছিলাম। আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয় সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমত কিরণ সর্ব্বভূত আমার সেই রূপ শক্তি পরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্ব্ব স্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ পরিচয়।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৫ ॥

আবার প্রলয়ে আমি অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈত বাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ এবং শুদ্ধদ্বৈত বাদ এই সকল নামের বিবাদমাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে তাহা আমার অচিন্ত্য শক্তি পরিণাম রূপ নিত্য ভেদাভেদ জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদ বাক্য ও মহাবাক্য সম্মত ॥ ৪ ॥

মতবাদীগণ আমার অচিন্ত্য শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরাশক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্য শক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থা ও তটস্থ অবস্থা। জগৎ সৃষ্টিতে তটস্থা অবস্থাই অনু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। অনু তটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীবশক্তি বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি পরাপ্রকৃতি বলি। ছায়া তটস্থা শক্তি অচিন্মায়া শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি। চিদ্ধর্ম্মাদি প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎ শক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তি বলে। মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরাশক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ শক্তি পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়া শক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া মায়া বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়া শক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা পুরুষ। বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি ও অর্থ তিনপ্রকার তত্ত্ব বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড় বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ প্রতীতি হয় না তাহাই মায়া।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং ॥ ৬ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥

আত্মা বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে সকলই বস্তু প্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়। বস্তু যে আত্মা তাহার শক্তি মাত্র। বস্তু মধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়। আভাস ইহার প্রথম পরিচয় এবং তম ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস পরিচয়। চিৎশক্তি অনু তটস্থ অবস্থায় আভাস রূপ জীব। সুতরাং তাঁহার চিৎ পরিচয়। অচিন্মায়ায় তম পরিচয় তাহাতে জড় জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান ॥ ৫ ॥

এখন রহস্যতত্ত্ব শুন। এ জড় জগৎ মিথ্যা নয়। আমার শক্তি পরিণতি এবং আমি সৎরূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য। সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহাভূত সকল উচ্চাবচ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া ও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বস্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আবার জীবশক্তি পরিণতি জীবসকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মা রূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেমজীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা ॥ ৬ ॥

এখন দেখ আমি স্বরূপ, স্বরূপ বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না

প্রাপঞ্চিকজগতঃ মায়াশক্তিপরিণামত্বং দর্শিতং
ব্রহ্মা নারদং [২।৫।২২-২৯]

কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণাম স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ৮ ॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ৯ ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা ॥ ১০ ॥
তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃশব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ ॥ ১১ ॥

করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয় ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি নিষেধ অথবা বিধি রাগ ভেদ অনুসারে সদ্গুরু চরণে জিজ্ঞাসা দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করে তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

প্রাপঞ্চিক জগৎ মায়াশক্তি পরিণাম তাহা দেখাইতেছেন, মায়ান্তর্গত কালশক্তির ব্যতিকরই মায়ার স্বভাবতঃ পরিণাম পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে কর্ম্মের জন্ম ॥ ৮ ॥

মহত্তত্ত্ব পরিণত হইয়া রজ সত্ত্ব দ্বারা উপবৃংহিত হয়। তমঃ প্রধান হইয়া দ্রব্য জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপ লাভ করে ॥ ৯ ॥

তাহার নাম অহঙ্কার। তাহা পরিণত হইয়া বৈকারিক তৈজস তামস ভেদে তিন প্রকার হয় ॥ ১০ ॥

তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ। আকাশের মাত্রাগুণ হইতে শব্দের উৎপত্তি। তাহাই দ্রষ্টা দৃশ্যের চিহ্ন ॥ ১১ ॥

নভসোথবিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃসহোবলং ॥ ১২ ॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ১৩ ॥
তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভোরসাত্মকং।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রপঞ্চসৃষ্টৌ বিবর্ত্তস্য ন স্থানমেব দর্শিতং
মৈত্রেয়ো বিদুরং [৩।১০।১১-১২]

গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াঽসৃজৎ ॥ ১৫ ॥

আকাশ বিকুর্ব্বিত হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু হইল। আকাশের গুণ অনুস্যূত থাকায় প্রাণ ওজ ও বলযুক্ত হইল ॥ ১২ ॥

কালকর্ম্ম স্বভাবদ্বারা বায়ু বিকুর্ব্বিত হইয়া তেজ উৎপন্ন হইল। তাহাতে রূপ স্পর্শ ও শব্দ তিনটী গুণ হইল ॥ ১৩ ॥

তেজ বিকুর্ব্বিত হইয়া রসাত্মক জল হইল তাহাতে রস স্পর্শ শব্দ ও রূপ এই চারিটি গুণ হইল। গন্ধবান পৃথিবীরূপ বিশেষ জল বিকারের দ্বারা হইল। তাহাতে রস স্পর্শ শব্দ রূপ ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ হইল ॥১৪॥

জগৎ সৃষ্টিতে বিবর্ত্ত নাই। কাল স্বয়ং নির্ব্বিশেষ ও অপ্রতিষ্ঠিত। কালই প্রকৃতির ব্যতিকরের আকার মাত্র। পুরুষ তদুপাদান রূপ কালকে লীলার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥ ১৬॥
(৭৭/৭৮/৭৪-১৫০)
নবৈকাদশপঞ্চত্রীন্‌ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতেথৈকমপ্যেষু তজ্‌জ্ঞানং মম নিশ্চিতং॥ ১৭॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ॥ ১৮॥

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাং।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ॥
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥ ১৯॥

এই বিশ্বটি ব্রহ্ম তন্মাত্র, বিষ্ণু মায়ার দ্বারা সংস্থিত। অব্যক্ত মূর্ত্তি কালরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাবে উদয় হইয়াছে॥ ১৬॥

তত্ত্ব সংখ্যা বলিতেছেন। পুরুষ প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই নয়টি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই একাদশটি। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ। একত্রে আটাইশটি তত্ত্ব। তন্মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য দুই প্রকার। পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, ক্ষুদ্র পুরুষ জীব মায়া প্রবণ। প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ পরা কেবল চিৎ সম্বন্ধিনী এবং অপরা জড় সম্বন্ধিনী। যে জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই এক জ্ঞান দ্বারা তত্ত্ব সমূহে যে এক জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান তাহাই ভগবজ্‌জ্ঞান॥১৭॥

ভগবৎ শক্তিপরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথকরূপে সত্য এইরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান জ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব উদয় হয়॥ ১৮॥

ত্রিগুণাত্মক ভাব সকলের স্থিতি উৎপত্তি ও ধ্বংশ কার্য্যে কার্য্যের

[১১।১৯।১৮]

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলং।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ২০॥

নশ্বরমপি জগৎ তথ্যং [১১।২৪।১৮]

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতে পরং।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎসত্যমভিধীয়তে॥ ২১॥

চিচ্ছক্তেরংশভূতস্য জীবশক্তেঃ পরিণামরূপত্বাৎ জীবোপি শক্তি পরিণাম ইতি সপ্তম কিরণে একাদশশ্লোকে দর্শিতঃ। ইদানীং তস্য জীবস্য সংসারাভিমানমেববিবর্ত্তধর্ম্মাদিতি নিশ্চীয়তে

শ্রীকৃষ্ণেন [১১।১০।৮-৯]

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ ২২॥

আদি মধ্যে এবং অন্তে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য বস্তুতে যাহা অন্বিত আছে তাহাই সৎ এবং তাহা প্রতিসংক্রমে সদ্রূপে থাকে ॥ ১৯॥

কর্ম্ম পরিণামী। অতএব সৃষ্টিকর্ম্মের অন্তর্গত বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তই অমঙ্গল। দৃষ্টি মর্ত্ত্যাদি লোক এবং অদৃষ্ট ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলকেই নশ্বর বলিয়া জানেন॥ ২০॥

নশ্বর হইলেও সমস্ত সত্য অর্থাৎ কল্পিত নয়। পূর্ব্বস্থ ভাব যদুপায় (যাহা হইতে) পরবর্ত্তী ভাব ও তাহার পরিণাম। অতএব আদিও অন্ত যে সত্য হইতে, সেই সত্যই সর্ব্বত্র। ইহাই বেদ সিদ্ধান্ত॥ ২১॥

চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবশক্তি। তাহার পরিণাম জীব। জীব ও শক্তিপরিণাম। সপ্তম কিরণে একাদশ শ্লোক। এ স্থলে সেই জীবের সংসারাভিমান বিবর্ত্ত ধর্ম্ম হইতে নিশ্চিত হইতেছে। জীব স্বস্বরূপের

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎ কৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ২৩ ॥

[১১।২২।৫২-৫৬]

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসাভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোপ্যনুকার্য্যতে ॥ ২৫ ॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥ ২৬ ॥

দ্রষ্টা ও পরদ্রষ্টা। যেরূপ দাহ্যদারু হইতে দাহক ও প্রকাশক রূপ অগ্নি পৃথক্ তদ্বৎ জীব তাঁহার সাম্প্রত সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীর হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব ॥ ২২ ॥

জীব পরতত্ত্ব হইয়াও নিরোধ, উৎপত্তি, অণু, বৃহৎ রূপ নানাত্ব স্থূললিঙ্গদেহকৃতগুণসকল তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

সত্ত্ব গুণের সঙ্গে ঋষিত্ব, দেবত্ব, রজগুণের সঙ্গে অসুরত্ব মানুষত্ব, তমোগুণের সঙ্গে ভূত তির্য্যক্ত্বরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা ভ্রামিত হন ॥ ২৪ ॥

কেহ নৃত্য করিতেছে বা গীত গাহিতেছে দেখিয়া যেরূপ নর্ত্তক ও গায়কের অন্য কেহ অনুকরণ করে সেইরূপ বুদ্ধির গুণ সকল দেখিয়া ভ্রান্ত জীবের অহং অভিমান (স্বয়ং জীব নিরীহ হইলেও) অনুকরণ করিতে থাকে ॥ ২৫ ॥

জলের উপর যাহারা নৌকায় চলে তাহারা তীরস্থ বৃক্ষসকল চলিতেছে

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ॥ ২৭॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেহনর্থাগমো যথা॥ ২৮॥

জীবানাং দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ সৈব বিবর্ত্ত ইতি দর্শিতং।
সর্ব্বৈব শক্তিপরিণামঃ। ততোচিন্ত্যভেদাভেদৌ॥

মনুঃ ভগবন্তং [৮।১।৯-১০]

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যং।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥ ২৯॥

বলিয়া মনে করে। ভ্রাম্যমাণ পুরুষের চক্ষু যেমত পৃথিবীকে ভ্রাম্যমাণ দেখে সেইরূপ জীবের বিবর্ত্তদ্বারা দেহআত্মাভিমান বুদ্ধি॥ ২৬॥

যাহারা সর্ব্বদা মনোরথ চিন্তায় থাকে, স্বপ্নে তাহাদের মিথ্যা বিষয়ানুভব উদয় হয়। হে দাশার্হ উদ্ধব, জীবাত্মার সংসার সেই রূপ॥ ২৭॥

বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নে যেরূপ অনর্থাগম হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তবিক বিষয়ার্থ না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না॥ ২৮॥

এই সকল বাক্যে প্রদর্শিত হইল যে, জীবের যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্ত। জীবের স্বরূপ অনুভবে বা গঠনে বিবর্ত্তের ক্রিয়া নাই। শক্তিপরিণামই কার্য্য করে। তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থির হইল।

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করাইতে পারে না। নিদ্রিত সময়ে সুষুপ্তিতে যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই চেতন। তিনি সকলকে জানেন তাঁহাকে কে জানিবে॥ ২৯॥

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥৩০॥

[৮।১।১২]

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরোনান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদযস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥ ৩১ ॥

এই বিপুল সমস্ত বিশ্ব আত্মা দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ আত্মা ইহাতে বাস করেন। জগতে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে সমস্তই আত্মা সম্বন্ধ। সেই আত্মা যাহা দেন তাহাই ভোগ কর। অন্যের ধনে লোভ করিও না। এই মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব স্থাপিত হইতেছে। একটী এই যে, জীব স্বস্বরূপ ও স্বস্বভাব ভুলিয়া মায়ারূপ কৃষ্ণশক্তিতে এই বিশ্বে আবদ্ধ। দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, এ সময় কৃষ্ণানুগতি ব্যতীত আর উপায় নাই। ভক্তিসাধনই তদানুগত্য। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু ভোগ করিবে না। পরের উপকার বই আর কিছু অপকার করিবে না। ক্রমশঃ বহির্ম্মুখ জগতে মমতা ত্যাগ ও এই জগতে উদিত কৃষ্ণ লীলার নিরন্তর সেবা করত অপার প্রেম ভোগ কর। মায়াবদ্ধ ক্লেশ অনায়াসে অবান্তর ফলোদয়ের ন্যায় দূর হইবে॥ ৩০ ॥

এইরূপ কৃষ্ণ সম্বন্ধ দেখিতে থাক, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অবিধেয় সাধন চলিবে। সেই কৃষ্ণের আদি, অন্ত, মধ্য স্বপরঃ অন্তর বহি এরূপ কিছু নাই। বিশ্বে যত কিছু আছে সব যিনি এবং বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহার সত্যতাতে সকল সত্য হইয়াছে, সেই কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব ॥ ৩১ ॥

[৮।৩।৩]

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ং।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবং ॥ ৩২ ॥

[৮।৩।৯]

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবঃ রামকৃষ্ণৌ। [১০।৮৫ ৪]

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর ॥ ৩৪ ॥

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব। আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভূব কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া প্রপত্তি করি ॥ ৩২॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম ও অনন্তশক্তি, অরূপ এবং বহুরূপ, আশ্চর্য্য-কর্ম্মকারী স্বরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানি বলিলে আমি অপরাধী হই, কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিব মনে করিলে আমি জড়বুদ্ধি হই, যোগদ্বারা তাঁহার কৈবল্য লাভ করিব এরূপ মনে করিলে আমাকে আমি ধিক্কার করি। সুতরাং অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রণতি করি ॥ ৩৩ ॥

এই প্রধান অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীব এবং আধিকারিক দেববর্গের যিনি ঈশ্বর এবং যাঁহাতে সর্ব্বকারকের স্থিতি ভূমি অর্থাৎ কর্ত্তা, করণ, অধিকরণ, উপাদান সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের যিনি একমাত্রস্থল সেই ভগবান কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব ॥ ৩৪ ॥

কেবলাদ্বৈতপক্ষীয়ান্নিরস্তীকৃতাঃ শ্রুতিভিঃ [১০।৮৭।৩০-৩১]

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৩৫ ॥
ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি পুরুষয়োরজয়ো
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ধ্রুব! জীব সংখ্যার অন্ত নাই অর্থাৎ জীব অনন্ত এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত এইটী তাহাদের ভ্রম, কেননা শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং তুমি ঈশ্বর তাহার শাসক অর্থাৎ জীব সেবক ও তুমি সেব্য এ নিয়ম স্থির থাকে না, সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু পরিমাণ। সর্ব্বগ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বস্বরূপে ব্যাপক এবং তুমি সর্ব্বব্যাপক। তুমি অগ্নি বা সূর্য্য তুল্য, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণ স্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ তোমা হইতে স্থিত বলিয়া তাহাকে স্বতত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া তোমার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা জীবকে সর্ব্ব বিষয়ে তোমার সমান জ্ঞান করেন তাঁহারা জানেন না যে শ্রুতিগণ এই মতকে দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এই বদ্ধজীবের মায়িক জগতে উদ্ভব কেবল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগে ঘটে না। চিৎশক্তিযুক্ত পরম পুরুষ তুমি, তোমাকে

অক্রূরঃ ভগবন্তং [১০।৪০।১০]

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্বপ্রকরণে শক্তিপরিণামাদচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণং নাম দশমঃ কিরণঃ।
সম্বন্ধজ্ঞানং সমাপ্তং।

মায়াশক্তি যুক্ত হইয়া জীবের সোপাধিক জন্ম সংঘটন করে। জীব মায়াশক্তির অতীত সুতরাং স্বরূপশক্তির সহায়তাক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবকে উভয় শক্তিযুক্ত ঈশ্বরের বলক্রমে প্রাণযুক্ত করিয়া জড়ে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভব করে। সেই বদ্ধজীবসকল তোমার বিবিধ নাম উপাসনার গুণে তোমাতে অর্থাৎ চিন্ময়সমুদ্রস্বরূপ তোমাতে সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় মিশিয়া যায়। উপাসনা অঙ্গে যে সকল রস আছে সেই অশেষ রস চরমে মধুররসে লয় পায়। ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর রস ভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

অতএব কহিলেন, অদ্রিপ্রভবা নদীগণ পর্জন্যপূরিত হইয়া হে প্রভো, সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরূপ জীবের অন্তিম গতি তুমি বই আর কেহ নয় ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্বপ্রকরণে শক্তি পরিণামাত্মকাচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণতত্ত্বনিরূপণে দশমকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সমাপ্তং সম্বন্ধজ্ঞানং ॥

একাদশঃ কিরণঃ।

অভিধেয়বিচারঃ।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।৯।২৯]

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥

[১১।২০।৬]

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।

শাস্ত্রাভিধেয়মুদ্‌ঘাট্য শুদ্ধাভক্তির্নিরূপিতা।
শ্রীচৈতন্যাজ্ঞয়া যেন বন্দে তং রূপসংজ্ঞকং ॥

কৃষ্ণ কে, জীব কে, জড়জগৎ কি এইরূপ প্রশ্নোত্তর জাত সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হয়। সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবের কর্ত্তব্য যাহা শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন তাহার নাম অভিধেয়। এখন সেই অভিধেয় প্রকরণ আরম্ভ হইল। মায়িক বিষয় সর্ব্বত্রই আছে, তজ্জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তির যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্ল্লভ। ধীর মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয় ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয় প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন ॥ ১ ॥

মানবের অধিকার ভেদে হে উদ্ধব! নিঃশ্রেয় বলিবার অভিপ্রায়ে

জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োন্যোস্তি কুত্রচিৎ ॥ ২ ॥

তত্র কর্ম্মযোগঃ [১১।৫।২-৩]

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৩ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৪ ॥

[১১।১০।২৩]

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যান্তি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥৫॥

[১১।১০।২৬-২৭]

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।

তিনটী উপায় যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটী যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই ॥ ২ ॥

প্রথমে কর্ম্মযোগ বিচারিত হইতেছে। পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় বর্ণ গুণসহকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ৪ ॥

এই বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধ-যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সেখানে দেববৎ নিজার্জ্জিত ভোগ্য সকল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥৬॥
যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসক ॥ ৭ ॥

[১১।১০।২৯-৩৩]

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥ ৮ ॥
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাং।
ব্রহ্মণোপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥ ৯ ॥
গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্ ॥
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুংক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ ১০ ॥

তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

যদি অসৎ সঙ্গে অধর্ম্ম নিরত হন, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামাত্মা, কৃপণ, লুব্ধ, স্ত্রৈণ, ভূতহিংসক হইয়া বিচরণ করেন ॥ ৭ ॥

স্বর্গ বা নরক হইতে আগত পুরুষ, চরমে যাহার দুঃখই ফল, সেই সকল কর্ম্ম করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দেহ লাভ করেন। মর্ত্ত্য জন্মে সুখ কি ? ॥ ৮ ॥

সামান্য পুণ্য ও পাপীলোকের কথা কি, সমস্ত লোক, লোকপাল, কল্পজীবীগণ এবং দ্বিপরার্দ্ধ আয়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় আছে ॥৯॥

গুণ সকল কর্ম্মকে সৃষ্টি করে, গুণাগুণ সকলকে অনুসর্জ্জন করে। জীব গুণসংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন ॥ ১০ ॥

যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ং ॥ ১১ ॥

অষ্টাঙ্গযোগাদৌ ন সম্যক্ লাভঃ [১১।২৯।১-২]

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মেব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥ ১২ ॥
প্রায়সঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥ ১৩ ॥

[১১।১৫।৩৩]

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমং।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ১৪ ॥

যে পর্য্যন্ত গুণবৈষম্য সে পর্য্যন্ত নানাত্ব। চিদেক স্বরূপ আত্মাতে যতদিন নানাত্ব ততদিন তাহার পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ম্মাধীনতা। যে, পর্য্যন্ত অস্বাতন্ত্র্য সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে ভয় ॥ ১১ ॥

কর্ম্মমাত্রেরই এই গতি। অষ্টাঙ্গযোগাদি জ্ঞানমিশ্র কর্ম্মাঙ্গের ফলও ভাল নয়। যোগাদি শুনিয়া উদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত! অনাত্মার পক্ষে যোগচর্য্যাকে সুদুশ্চর বলিয়া জানিলাম। সহজে এবং নির্ভয়ে যাহাতে পুরুষ উত্তম ফল সিদ্ধ হন তাহা বলুন ॥ ১২ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি দেখি যে প্রায়ই নিগ্রহ কর্ষিত হইয়া যোগকার্য্যে অসমাধান বশতঃ বিষাদকে লাভ করে ॥ ১৩ ॥

উত্তমযোগ যে ভক্তিযোগ তাহার সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গযোগকে, হে উদ্ধব! সুবোধ লোকেরা অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাঘাত বলিয়া মনে করেন। ভক্তিযোগেই

যোগগতিরপি স্বল্পা [১১।২৪।১৪]

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥ ১৫॥

সনৎকুমারঃ পৃথুং [৪।২২।৩৯]

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং॥ ১৬॥

তাহার ফল অনায়াসে পাওয়া যায়। আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকল ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতু মাত্র॥ ১৪॥

যোগের ফলও সামান্য। যোগ, তপ, সন্ন্যাস ইহাদের গতি কর্ম্ম গতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগীগণ মহর্লোক, তপলোক ও সত্যলোক লাভ করেন। কাযে কাযেই তাঁহারা প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ সমস্ত অভ্যাসের ফল পান। চিৎস্বরূপপ্রাপ্ত ভক্তযোগী আমার চিদ্ধামরূপ বিরজাপারে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন। ১৫॥

যাঁহার পাদপদ্ম পলাশ বিলাসরূপ ভক্তি দ্বারা সাধুগণ অবিদ্যাবন্ধ কর্ম্মাশয় উদ্গ্রন্থিত করেন। রিক্তমতি যোগী ও যতিগণ বহু চেষ্টাতে ইন্দ্রিয় শ্রোতগণকে নিরোধ করিয়াও সেইরূপ সহজে কর্ম্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। অতএব অন্য জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেব কৃষ্ণকে ভজনা কর॥ ১৬॥

বহির্ম্মুখকর্ম্মমাত্রস্য নিন্দা। কপিলঃ দেবহূতিঃ [৩।২৩।৫৬]

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ১৭॥

শৌনকঃ সূতং [১।১৮।১২]

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ১৮॥

সকামকর্ম্মণি মূঢ়তা দর্শিতা শ্রীশুকেন [২।৩।২-১১]

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিং।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ১৯॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুং।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোথবীর্য্যবান্॥ ২০॥

বহির্ম্মুখ কর্ম্ম মাত্রের নিন্দা। যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয় রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম্ম বিরাগ উদ্দেশে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্ম্মজাত বিরাগ যে স্থলে তীর্থপাদ কৃষ্ণ সেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত॥ ১৭॥

সূত মহাশয়কে দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, আহা! আমরা অনাশ্বাস কর্ম্মে যজ্ঞ করিয়া ধূম্রাত্মক হইয়া তাপিত হইতেছি, এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দ পাদপদ্ম মধুপান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছ॥১৮॥

সকাম কর্ম্মে মূঢ়তা। ব্রহ্ম তেজ কামনায় ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে। ইন্দ্রিয় বল কামনায় ইন্দ্রকে ভজনা করে। প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে॥ ১৯॥

শ্রীকামী পুরুষ মায়াদেবীকে ভজনা করে। তেজকামী ব্যক্তি সূর্য্যকে

অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্ ।
বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকোবিশাং ॥২১
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ ।
প্রতিষ্ঠাকাম পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ ॥ ২২ ॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোপ্সরউর্ব্বশীং ।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনং ॥ ২৩ ॥
যজ্ঞং যজেৎ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসং ।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীং ॥ ২৪ ॥

ভজনা করে। বসুকামী পুরুষ বসুদিগকে উপাসনা করে। বীর্য্যকামী বীর্য্যবান্ পুরুষ রুদ্রকে ভজনা করে ॥ ২০ ॥

অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে। স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে ভজনা করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে পূজা করে। স্বাধীনতা প্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যাগণকে পূজা করে ॥ ২১ ॥

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে পূজা করে। পুষ্টিকামী ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে। প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী দ্যাবা পৃথিবীকে পূজা করে ॥ ২২ ॥

রূপকামী গন্ধর্ব্বগণের পূজা করে। স্ত্রীকামী উর্ব্বশী অপ্সরার উপাসনা করে। আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্ঠির পূজা করে ॥ ২৩ ॥

যশঃকামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজন করে। কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজন করে। বিদ্যাকামী শিবকে যজন করে। দাম্পত্য-কামী উমাদেবীকে ভজে ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মার্থ উত্তমঃ শ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্॥ ২৫॥

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমং সকামঃ পুরুষং পরং॥ ২৬॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুরুষং পরং॥ ২৭॥

এতাবানেব যজতামিহ নিশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥ ২৮॥

ধর্ম্মার্থকামী উত্তমঃশ্লোকনামা বিষ্ণু পূজা করে। প্রজাবিস্তৃতিকামী পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষাকামব্যক্তি পুণ্য জনরক্ষ লোককে পূজা করে। ওজঃকাম ব্যক্তি মরুদ্গণকে পূজা করে॥ ২৫॥

রাজ্যকাম ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নির্ঋতিকে পূজা করে। কামকামী সোমকে ভজনা করে। অকাম পুরুষ পরম পুরুষ ভগবানকে ভজন করে॥ ২৬॥

ভগবান সকল কাম দিতে পারেন এবং অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় সামান্য সামান্য ফল দেয়, তখন উদার বুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন করে॥ ২৭॥

সংসারে যজনকারী ব্যক্তির নিঃশ্রেয় উদয় ইহাকেই বলে যে ভাগবত সঙ্গ হইতে ভগবানে অচল ভাব উদয় হয়। যজন কর্ম্ম বিশেষ। ভজন নিষ্কাম চেষ্টা বিশেষ। ॥ ২৮॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১৪।২০]

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ২৯ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১২।৩।৪৮-৪৯]

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবং।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৩১ ॥

কেবলজ্ঞানস্য ধিক্কারঃ। ব্রহ্মা ভগবন্তং [১০।১৪।৩-৪]

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।

হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ সাংখ্য জ্ঞান স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। যদি কোন স্থানে পারে তথাপি আমাতে প্রদীপ্তা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে সেরূপ পারে না ॥ ২৯ ॥

বিদ্যা, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী. তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপ দ্বারা অন্তরাত্মা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করে না, যেরূপ অনন্ত ভগবান হৃদি স্থিত হইলে হয় ॥ ৩০ ॥

অতএব হে রাজন্! সর্ব্ব স্বরূপ কেশবকে হৃদিস্থ কর। তাহা করিলে নিশ্চয় ম্রিয়মান ব্যক্তি পরাগতি প্রাপ্ত হয়। ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানে প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণতি ভক্তি সহকারে সাধু মুখে

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতর্জিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদযথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৩৩ ॥

ভক্তেঃ কেবলং অভিধেয়লক্ষণং দর্শিতং কপিলেন [৩।২৫.৪৪]

এতাবানেবলোকেস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মর্য্যর্পিতং স্থিরং ॥ ৩৪ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন [১।২।৬-১০]

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

তোমার কথা শ্রুতিগত করতঃ তনুবাক মনের দ্বারা যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন ॥ ৩২ ॥

ভক্তিই কেবল শ্রেয়লাভের একমাত্র পথ, হে বিভো! সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া বোধলব্ধির জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাহাদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন প্রকারে তণ্ডুল লাভ করেন না তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি কিছুই সাক্ষাৎ অভিধেয় নয়। তাহাদের যে কিছু অভিধেয়ত্ব সে কেবল গৌণরূপে মাত্র। অতএব শুদ্ধাভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব কহিতেছেন যে তীব্র ভক্তি যোগে আমাতে মনস্থিত করাই এই লোকে জীবের নিঃশ্রেয়ের উদয় ॥ ৩৪ ॥

জীবের তাহাই পরোধর্ম্ম যাহা অনুষ্ঠান করিলে অধোক্ষজ ভগবানে

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥ ৩৬ ॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং ॥ ৩৭ ॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অহৈতুকী নিষ্কাম, স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা যাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

সেই পরোধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করিবার যে চেষ্টা তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বৈরাগ্য ও অভেদ সন্ধান রহিত জ্ঞান উদয় হয় ॥ ৩৬ ॥

পরোধর্ম্ম শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক সময়ে ভক্তি বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। যখন উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন না করিতে পারে তখন শ্রমমাত্রই তাহার ফল হয় ॥ ৩৭ ॥

পরোধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন। অপবর্গজনক ধর্ম্ম এক প্রকার এবং ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম আর এক প্রকার। ধর্ম্মাকারে ভেদ স্বল্প, নিষ্ঠা ভেদই মূল। ত্রিবর্গ ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গ্যধর্ম্ম ত্রিবর্গদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্যধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্ম্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু কামে একান্ত ধর্ম্মের পর্য্যবসান নয় ॥ ৩৮ ॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবতে যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ৩৯ ॥

[১।২।১২-১৩]

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ৪০ ॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং ॥ ৪১ ॥

মুখ্যভক্তিলক্ষণং। কপিলঃ দেবহূতিং [৩।২৫।৩২-৩৩]

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।

কাম যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের ফল তাহা আপবর্গ্য ধর্ম্মে নাই। আপবর্গ্য ধর্ম্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবন যাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্ম্মে নাই। নিষ্পাপ সহজে অবিরোধ জীবন নির্ব্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। কর্ম্ম কাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে তাহা এই ধর্ম্মের অর্থ নয় ॥ ৩৯ ॥

অপবর্গ দুই প্রকার। অভেদ অপবর্গ সাযুজ্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে অপবর্গ শুদ্ধাত্মধর্ম্ম পরাভক্তি। এখন কহিতেছেন, পূর্ব্ববিচারক্রমে শ্রদ্ধাবান মুনিগণ বেদগুরুদত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তির কৃপায় পরমাত্ম-তত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি ঋষিগণ! মানবগণের বর্ণাশ্রম বিভাগ পূর্ব্বক উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের চরম ফল হরিতোষণ ॥ ৪১ ॥

এখন শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। বেদোদিত ক্রিয়া বিষয়ক সত্ত্ব

সত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ ৪২॥
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥ ৪৩॥
[৩।২৯।১১-১২]
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ৪৪॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং।

রজ স্তম গুণ লিঙ্গ দ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয় তন্মধ্যে সত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি তাহাই ভক্তি। সেই ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলানুসন্ধান রহিতা। তাহাই সিদ্ধি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্তি এই লক্ষণ সাধারণ। সাধক যত দিন নির্গুণ বুদ্ধি লাভ না করেন ততদিন কিঞ্চিৎ স্বগুণ ভাবে বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন। ইহাই প্রাথমিক সাধন ভক্তি। নির্গুণে স্থিত ব্যক্তি বস্তুত নির্গুণ বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন। তাহাই বৈধ এবং ভাব ভেদে দ্বিবিধ। শুদ্ধ নির্গুণ হইলে বিষ্ণুতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহাতে শুদ্ধভাবভক্তি করিবেন॥ ৪২॥

এই শুদ্ধাভক্তি যাঁহার হৃদয়ে উদয় হন তাঁহার লিঙ্গ শরীর অতি শীঘ্র জ্বারিত হইয়া যায়। উদ্দীপ্ত জঠরানল ভুক্ত অন্নকে যেরূপ জীর্ণ করে তদ্বৎ॥ ৪৩॥

যখন নির্গুণ ভক্তি আধারস্থ হন তখন তাঁহার স্বরূপ এই আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বগুহাশয় যে আমি আমাতে অবিচ্ছিন্নতা হইয়া পড়ে। যেরূপ গঙ্গাজল সমুদ্রে পড়িয়া অবিচ্ছন্ন হয় তদ্রূপ॥ ৪৪॥

পুরুষোত্তম অর্থাৎ কৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি উদাহৃত হইল তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অব্যবহিতা শব্দে অন্যাভিলাষ

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৪৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।৫।১২]

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতোহরিকথাসুরতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৪৬ ॥

[২।৩।১৭]

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৪৭ ॥

[২।৮।৫]

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪৮

ও জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে তদ্রহিতা ॥ ৪৫ ॥

যখন জ্ঞান গুণোর্ম্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হয়। আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গ রহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময় স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্য সম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদয় হয় অতএব এইরূপ নির্বৃত কোন পুরুষ হরিকথায় রতি করিবেন না ।৪৬॥

তখন অব্যর্থকালত্ব বুদ্ধি এইরূপ হয়। দেখ এই সূর্য্য প্রতিদিন উদয়াস্ত হইয়া জীবের আয়ু হরণ করিতেছে। কেবল যেক্ষণে কৃষ্ণকথা হয় সেইক্ষণকে অপহরণ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য স্বীয় নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অতি অল্পকালের মধ্যে ভগবান তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন ॥ ৪৮ ॥

পরীক্ষিৎ শুকং।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥ ৪৯॥

শুক পরীক্ষিতং [২।১।১৩]

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষিজ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং॥ ৫০॥

[২।১।১২]

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥ ৫১॥

[২।১।২-৭]

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং॥ ৫২॥

কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবপদ্মের যে মল থাকে তাহা পরিষ্কৃত করেন। শরৎকাল জলকে যেরূপ পরিষ্কার করে তদ্বৎ॥ ৪৯॥

খট্টাঙ্গ নামা রাজর্ষি আপনার আয়ুর অবশেষ এক মুহূর্ত্ত আছে ইহা জানিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভয় স্বরূপ হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন॥ ৫০॥

প্রমত্ত পুরুষের অনেক বৎসর পরমায়ু থাকিলেই কি হইবে। বরং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির পরিজ্ঞাত এক মুহূর্ত্ত জীবনও শ্রেয় উৎপাদনের হেতু হয়॥ ৫১॥

যাঁহারা আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করেন না এরূপ মানবগণের পক্ষে হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থিত গৃহমেধীগণের সহস্র সহস্র বিষয় শ্রোতব্য আছে॥ ৫২॥

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৫৩ ॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৪ ॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাহভয়ং ॥ ৫৫ ॥
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৫৬ ॥
প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৫৭ ॥

গৃহীব্যক্তি নিদ্রায় রাত্রি হরণ করেন অথবা স্ত্রী-সঙ্গরঙ্গে জীবন কাটান। দিবাভাগে অর্থ চিন্তায় বা কুটম্বভরণে ব্যস্ত থাকেন ॥ ৫৩ ॥

দেহ অপত্য কলত্রাদি হইয়াছেন আত্মসৈন্য। সেই অসৎপাত্রসমূহ লইয়া মত্ত। নিধন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াও দেখেন না ॥ ৫৪ ॥

অতএব হে ভারত! যিনি অভয় পাইতে ইচ্ছা করেন তিনি সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান হরির বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করুন ॥ ৫৫ ॥

সাংখ্য অষ্টাঙ্গযোগ ও স্বধর্ম্ম পরিনিষ্ঠা দ্বারা মানব জন্মের কি ফল উদ্দিষ্ট হয়? কোন প্রকারে অন্তে বা মরণকালে নারায়ণ স্মরণ হয় ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অতএব সেই সেই চেষ্টাকে গৌণ জানিয়া মুখ্যভক্তি চেষ্টার সাধনই শ্রেয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

হে রাজন্! মুনিগণ এই জন্যই বিধি নিষেধের চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৈর্গুণ্যস্থিত হইয়া কৃষ্ণগুণানুকথনে রমণ করেন ॥ ৫৭ ॥

তত্রাধিকারনির্ণয়ঃ কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [২।১।১১]

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং ॥ ৫৮ ॥

[১১।২০।৭-৯]

নির্ব্বিণ্ণানাংজ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেম্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং ॥ ৫৯ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥৬০॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

হে নৃপ! শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রাদিতে এইটী অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, নির্ব্বেদযুক্ত যোগীপুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্ত্তন করিবেন। ৫৮ ॥

ভক্তির অধিকারী কে তাহা নির্ণয় করিতেছেন। যাহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাহারা অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত এবং কামনাযুক্ত তাহারা কর্ম্ম যোগের অধিকারী ॥ ৫৯ ॥

যে কোন পূর্ব্ব বা আধুনিক সুকৃতিতেই হউক যাঁহার আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; অথচ চিত্ত নির্ব্বিণ্ণ হয় নাই কিন্তু অধিক আসক্তিও নাই এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন। অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, শুষ্কবৈরাগ্যে আগ্রহ হয় নাই। অনাসক্ত ভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিযুক্ত বিষয় সকল ভোগ করিতে প্রস্তুত। শ্রদ্ধাই মূল ॥ ৬০ ॥

কর্ম্মসকল সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্ব্বেদ উদয় না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

[১১।২০।১১]

অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ৬২ ॥

তত্রাধিকারনিষ্ঠায়া গুণত্বং [১১।২১।২]

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

সাধনলক্ষণাভাবলক্ষণাপ্রেমলক্ষণা চেতি ভক্তিস্ত্রিবিধা

[১১।৩।৩০-৩১]

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদযশঃ।

জ্ঞানমার্গী ব্যক্তি নির্ব্বেদ উদয় হইলেই কর্ম্ম ত্যাগের অধিকারী। ভক্তিমার্গী ব্যক্তি হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই কর্ম্মত্যাগ করিবে। তবে যে ভক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সে কেবল ভক্তির অনুকূল হইলে ॥ ৬১ ॥

এই লোকে অবস্থিত ব্যক্তি নিষ্পাপ ও শুচি হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিলে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন অথবা অতিভাগ্যবান হইলে যদৃচ্ছাক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তির যাহা অধিকার তাহাই তিনি করিবেন ইহাতে অপরের অনুরোধ পালনের আবশ্যকতা নাই। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ। অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটীই গুণ দোষের নির্ণয়। অনাদি কর্ম্ম সুকৃতি ও দুষ্কৃতি হইতে যে স্বভাব হইয়াছে তদ্দ্বারাই স্বীয় অধিকার রতি উদয় হয় ॥ ৬৩ ॥

বদ্ধ জীবের পক্ষে সাধনভক্তিই অবিধেয়। সেই সাধন ভক্তি হইতেই ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি হইতেই প্রেমভক্তি, অতএব কহিতেছেন,

মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়ং অভিধেয়-
তত্ত্ব প্রকরণে শাস্ত্রাভিধেয়বিচারো নাম
একাদশঃ কিরণঃ।

ভগবদ্যশ অতি পবিত্রকারী তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণকীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে পরস্পরের রতি তুষ্টি ও আত্মনিবৃ´তি উদয় হইবে॥ ৬৪ ॥

পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধনভক্তি হইতে পরাভক্তি উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
শাস্ত্রাভিধেয়বিচারে একাদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

দ্বাদশঃ কিরণঃ।

সাধনভক্তিঃ।

ভিক্ষুঃ [১১।২৩।৪৯]

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোহমন্যোয়মিতিভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২২।৩৭]

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতং।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

কৃপয়া গৌরচন্দ্রস্য ভক্তির্যা সাধনাভিধা।
রূপিতা যৈর্নমামি তান্ জীবরূপসনাতনান্॥

মানবগণ মাত্রা অর্থাৎ বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি ইহাকেই দেহ স্থির করিয়া আমি ও আমার এইরূপ অল্পবুদ্ধিক্রমে এই আমি এই অপর এইরূপ ভ্রমগ্রস্ত হইয়া দুরন্তপার সংসার ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১ ॥

মনুষ্যগণের কর্ম্মময় মন পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যাহা যাহা করে তদ্দ্বারা একলোক হইতে অন্য লোকে যায়। জীবাত্মা অন্য হইয়াও মনের সহিত ঐক্য অভিমানে তাহার অনুবর্ত্তমান হয় ॥ ২ ॥

[১১।২৩।৬০]

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥ ৩॥

[১১।২২।৫৮-৫৯]

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥ ৪॥
নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্ব্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥ ৫॥

সাধনলক্ষণাভক্তিরপি রাগানুগবৈধীভেদেন দ্বিধা।

নারদেন [৭।১।৩১]

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।

হে উদ্ধব, সমস্ত যোগের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে আমাতে আবিষ্ট-বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে মনকে স্ববশে আন॥ ৩॥

এ বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত দৃঢ় হও। তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসৎব্যক্তির দ্বারা বঞ্চিতই হও, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ় রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিত বুদ্ধি দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে॥ ৪॥ ৫॥

সাধনলক্ষণাভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধা। নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও

সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৬ ॥

ভক্ত্যা বিধিভক্ত্যা। কামাৎ সম্বন্ধাৎপ্রাগভক্তিস্তদনুগা এব রাগানুগা সাধন-ভক্তিঃ। তত্রাদৌ বিধিভক্তির্বর্ণিতা। রাগানুদয়ে সাবশ্যমেবালম্বনীয়া।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২৭।৭]

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

আবির্হোত্রঃ নিমিং [১১।৩।৪৭]

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।

বৈধাবেশ। কাম, ভয়, দ্বেষসম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে হয় রাগ, নয় রাগধর্ম্ম প্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্ম দ্বেষ আছে। সাধারণতঃ সেইগুলি রাগধর্ম্মী। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে যে প্রবৃত্তি তাহা বিধিজনিত। সাধনপ্রাপ্ত গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংসভয় হইতে, শিশুপাল দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমারা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণ ভজন করি। ইহার মধ্যে ভয়, দ্বেষ এই দুইটী অনুকরণীয় নয়। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে। সেই সেই ভাব দৃষ্টে যাঁহাদের তদনুকরণে ভাল লাগে তাঁহাদের যে সাধনলক্ষণ ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এই সাধনই বৈধসাধন অপেক্ষা প্রবল। প্রথমে বৈধলক্ষণ কথিত হইবে ॥ ৬॥

বৈধসাধনে বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ লক্ষণ অর্চ্চনাদি আছে। সেই সেই তিন প্রকার অর্চ্চন বিধি অনুসারে স্বীয় ঈপ্সানুমত লোকে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৭ ॥

যিনি হৃদয় গ্রন্থিকে শীঘ্র ছেদন করিতে চান তিনি পরাত্মার তন্ত্র-

বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং ॥ ৮ ॥

বিধিভক্তেঃ স্থূলাঙ্গানি নব। প্রহ্লাদঃ পিতরং [৭।৫।২৩]

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ৯ ॥

[৭।৫।২৪]

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমং ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং। শ্রবণমাদৌ। ততো ভগবৎকথায়া শ্রোত্রস্পর্শনং
সাধুগুরুমুখেন [১১।২০।১৭]

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।

বিধি দ্বারা কেশবকে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৮ ॥

বিধিভক্তি অনেক প্রকার হইলেও নয়টী অঙ্গ তাহার অন্য সকল অঙ্গকে ক্রোড়ীভূত করে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ ব্যবধান রহিত। অন্য কামনা একটী ব্যবধান। জ্ঞান কর্ম্ম ও যোগবুদ্ধি আর একটী ব্যবধান ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

প্রথমে শ্রবণ বিষয়ে। এই নৃ দেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। এইটীই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। আমার কৃপা বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত

মযানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১১ ॥

প্রবুদ্ধঃ নিমিং [১১।৩।২১-২২]

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ১২ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
আমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ১৩ ॥

লোকতত্ত্ববিচক্ষণাস্তু আত্মনৈবাত্মানং উদ্ধরন্তি। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং
[১১।৭।৩২-৩৫]

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।

হইয়া যিনি এই সংসারসমুদ্রপার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা ॥ ১১ ॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শাব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারংগত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন তিনিই সদ্গুরু শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধ ভক্তই সদ্গুরু। বিশেষরূপে জানিয়া সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন ॥ ১২ ॥

শ্রীগুরুর নিকট গুরুকে আত্মদেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। গুরুর প্রতি নিষ্কপট অনুবৃত্তি দ্বারা আত্মা ও আত্মদ হরি পরিতুষ্ট হন ॥ ১৩ ॥

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি শিক্ষা প্রাপ্তিতে অবশেষ থাকে তবে শিক্ষা গুরু করিতে পারেন। আত্মচেষ্টাই সকলের মূল। দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন, হে রাজন্, সুবুদ্ধিক্রমে উপাশ্রিত আমার অনেকগুলি গুরু আছেন।

যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তান্ শৃণু ॥ ১৪ ॥
পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥ ১৫ ॥

তাঁহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধিলাভ করিয়া আমি পরিমুক্ত ভাবে বিচরণ করি। আমার চব্বিশ গুরু কে কে তাহা বলি—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহরণকারী, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, অর্ভক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প, উর্ণনাভি ও পেশস্কৃৎ। নিজের শিক্ষাশক্তি দ্বারা ইহাদের ক্রিয়া দৃষ্টি করিয়া আমি অনেক শিক্ষা করিয়াছি। শিক্ষা তিন প্রকারে হয় অর্থাৎ সাধুব্যক্তির উপদেশ, সাধুব্যক্তির চরিত্র এবং সদ্বুদ্ধি ক্রমে লোকতত্ত্ব দৃষ্টে তত্ত্ব শিক্ষা। পৃথিবী হইতে ধৈর্য্য ও সন্মার্গদৃঢ়তা ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি। পৃথিবীস্থ পর্ব্বত হইতে পরোপকার, নির্জ্জনবাস এবং পৃথিবীস্থ বৃক্ষ হইতে পরার্থতা শিক্ষা করিয়াছি।১ বায়ুর নিকট অনাসক্ত ভাবে প্রাণধারণ শিক্ষা করিয়াছি।২ আকাশের নিকট সর্ব্বত্র থাকিয়াও অসঙ্গত্বভাব শিক্ষা করিয়াছি।৩ জলের নিকট স্বচ্ছতা স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতাদি গুণ শিক্ষা করিয়াছি।৪ অগ্নির নিকট সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াও অলিপ্ততা শিক্ষা করিয়াছি।৫ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অজ্ঞানকৃত তাহা দেখিয়া আত্মার জন্মাদি ষড়্বিকার নাই তাহা চন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি।৬ সূর্য্যের যেমত জলগ্রহণ ও প্রদান সেইরূপ আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া অর্থীগণকে দিয়া থাকি। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দর্শনে আত্মার নানাত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছি।৭ কপোতের নিকট কুটুম্বাদি ও অন্যের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি।৮ প্রারব্ধে বিশ্বাস এবং অনায়াসে লব্ধদ্রব্যে জীবনধারণ, ধৈর্য্য ও সন্তোষ

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎসর্প উর্ণনাভঃ সুপেশকৃৎ ॥ ১৬॥
এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।

ইহা অজগরের নিকট শিক্ষা করিয়াছি।৯ বাহিরে প্রসন্ন অন্তরে গম্ভীর অলক্ষ্যাভিপ্রায়, নিশ্চলতা ও অক্ষোভ্যতা ও সর্ব্বসময় প্রশান্তভাব এই সকল সমুদ্রের নিকট শিখিয়াছি।১০ স্ত্রী স্বর্ণ বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া পতঙ্গ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা হইতে সতর্ক হইতে তাহার নিকট শিখিয়াছি।১১ মধুকরের নিকট স্বল্প গ্রাস ও মাধুকরী বৃত্তি শিখিয়াছি।১২ ভ্রমরের নানা পুষ্প হইতে মধুহরণ দেখিয়া শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। মক্ষিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া অসঞ্চয় শিক্ষা করিয়াছি।১৩ করির দুর্গতি দেখিয়া স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছি।১৪ মধুসংগ্রহীর নিকট সঞ্চয়ের দুষ্ট ফল শিক্ষা করিয়াছি।১৫ ব্যাধের গীতে হরিণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া চরমে দুঃখদায়ক গ্রাম্যগীত শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়াছি।১৬ মৎস্যের জিহ্বা রসে বিনাশ দেখিয়া খাদ্যাদি রসাসক্তি ছাড়িয়াছি। রসনা জয় করা বড় কঠিন।১৭ পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট নৈরাশ্য শিক্ষা করিয়াছি।১৮ আসক্তির বিষয়টী ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে কুররী পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি।১৯ পারমহংস্তত্ব ও আত্মরতি বালকের নিকট শিখিয়াছি।১৯ জনসঙ্গ ত্যাগ ও দ্বৈত ত্যাগ কুমারীর নিকট শিখিয়াছি।২০ অতন্দ্রিত চিত্তে সাধন করিতে শিক্ষা শরকারের নিকট পাইয়াছি।২১ সর্পের নিকট একক বিচরণ, গৃহারম্ভ ত্যাগ প্রমাদশূন্য, একান্তবাসীত্ব অলক্ষ্যমানত্ব ধর্ম্মগুলি শিখিয়াছি।২২ মাকড়শার নিকট ঈশ্বরের স্বশক্তি ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি নাশ ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।২৩ রাগ দ্বারা ঈশ্বর সাধন সহজে হয় ইহা

শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবদনুকূলতা। উদ্ধবঃ কৃষ্ণং [১১।২৯।৬]

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোপি কৃতমৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

শুকঃ রাজানং [১২।৪।৪০]

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লাবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ১৯ ॥

পেশস্কৃত অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিখিয়াছি।২৪ এই চব্বিশ গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ হইয়াছে ॥ ১৪-১৭ ॥

ভগবদনুকূলতার লক্ষণ। হে ঈশ! কবি সকল দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া তোমার কৃপা গুণ আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়াও তোমায় প্রতি অঋণী হইতে পারেন না, কেননা প্রাণীদিগের অন্তর্বহির্ভাগে থাকিয়া তুমি অশুভ বিনাশ কর এবং চৈত্যবপুরূপ আচার্য্য হইয়া তাহাদিগকে স্বগতি শিক্ষা দেও ॥ ১৮ ॥

জীব এই সংসারে বিবিধ দুঃখে দুঃখিত। এই সংসারসমুদ্র অতি দুস্তর। যিনি ইহার পার হইতে ইচ্ছা করেন, ভগবান পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার অন্য নৌকা নাই ॥ ১৯ ॥

উদ্ধবঃ কৃষ্ণং [১১।৬।৪৭-৪৮]

বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সংন্যাসিনোঽমলাঃ ॥২০
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ কীর্ত্তনং সর্ব্বমঙ্গলময়ং [৫।৩।১১] ঋত্বিজঃ।

অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভনদুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জরামরণদশায়ামপি সকল-কশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচন গোচরাণি ভবন্তু ॥ ২২ ॥

গজেন্দ্রঃ ভগবন্তং [৮।৩।২০]

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।

যোগী ঋষি শ্রমণ ঊর্দ্ধরেতা শান্ত ও সন্ন্যাসী পুরুষসকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্! আমরা তোমার দাস। কর্ম্মমার্গে সংসার ভ্রমণ করিতেছি। আমরা তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার অনুশীলন করিতে করিতে তোমার কৃপায় দুস্তর তম পার হইব ॥ ২০-২১ ॥

পরে কীর্ত্তন প্রসঙ্গ বলিতেছেন—

স্খলন, ক্ষুধায় পতন, জৃম্ভন প্রভৃতি দুরবস্থানাদিতে আমরা যখন বিবশ হই তখন জরামরণদশায় সকলক্লেশনিরসনকারী তোমার গুণকৃত নাম সকল আমাদের স্মরণপথে আসুক এবং বচনগোচর হউক ॥২২॥

একান্তভগবৎপ্রপন্নপুরুষগণ সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য হইয়া সেই কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত

অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২৩ ॥

যমঃ তদ্দূতান্ [৬।৩।৩২]

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ২৪ ॥

[৬।৩।২৪]

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাং।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণইয়ায় মুক্তিং ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১২।৩।৫১ ৫২]

কলের্দোষনিধেরাজন্নস্তি হেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥

সুমঙ্গলচরিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া গান করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীহরির উদ্দামবীর্য্যসমূহ যাঁহারা মুহুর্মুহু শ্রবণ করেন ও কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের মন সুন্দর জাতভক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র শুদ্ধ হয়। ব্রতাদির দ্বারা সেরূপ হয় না ॥ ২৪ ॥

ভগবানের গুণকর্ম্ম ও নামসংকীর্ত্তন জীবের পাপ যথেষ্ট ধ্বংস করেন। দেখ অজামিলও মরণ সময় অত্যন্ত পাপী হইয়াও আপন পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকায় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র বটে, তথাপি হে রাজন্! কলির একটী মহাগুণ এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে জীব মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ পরতত্ত্ব লাভ করে ॥ ২৬ ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণস্মরণং। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১৪।২৮]

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাবভাবিতং ॥ ২৮ ॥

[১১।১৪।২৫-২৭]

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং ॥ ২৯ ॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।

কৃতযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি কীর্ত্তনদ্বারা সে সমস্ত পাওয়া যায় ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ স্মরণের বিষয় বলিতেছেন—

হে উদ্ধব! স্বপ্ন মনোরথের ন্যায় এই সংসার রূপ অসৎ অভিধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভক্তিতে ভাবিত মনকে আমাকে অর্পণ কর ॥ ২৮ ॥

স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার ভক্তিযোগেরদ্বারা মন কর্ম্মাশয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে ॥২৯

আমার পুণ্য গাথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা মন পরিমার্জ্জিত হইয়া

তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৩০ ॥
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ৩১ ॥

[১১।১৪।২৯]

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ ৩২ ॥

যযাতিঃ স্বপত্নীং [৯।১৯।১৭]

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ৩৩ ॥

[৯।১৯।১৪]

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৪ ॥

বস্তু সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায়। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভাল রূপে দেখে তদ্রূপ ॥ ৩০ ॥

বিষয় ধ্যানে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়। আমাকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত আমাতেই লয় পায় ॥ ৩১ ॥

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয় বিবিক্ত স্থানে আসীন হইয়া অতন্দ্রিতভাবে আমাকে চিন্তা করিবেন ॥৩২॥

মাতা, ভগ্নী ও দুহিতা প্রভৃতির সহিত বিবিক্তে একাসনে বসিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল পণ্ডিতগণের মনও আকর্ষণ করে ॥ ৩৩ ॥

কামের উপভোগে কখনই কামের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, কখনও শাম্য হয় না ॥ ৩৪ ॥

[১১।১৪।৩০]

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসস্তথাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৯।২৩]

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।৮২।৪৮]

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাদসেবনং। পরীক্ষিৎ শুকং প্রতি [২।৮।৬]

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ৩৮ ॥

জীবের যোষিৎসঙ্গে এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গে ক্লেশ ও বন্ধন যেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না ॥ ৩৫ ॥

সামান্য যোগিগণও যে কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মনকে তাঁহাতে আবিষ্ট করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে কামকর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হয় ॥৩৬॥

হে নলিননাভ, বিদ্বজ্জন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার কুপ পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম গৃহসেবী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত থাকুক ॥ ৩৭ ॥

এখন পাদসেবনের কথা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম

ভিক্ষুঃ [১১।২৩।৫৭]

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥ ৩৯ ॥

করভাজনঃ নিমিং [১১।৫।৪২]

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪০ ॥

আশ্রয় করিয়া ধৌতমনা হইয়াছেন, তিনি পান্থ ব্যক্তির স্বীয় গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির ন্যায়, কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়া সর্ব্বক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করত আর সে পাদপদ্ম ছাড়িতে চান না॥ ৩৮ ॥

ভিক্ষু কহিলেন, আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত-পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার-তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব ॥ ৩৯ ॥

স্বীয় পাদমূলভজনাকারী প্রিয়ব্যক্তি অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু বিকর্ম্ম হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিষ্ঠাদ্বারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পূর্ব্বপাপ প্রথমেই দূর হয়। আর পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি না থাকায়

কবিনিমিং [১১।২।৪৩]

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪১ ॥

[১১।২।৩৩]

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ৪২ ॥

অর্চ্চনং ততঃ। আবির্হোত্রঃ নিমিং [১১।৩।৪৮]

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্ম ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

নূতন পাপ তিনি কখনই করেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ধ্বংস করেন, এই জন্য ভক্তের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না ॥ ৪০ ॥

এইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা অচ্যুতপাদপদ্ম যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের ভক্তি ও তজ্জাতবিরক্তি এবং ভগবজ্‌জ্ঞান যুগপৎ উদয় হইতে থাকে ক্রমশঃ প্রেমরূপ সাক্ষাৎ পরাশান্তি তাঁহারা লাভ করেন ॥ ৪১ ॥

অচ্যুৎপাদপদ্ম উপাসনাই নিত্যধর্ম্ম। তাহাতে কাহা হইতে আর ভয় থাকে না। অসদ্‌বিষয়ে চিত্তের অনুধাবন প্রযুক্ত যাহারা উদ্বিগ্নবুদ্ধি, তাহাদেরও কৃষ্ণোপাসনায় বিশ্বাত্মভাব দ্বারা ভয় ও উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় ॥৪২॥

অর্চ্চন-বিষয়। আচার্য্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করত তাঁহার

[১১।৩।৫১]

পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদয়াদিকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

[১১।৩।৫২]

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥ ৪৫ ॥

সুদামা [১০।৮১।১৯-২০]

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ৪৬ ॥
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্বারা আগম সন্দর্শিত হয়। আপনার অভিমত মহাপুরুষ অভ্যর্চ্চনা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

পাদ্যাদি উপকল্পনা করিয়া নিকটে শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক সমাহিত হইবে। হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূল মন্ত্রে অর্চ্চন করিবে ॥ ৪৪ ॥

গন্ধমাল্য অক্ষতমালা ধূপদীপ প্রভৃতি উপহার দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে অঙ্গের সহিত বিধিবৎ পূজা করিয়া স্তবদ্বারা ভাব জ্ঞান পূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করিবে ॥ ৪৫ ॥

স্বর্গ অপবর্গ পৃথিবীতে এবং রসাতলে যে সকল সম্পদ্ আছে, সে সমুদায়ের সিদ্ধির মূল কৃষ্ণচরণার্চ্চন ॥ ৪৬ ॥

গৃহমেধী শ্রৌতপুরুষদিগের এইটীই স্বস্ত্যয়ন পন্থা যে, নিষ্পাপ পুণ্যার্জ্জিত বিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহাপুরুষকে পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১১।৩৪]

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ॥
পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৮ ॥

[১১।১১।৩৬]

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥ ৪৯ ॥

[১১।২৭।১৭-১৮]

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি ।
ভূর্য্যপ্যশ্রদ্ধয়া দত্তং ন মে তোষায় কল্পতে ॥
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ৫০ ॥

[১১।২৭।৩৩]

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্ ।
ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥ ৫১ ॥

আমার শ্রীমূর্ত্তি এবং আমার ভক্তজনের দর্শন স্পর্শন ও অর্চ্চন পরিচর্য্যা স্তুতি দণ্ডবৎ ও গুণকর্ম্মের অনুকীর্ত্তন। আমার জন্ম কর্ম্ম কথা, আমার পর্ব্বের অনুমোদন, গীত, তাণ্ডব, বাদিত্র, স্বগোষ্ঠীর সহিত আমার গৃহোৎসব। ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা সংগৃহীত হয়, আর কিছু না হইয়া কেবল জল হইলেও যথেষ্ট। অশ্রদ্ধায় ভূরিদান আমার তুষ্টির কারণ হয় না। গন্ধ, ধূপ, দীপ, অন্নাদি যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাই আমাকে দিবে। পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ,—দীপ এই সকল উপহার অর্চ্চক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে দিবে ॥ ৪৮-৫১ ॥

বন্দনমপি [১১।২৭।৪৫-৪৬]

স্তুবন্ প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।
শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্॥
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৫২ ॥

তত্র দাস্যং। উদ্ধবঃ কৃষ্ণং [১১।৬।৩১]

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১১।৩৫]

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৫৪ ॥

অনেক স্তব করিয়া বলিবে, হে ভগবন্ প্রসন্ন হও, এই বলিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বন্দনা করিবে। আমার পাদদ্বয়ের নিকট মস্তক দিয়া বাহুদ্বয় পরস্পর মিলিত করিয়া বলিবে, হে ঈশ! আমি প্রপন্ন, আমি সংসারে ভগবৎপাদবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুগ্রস্ত। যখন ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫২ ॥

সংক্ষেপে অর্চ্চন বলিয়া বন্দনার আকার দেখাইয়া এখন দাস্য বিষয়ে বলিতেছেন—উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ব্যবহৃত স্রগ্‌, গন্ধ, অলঙ্কারদ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী আমরা দাস, তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ ৫৩ ॥

মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, যাহা কিছু লভ্য হয়, আমাকে অর্পণ এবং দাস্যের সহিত আমাকে আত্ম নিবেদন করা। আমার গৃহ মার্জ্জন, অঙ্গন উপলেপন, জলপ্রোক্ষণ, সর্ব্বতোভদ্রাদি নির্ম্মাণ এবং গৃহ-দাসের ন্যায় নিষ্কপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃষ্ণলীলা-

[১১।১১।৩৯-৪১]

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া ॥ ৫৫ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনং।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৫৬ ॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৭ ॥

[১১।১১।৪৭]

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৫৮ ॥

[১১।১৯।২১-২৩]

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫৯ ॥

কীর্ত্তন, দীপদান, নিবেদিত আলোক অন্য কার্য্যে ব্যবহার না করা, লোকে সাধারণতঃ যাহা ইষ্ট মনে করেন এবং আপনার প্রিয়বস্তু আমাকে প্রদান। এই সমস্ত করিলে অনন্ত ফল হয়॥ ৫৪-৫৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তের দ্বারা যিনি সমাহিত হইয়া আমাকে যজন করেন, আমাতে তিনি সদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয় ॥ ৫৮ ॥

পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন, মদ্ভক্তপূজা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে অনুষ্ঠান, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণসম্বন্ধ মতি ॥ ৫৯ ॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্‌।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্‌॥ ৬০॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥ ৬১॥

সখ্যং তথা উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্‌ [১১।২৯।৩-৫]

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ৬২॥
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্‌।

আমার উদ্দেশে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ বর্ণন, আমাতে চিত্তার্পণ, সর্ব্বকামবর্জ্জন—এই সমস্তই মদীয় দাস্যের অঙ্গ ॥ ৬০॥

আমার জন্য অন্য অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ। ইষ্ট, দত্ত, হোম, জপ এবং আমার উদ্দেশ্যে যে একাদশ্যাদি ব্রত, তাহাই তপ। এই সকল আমার সখ্যভাবে করিবে॥ ৬১॥

হে অরবিন্দলোচন! তোমার আনন্দদোহনস্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, তাহারা জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় নিহত হইয়াছে॥ ৬২॥

হে অশেষবন্ধো! অনন্যশরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর তাহা বিচিত্র নয়। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট-তটপীড়িত

যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৬৩ ॥

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিম্বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৬৪ ॥

তথাত্মনিবেদনম্। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২৯।৩৪]

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৬৫ ॥

পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও মৃগগণের সহিত অর্থাৎ শাখা-মৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৬৩॥

তুমি আশ্রিতদিগের অখিল আত্মা দয়িতেশ্বর। তুমি তাহাদের সর্ব্বার্থদ। কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ছাড়িতে পারে? আমরা তোমার পদরজসেবী, আমাদের তোমা ব্যতীত অন্য প্রাপ্তিতে কি ফল? তোমা ছাড়া অন্য যে ফল তুমি দেও, কেবা বিভূতি বৃদ্ধির জন্য এবং তোমাকে ভুলিয়া যাইবার জন্য সেরূপ ফল ভজনা করে ॥ ৬৪ ॥

এখন আত্মনিবেদনের কথা। মর্ত্ত্য ব্যক্তি যখন সমস্ত কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া আমার নিকট হইতে বিশিষ্টক্রিয়াপ্রাপ্তি-বাসনাক্রমে আত্মনিবেদন করেন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়জন হইয়া পড়েন ॥ ৬৫ ॥

আত্মনিবেদনং ব্যবহারঃ [১১।১৯।২৪]

এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥৬৬॥

[১১।২৯।৯-১০]

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৬৭ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ৬৮ ॥

[১১।২৯।১২]

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

আত্মনিবেদীদিগের ব্যবহার এইরূপ। হে উদ্ধব! পূর্ব্বোক্ত আত্মনিবেদীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাতে প্রেমভক্তি হয়। আর কি অর্থ বাকী রহিল ॥ ৬৬ ॥

আমার জন্যই আত্মনিবেদী আমাকে স্মরণ করিতে করিতে সকল কর্ম্ম করেন। আমাতে অর্পিতমনা ভক্তদিগের বিষয়ে চিত্ত অর্পণ কেবল ভগবদ্ধর্ম্মে মনের রতি স্থির করেন ॥ ৬৭ ॥

মদ্ভক্ত সাধুগণের আশ্রিত পুণ্য দেশাশ্রয় করেন। দেবতা অসুর ও মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা আমার শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগের চরিত্র আশ্রয় করেন ॥ ৬৮ ॥

আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃত দেখিয়া আত্মায় আত্মস্বরূপ দেখেন। অমলাশয় আকাশ যেরূপ তদ্রূপ ॥ ৬৯ ॥

[১১।২৯।১৫]

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ৭০ ॥

[১১।২৯।২০]

নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ৭১ ॥

সাধনলক্ষণা ভক্তিসমাহারঃ অম্বরীষচরিত্রে [৯।৪।১৮]

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৭২ ॥

[৯।৪।১৯-২০]

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ।

সর্ব্বমানবে সর্ব্বদা মদধিষ্ঠানবুদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে অহঙ্কারের সহিত সর্ব্বদা অসূয়া ও তিরস্কার ব্যবহার সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৭০ ॥

হে অঙ্গ উদ্ধব! আমার ধর্ম্ম আরম্ভ করিলে আর একটুও নষ্ট হয় না। আমার কৃপাচেষ্টায় অল্পদিনেই কামনাশূন্য হইয়া সম্যক্ নির্গুণতা হয় ॥ ৭১ ॥

সেই অম্বরীষ মহারাজ আপনার মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। বাক্যকে কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত করিলেন। হরির মন্দিরমার্জ্জনাদি কার্য্যে হস্ত দুইটী দিলেন। অচ্যুত ও অচ্যুতভক্ত-কথা-শ্রবণে কর্ণকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ও গৃহদর্শনে চক্ষুকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাসদিগের

তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে ॥ ৭৩ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে।
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৭৪ ॥

বৈধীভক্তিলক্ষণানি বিবৃতানি। ইদানীং সংক্ষেপেণ নারদবাক্যেন রাগানুগাভক্তিঃ প্রদর্শ্যতে। [৭।১।২৬]

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ৭৫ ॥

শরীরস্পর্শে ও সঙ্গমে অঙ্গকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণপাদকমল-সৌরভে ঘ্রাণকে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণার্পিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন রসনাকে অর্পণ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রভ্রমণে নিযুক্ত করিলেন। মস্তককে কৃষ্ণপাদাভি-বন্দনে অর্পণ করিলেন। কামকামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্যে কামকে অর্পণ করিলেন এবং কামানুগ ক্রোধ ইত্যাদিকে কৃষ্ণাশ্রিত রতি যাহাতে হয়, সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭৪ ॥

বৈধী সাধনভক্তির কথা বলিয়া সংক্ষেপে রাগানুগা সাধনভক্তির কথা বিচারিত হইতেছে। কৃষ্ণকে অতি প্রিয় জানিয়া আত্মা হইতে দূরে স্থিত বস্তুর ন্যায় দৃষ্টি করিবে না। বৈরানুবন্ধ, নির্ব্বৈর, কাম ভয়, স্নেহ,—এই সকল প্রবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে যুক্ত করিবে ॥ ৭৫ ॥

[৭।১।২৭]

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৭৬ ॥

[৭।১।২৯]

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ৭৭ ॥

[৭।১।৩০-৩২]

কামাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৭৮ ॥
কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

বৈরানুবন্ধের দ্বারা মর্ত্ত্য যেরূপ তন্ময়তা লাভ করে, তথা বৈধী ভক্তি-যোগে করিতে পারেন না, ইহাই আমার নিশ্চয় মতি ॥ ৭৬ ॥

এইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণে মায়া-মনুজরূপ ঈশ্বরে বৈরযোগ-দ্বারা হতপাপ হইয়া অনুচিন্তাক্রমে অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

বিধিভক্তিতে ঈশ্বরে যেরূপ চিত্তাবেশ করিয়া পাপাদি নাশ করত লাভ হয়, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ দ্বারাও কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া বিনষ্ট-পাপ অনেকেই তদ্গতি লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়দ্বারা, শিশুপালাদি দ্বেষক্রমে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ বুদ্ধিতে, পাণ্ডবগণ স্নেহে এবং আমরা ঋষিগণ বিধিভক্তি-দ্বারা কৃষ্ণে গতি লাভ করি ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু বেণরাজার এই সকল ভাবের মধ্যে কিছুই ছিল না। এই

রাগলক্ষণসত্ত্বেপি ভয়দ্বেষাদীনাং হেয়ত্বম্। কেবল কামসম্বন্ধলক্ষণ রাগভক্তি-র্যদাঅনুকৃতা তদা রাগানুগাভক্তির্ভবতি। শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।২৩]

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুং স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ৮০ ॥

পাঁচটী ভাবের মধ্যে বেণ কোনটীকে আশ্রয় করেন নাই, কেবল ভাবের প্রতি উদাসীন ছিলেন এইমাত্র। এই জন্য তাঁহার কোন সদ্গতি হয় নাই। অতএব যে কোন একটী উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। এই স্থলে বিচার্য্য এই যে, কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রবৃত্তি দুই প্রকারে চালিত হয়। বিধিবিচারে কৃষ্ণভক্তি হয় এবং রাগোত্তেজ্জিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি হয়। রাগ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অবিদ্যাপীড়িত চিত্ত অনুদিতরাগ। কেননা তাহা বিষয়রাগে ব্যস্ত। সুতরাং রাগের অনুদয় অবস্থায় বিধি অবলম্বন পুর্ব্বক ভক্তি করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। রাগ কিন্তু স্বভাব ধর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি উদয় হয় তাহা অতি প্রবল এবং প্রার্থনীয়। কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। কাম, সম্বন্ধবুদ্ধি ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। দ্বেষ ও ভয় এই দুইটী রাগের বৈরূপ্য ভাব। তাহাদিগের অনুকরণ শিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য। সুতরাং কামসম্বন্ধ ও স্নেহ ইহাদের অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে গোপীদিগের যে শুদ্ধমধুর রাগ তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া গৌড়ীয় মহাত্মগণ তাহারই অনুকরণে রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতে দৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৩।৩৬]

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ায়াঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়-
তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণং নাম
দ্বাদশঃ কিরণঃ।

অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্ত-ভাবে তাঁহার অঙ্ঘ্রিপদ্ম-সুধা লাভ করিয়াছি। ইহাকে রাগনুগাসাধনভক্তি বলা যায় ॥ ৮০ ॥

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মনোহর কৃষ্ণবপু মানুষদিগের ন্যায় প্রকট করিয়া সেই রাগময়ী ক্রীড়া ভজন করেন। তদ্বর্ণন এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ গোপীদের অনুগত সেই ক্রীড়াকে আশ্রয় করেন। ইহাই রাগানুগা ভক্তি। সাধন-কালে ইনি সাধনলক্ষণা ভক্তি এবং সিদ্ধিকালে ইনি সাক্ষাৎ রসময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি। সাধনে এবং কৃষ্ণকৃপায় ইহার ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাবধানে কৈতবশূন্য হইয়া রসাস্বাদন করা আবশ্যক ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
সাধনভক্তিনিরূপণে দ্বাদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ত্রয়োদশঃ কিরণঃ।

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া সাধনভক্তিঃ।

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।৪।১৫]

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যমদূতান্ যমঃ। [৬।৩।২২]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২ ॥

চৈতন্যকৃপয়া যেন ভক্তির্নামাশ্রিতোদিতা।
নমামি হরিদাসং তং ভক্তানাং সুখদং গুরুম্ ॥

যাঁহার নামাদিকীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণ, রূপ দর্শন, চরণবন্দন ও পূজা, লোকের সমস্ত কল্মষ সদ্য বিনাশ করেন, সেই সুভদ্রশ্রব কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ, তাহাই জীবের পরম-ধর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ কপিলম্ [৩।৩৩।৬]

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

[৩।৩৩।৭]

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৪ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১।১৪]

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।

তোমার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও স্মরণাদির দ্বারা চণ্ডালও সদ্য অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া যোগ্য হয়। হে ভগবন্ তোমার দর্শনে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ৩ ॥

জন্মতঃ শ্বপচ হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম নৃত্য করিতে থাকে। যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন। এবম্ভূত ব্যক্তির যে শ্বপচ-গৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তি-পোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

যাঁহাকে ভয় স্বয়ং ভয় করে, তাঁহার নাম ঘোর সংসৃতিতে বিপন্ন

ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ৫॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১২।৩।৪৪-৪৬]

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ৬॥

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্॥
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ৭॥
শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতস্বাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ক্ষিণোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্॥ ৮॥

করভাজনঃ নিমিম্ [১১।৫।৩২]

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য বিমুক্ত হন॥ ৫॥

আহা যাঁহার প্রিয়নাম ম্রিয়মাণ আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন। কলিকালে তাঁহার যজন করিতে দুর্ব্বুদ্ধিলোক অনিচ্ছুক হয়, ইহাই দুঃখের বিষয়॥ ৬॥

ভগবান্ চিত্তস্থ হইলে কলিকৃত দ্রব্য, দেশ ও আত্মসম্বন্ধীয় দোষসমূহ হরণ করেন॥ ৭॥

ভগবান্ শ্রুত, সংকীর্ত্তিত, ধ্যাত, পুজিত বা আদৃত হইলে অযুত জন্মের অশুভসমূহ হৃদিস্থ হইয়া ক্ষয় করেন॥ ৮॥

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ নৃত্য

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৯ ॥

[১১।৫।৩৬]

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥ ১০ ॥

নাম-সংকীর্ত্তনম্। সূতঃ শৌনকাদীন্ [১২।১১।২৫]

শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যর্ষভাবনীধ্রুগ
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিত ব্রজভৃত্যগীত
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ১১ ॥

নামকীর্ত্তনপ্রকারঃ। নারদঃ ব্যাসম্ [১।৬।২৭]

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।

করিতেছে এবং যাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় পীত, সেই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-যুক্ত পুরুষটীকে সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ পুরুষগণ কলিকে এই বলিয়া সম্মান করেন যে, এই কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয় ॥ ১০ ॥

নামসংকীর্ত্তন এইরূপ। হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিঋষভ! হে পৃথিবীদ্রোহী দুষ্ট রাজন্যবংশদগ্ধকারিন্! হে অনপবর্গবীর্য্য! হে গোবিন্দ! হে গোপীগণপতি! হে ব্রজভৃত্যগীত! হে তীর্থশ্রবা! হে শ্রবণমঙ্গল! ভৃত্যগণকে পালন কর ॥ ১১ ॥

নির্লজ্জভাবে অনন্তের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় ভদ্র চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া

গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম [২।১।১১]

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১৩ ॥

নিষ্কপটেন ভাবেন নামগ্রহণমেব কর্ত্তব্যম্ [২।৩।২৪]

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ১৪ ॥

নিরন্তরনামগ্রহণপদ্ধতিঃ। বৃত্রঃ [৬।১১।২৪]

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।

অমদ ও অমৎসরতার সহিত পৃথিবী পর্য্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ॥ ১২ ॥

অতএব সর্ব্বশাস্ত্র ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্ব্বিণ্ণ ও অকুতোভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণনাম নিরপরাধে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাদৌ নিষ্কপটতার কথা বলিতেছেন। হরিনাম গ্রহণে নেত্রে জল ও গাত্ররুহে হর্ষপ্রকাশ হইবার সময় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয় বিকার-প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সরলতার সহিত দ্রব না হয়, তবে সেই হৃদয় কাপট্য অপরাধে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। নামগ্রহণসময়ে অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার

মনঃ স্মরেতাসুপতেগু´ণানাং
গৃণীতবাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র আশা [৬।১১।২৬]

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ১৬ ॥

নামপরাণাং প্রায়শ্চিত্তান্তরং নাস্তি। বিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্ [৬।২।৭]

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে। বৃত্র কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, এই প্রার্থনা। যে সময়ে আমার জিহ্বা প্রাণপতিস্বরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময়ে আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক। এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কর্ম্ম করিতে থাকুক ॥ ১৫ ॥

নাম করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয় ব্যক্তির ধ্যানে যেরূপ প্রিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মজ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এই অজামিল বিবশ হইয়া শ্রীহরির

[৬।২।৯-১০]

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগাঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৯ ॥

দূরে আস্তাং শুদ্ধনামগ্রহণম। নামাভাসেঽপি সর্ব্বপাপনাশঃ।

[৬।২।১৪-১৫]

সাংকেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ২০ ॥

স্বস্ত্যয়ন নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন কোটী জন্মের পাপ ইহার ধ্বংস হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পাপ তিন প্রকার—অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক অর্থাৎ এই জন্মকৃত। কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ মাত্র ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ পাপসমুদায় ক্ষয় হয় না, অপ্রারব্ধের ত কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। নতুবা প্রারব্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। নাম-গ্রহণে অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়। কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে॥ ১৭॥

চৌর্য্য, মদ্যপান, মিত্রদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প-গমন, স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো—এই সকলকে হনন করা এবং অন্য যত প্রকার পাপ হইতে পারে, সেই সমস্ত পাপকারী ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, আবার কৃষ্ণ-বিষয়ে মতি দৃঢ়া হয় ॥ ১৮-১৯ ॥

নিষ্কপটে, নিরপরাধে এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত যে কৃষ্ণনাম করা যায়, তাহাই শুদ্ধ নাম। তাহাতে যে কি ফল হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য।

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥ ২১ ॥

[৬।২।১৭-১৯]

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপো দানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ২২ ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ২৩ ॥

কেন না সেইরূপ নামে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। কৃষ্ণ সপার্ষদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরূপ নামের কথা থাকুক ; সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই অথচ নিষ্কপটে ও নিরপরাধে যে নামোচ্চারণ হয়, তাহাই ছায়া নামাভাস। সেই ছায়া নামাভাসের যে অসীম শুভফল, তাহা বলিতেছেন। সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকারে ছায়া নামাভাস হয়। সেরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয় ॥ ২০ ॥

পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র বজ্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি' এই নামটী অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না ॥ ২১ ॥

বহুতর ব্যক্তি তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেই সেই পাপ ধ্বংস করেন বটে, কিন্তু অধর্ম্মজ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণচরণসেবা-দ্বারাই সাধিত হয়। এ স্থলে কর্ম্মমার্গীয় কৃচ্ছ্র প্রায়োপবেশনাদিরূপ ব্রতকে বুঝিতে হইবে। জয়ন্তী, হরিবাসরাদিব্রত কৃষ্ণচরণসেবার অঙ্গ ॥ ২২ ॥

অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক, কৃষ্ণনাম নিষ্কপটে সংকীর্ত্তিত

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥ ২৪ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।২।৪৯]

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ২৫ ॥

কপটতাশূন্যং শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিতং যদ্ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ। কাপট্যেন যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ। তেনৈব হৃদয়ং প্রস্তরবৎ কঠিনং

হইলে, অনল যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জীবের পাপসকল দগ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে নামের ফলজ্ঞানকে জ্ঞান বলি এবং ফলের অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলি ॥ ২৩ ॥

ঔষধ ও মন্ত্রে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণের নামে সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন। সেই শক্তি নামের স্বাভাবিকী শক্তি। পাপমাত্র নাশ করা এবং অনন্ত মঙ্গল উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি। ঔষধ ও মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীর্য্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে। রোগী ঐ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও ফল প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, আর প্রেমাদি উচ্চফল দেন না ॥ ২৪ ॥

অতএব অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে যে 'নারায়ণ' শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত

ভবতি। তদা তন্নামাপরাধঃ দুশ্চিকিৎস্যঃ। অপরাধা দশবিধাঃ। তত্রাদৌ সাধুনিন্দাপরাধঃ। দেবী দক্ষং। [৪।৪।১৩]

নাশ্চর্য্যমেতদযদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষ-পাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ২৬ ॥

চমসঃ নিমিম্ [১১।৫।৬।৭ ও ৯]

কর্ম্মণ্যকোবিদা স্তব্ধা মূর্খা পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকাম্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥
রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ২৭ ॥

হইলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে ফল, তাহার আর কথা কি বলিব। সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এক বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আছে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ২৫ ॥

নামের প্রতি যে দশটী অপরাধ আছে, তন্মধ্যে সাধুনিন্দাই প্রধান অপরাধ। তাহা বলিতেছেন। কুণপে জড়শরীরে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, তাহারা মহৎ সাধুদিগকে নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈষ্ণবগণ প্রতিহিংসা করেন না; কিন্তু তাঁহাদের পদরেণু ঈর্ষা পূর্ব্বক সেই সকল বৈষ্ণবনিন্দককে নিরস্ততেজ করিয়া ফেলেন, ইহাই শোভা পায় ॥ ২৬ ॥

যে সকল লোক কর্ম্মকুশল নয় অর্থাৎ কর্ম্মজড়, মূর্খ, আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কর্ম্ম-পক্ষীয় চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ২৮ ॥

তদপরাধে সতি তৎক্ষমাপণপদ্ধতিঃ। ভগবান্ দুর্ব্বাসসম্। [৯।৪।৭১]

ব্রহ্মংস্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়ো নামাপরাধঃ। পৃথগীশবুদ্ধিঃ শিবাদৌ ন কর্ত্তব্যা। [১০।৮৮।২]

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৩০ ॥

থাকে। সেই সকল মিষ্টবাক্যের উৎসবে তাহারা রজোগুণে ঘোরসঙ্কল্প, কামুক ও সর্পবৎ ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী পাপাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্ত-দিগকে পরিহাস করে ॥ ২৭ ॥

জড়ীয় শ্রী, বিভূতি, উত্তমকুলে জন্ম, সাধারণ বিদ্যা, সন্ন্যাসাদি রূপ, ত্যাগ, রূপ, বল ও কর্ম্ম দ্বারা অহঙ্কারী ও অন্ধবুদ্ধি খল হইয়া ঈশ্বর ও হরিপ্রিয়দিগকে অপমান করে ॥ ২৮ ॥

এইরূপ মহদবহেলন নামাপরাধ উপস্থিত হইলে যাঁহার প্রতি অপরাধ হয়, সেই সাধু ক্ষমা করিলে মঙ্গল হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ তুমি নাভাগ-নন্দনের নিকট অপরাধী হইয়া কষ্ট পাইতেছ। তাঁহার ক্ষমা লাভ করিলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ২৯ ॥

শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।

তৃতীয়ো নামাপরাধঃ। গুরোরবজ্ঞা। নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৫]

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

[৭।১৫।২৬]

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ৩১॥

চতুর্থাপরাধঃ। শাস্ত্রান্তরনিন্দা। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।৩২৬ ; ১০।১৬।৪৪]

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হি।
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে॥
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ৩২॥

নামাপরাধঃ নাম্নি অর্থবাদো। যমঃ দূতান্ [৬।৩।২৫]

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং

শিব মায়াশক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ গুণ-সংবৃত। হরি নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর॥ ৩০॥

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্বের দ্বারা রজস্তমঃকে এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে সকল সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার মর্ত্ত্য সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে কুঞ্জরস্নানের ন্যায় সকলই বৃথা॥ ৩১॥

বৈদিক কোন শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। ভাগবত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর উপকারী জানিয়া নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি॥ ৩২॥

যাঁহারা মহাজন নন, তাঁহারা দেবীমায়া-দ্বারা বিমোহিত; ভগবন্নাম-

দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

ভগবান্ উদ্ধবম। [১১।২১।৩৪]

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্॥
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে॥ ৩৩॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১।১৮]

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥ ৩৪

[৭।৯।৪৬]

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বকর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

মাহাত্ম্য জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মধুপুষ্পিত কর্ম্মফল-প্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক বিশ্বাস করিয়া বৈতানিক কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল লাভ করেন। ভগবান্ কহিলেন, তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানী ও লুব্ধ ব্যক্তিদিগের আমার বার্ত্তায় রুচি হয় না॥ ৩৩॥

নারায়ণপরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হয় না। মদ্য-কুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ॥ ৩৪॥

নামে অর্থবাদ অপরাধ-ক্রমে মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপ, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্ম, ব্যাখ্যা, বিবিক্তবাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতি আপবর্গ্য-পন্থা, হে ভগবন্!

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ ৩৫ ॥

ষষ্ঠাপরাধঃ অন্যশুভকর্ম্মণা সহ নাম্নঃ সাম্যবুদ্ধিঃ। নারদঃ।
[৪।৩১।৯-১২]

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্ব্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্ব্বা ত্রয়ী-প্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥৩৭॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥ ৩৮ ॥

দাম্ভিক অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের প্রায়ই জীবন-বার্ত্তা হয়, পারমার্থিক হয় না ॥ ৩৫ ॥

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়। সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, তাহাই আয়ু, তাহাই মন এবং তাহাই বাক্য, যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি পরিসেবিত হন। ভক্তির নিকট ঐ সকল শুভ কর্ম্মের তুচ্ছতা দেখুন ॥ ৩৬ ॥

শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা কি লাভ ? বেদ-ত্রয়ে যে সকল কর্ম্ম ব্যবস্থাপিত আছে, তাহাতেই বা কি ? দেবতাগণের আয়ু লাভ করিয়াই বা কি হয় ? বেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ ? বাগ্মিতা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বা কি হয় ? বুদ্ধি বা নৈপুণ্য-দ্বারাই বা কি লাভ ? ইন্দ্রিয়চেষ্টা ও বলের দ্বারাই বা কি হয় ? যোগের দ্বারাই বা কি ? সাংখ্যজ্ঞানেই বা কি হয় ? সন্ন্যাস, বেদপাঠ বা অন্যান্য শ্রেয় দ্বারাই বা

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যদেবোপাসনাদিশুভকর্ম্মণাং নাম্না সহ ন সাম্যম্।
[৪।৩১।১৪]

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪০ ॥

অন্যশুভকর্ম্মণাং ফল্গুত্বম্। দেবাঃ [৬।৯।২১]

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ৪১ ॥

কি হয়, যদি আত্মপ্রদ হরিকে না পাওয়া যায়। এই সকল শুভকর্ম্ম জড়ময়। হরিনাম চিন্ময়। তাঁহার সহিত জড় শুভকর্ম্মের তুলনা করিলে অপরাধ হয় ॥ ৩৭।৩৮।৩৯ ॥

অন্য দেবোপাসনাকেও হরিনামের তুল্য মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয়। তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাসকল তৃপ্ত হয়। প্রাণ সন্তুষ্ট হইলে সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনা-দ্বারাই সকল দেবতার অর্চ্চন হয়। পৃথক্ পূজা নিষ্ফল ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয় লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত। তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্ম্মাদি ও তত্তদুদ্দিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে, সেও মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য যাহারা কুকুরের লেজ ধরে, সেও তদ্রূপ ॥ ৪১ ॥

সপ্তমাপরাধঃ অশ্রদ্দধানেষু নামোপদেশঃ। প্রহ্লাদঃ [৭।৯।৯-১১]

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৪২ ॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৪৩ ॥
নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। ধন, অভিজন, রূপ, তপ, শ্রুত, ওজ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ ও বুদ্ধিযোগ এই সকল পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না। দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য। গজ-যূথপতির শ্রদ্ধাজাত ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥৪২॥

দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পাদারবিন্দবিমুখ হন অর্থাৎ কৃষ্ণে শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আমি জানি, কেন না তাঁহার মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আপন কুল সহিত জগৎ পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণটী কৃষ্ণভক্তি অভাবে স্বীয় কুল ও জগৎ পবিত্র করা দূরে থাকুক, আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না ॥৪৩॥

কৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ। কৃষ্ণনামে অশ্রদ্দধান মায়াবাদী অপণ্ডিত লোকের উপাসনা তিনি গ্রহণ করে না, যেহেতু তিনি কেবল শ্রদ্ধাবান্

যদযজ্জনো ভগবতো বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ৪৪ ॥

[নাম্নো বলাৎ পাপাচারবুদ্ধিরেব অষ্টমাপরাধঃ।
পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১।১০]

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

[৭।১৫।৩৬] নারদঃ।

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্তের প্রতি করুণ। অতএব ভক্ত নিজ প্রভু ভগবানের যে পূজা করেন তাহা পরম প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণকে দেন। তদনুসারে নিজের মুখে প্রতি-মুখশ্রীরূপ উদয় হয় ॥ ৪৪ ॥

নাম-গ্রহণাদি পরম প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই পাপ আচরণ করে, তাহার পক্ষে আর কি প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় সকলই বৃথা। নারদ বলেন, যিনি ত্রিবর্গ সমাপ্তি করিয়া মোক্ষপথে হরিনাম লইলেন, তিনি ত্যাগী হইয়া আবার স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করেন, তিনি নির্লজ্জ বান্তাশী ॥ ৪৫ ॥

আলস্যবিক্ষেপাত্মকপ্রমাদঃ নবমাপরাধঃ।

পরীক্ষিতম্। [২।২।৩৬]

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥ ৪৬॥

পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১।৯]

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্॥ ৪৭॥

[৬।১।১২]

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে॥ ৪৮॥

হে পরীক্ষিৎ! প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে ভগবান্ হরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কর। তাহা হইলে নিরপরাধে নাম করিতে পারিবে॥ ৪৬॥

দৃষ্ট (বিশ্বে) শ্রুত (অন্যত্র) যে সকল পাপ হয়, সে সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি হরিনামে হইয়া থাকে, এই মহিমা জানিয়াও যিনি 'অহং মম' অভিমানে তাহাতে প্রীতি করেন না, তিনি নামাপরাধী; তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?॥ ৪৭॥

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়। সেইরূপে সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম স্মরণ, কীর্ত্তন না করিলে কিরূপে ক্ষেম হইবে? হরিনাম গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নামরূপগুণলীলা স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্ষেমজনক॥ ৪৮॥

যমঃ দূতান্। নামগ্রহণস্য নিত্যতা [৬।৩।২৯]

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ৪৯ ॥

চিত্রকেতুঃ ভগবন্তম্ [৬।১৬।৪৪]

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎপুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥৫০॥

ভক্তানাং প্রার্থনা। পৃথুর্ভগবন্তং [৪।২০।২৪]

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।

অতএব যমদূতদিগকে যম এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। হে দূতগণ! যাহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্ত্তন না করে, যাহার চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ না করে, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে নমস্কার না করে, সেইরূপ অসৎ লোককে কিছুমাত্র ভক্তিকার্য্য করে নাই জানিয়া আমার নিকট আন ॥ ৪৯ ॥

আপনার দর্শনে জীবের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আপনার নাম একবার স্মরণ করিলে পুক্কশও সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥

ভক্তমাত্রেরই কৃষ্ণনাম শ্রবণে রুচি হয়। হে নাথ যাহাতে তোমার

মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৫১ ॥

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়ং অভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণংনাম
ত্রয়োদশঃ কিরণঃ।**

চরণাম্বুজাসব নাই, আমি তাহা কখনই কামনা করি না। তোমার মহদ্ভক্তগণের হৃদয় হইতে মুখচ্যুত যে হরিনাম, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দেও, এই একটী আমি প্রার্থনা করি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
সাধনভক্তিবিষয়ে ত্রয়োদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্দ্দশকিরণঃ।

ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ।

দেবহূতিঃ কপিলম্ [৩।৩৩।৮]

তং ত্বামহং ব্রহ্মপরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্॥ ১ ॥

শরণাপত্তেরাবশ্যকত্বম্। [কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১২।১৪-১৫]

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

প্রতিষ্ঠাশাভয়াদ্যেন বিবিক্তে ভজনং কৃতম্ ।
তং মাধবান্বয়নক্ষত্রং মাধবেন্দ্রপুরীং ভজে ॥

তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, প্রত্যক্ স্রোত দ্বারা আত্মায় আনীত হও। স্বীয় তেজে সমস্ত গুণপ্রবাহ ধ্বংস করিয়া তুমি বর্ত্তমান। তুমি বেদগর্ভ কপিল। তোমাতে বিষ্ণু সাক্ষাৎ; আমি তোমাকে বন্দনা করি। চিদনুকূলস্রোতকে প্রত্যক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল স্রোতকে পরাক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল স্রোতই ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি সাধিত হয় না॥ ১ ॥

শরণাপত্তি নিতান্ত প্রয়োজন। হে উদ্ধব! তুমি বেদের প্রেরণা-

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্থা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ২ ॥

শরণাপত্তেঃ লক্ষণানি ষট্। প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ, কৃষ্ণোরক্ষিষ্যতীতিবিশ্বাসঃ; কৃষ্ণৈব গোপ্তা ইতি বিশ্বাসঃ, আত্মনিবেদনং, দৈন্যঞ্চেতি। অত্র কিরণে প্রাতিকূল্য বিচারঃ। তত্রাদৌ শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৫।১৯।২৩]

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ-লোকোপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥ ৩ ॥

বাক্য ও স্মৃতির প্রতিপ্রেরণা পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেহিগণের আত্মস্বরূপ আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্য-শরণাপত্তি কর। সর্ব্বভাবে তাহা করিতে পারিলে আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে॥ ২ ॥

শরণাপত্তির ছয়টী লক্ষণ অর্থাৎ (১) প্রাতিকূল্য বর্জ্জন, (২) আনুকূল্য মাত্র স্বীকার, (৩) এক মাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা, (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা, (৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের এবং (৬) আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন। এই কিরণে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের বিচার হইবে। প্রাতিকূল্য বর্জ্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না। প্রতিকূল অনেক প্রকার, তন্মধ্যে স্থান-প্রতিকূলতার বিষয় বলিতেছেন। বিষয়িগণের স্থান প্রতিকূল, অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। যেখানে কৃষ্ণকথাসুধা-সারিৎ

নারদঃ গুহ্যকৌ [১০।১০।৮-১০]

নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥ ৪॥
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা-মৃত্যুনশ্বরম্॥ ৫॥

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিংবেদ নিরয়ো যতঃ॥ ৬॥

শুকঃ শিশুপালচরিতে [১০।৭৪।৪০]

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥৭॥

নাই, যেখানে কৃষ্ণাশ্রিত সাধুলোক নাই, যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান যদিও সুরেশ-লোক হয়, সেখানে বাস করিবে না॥ ৩॥

যেখানে প্রিয় জড় বিষয়-সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। সহজেই শ্রীমদ্ তথায় বিদ্যমান। শ্রীমদ্ হইতে সৎকুল-জন্মাদির অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূত-ক্রীড়া ও আসব-সেবা অর্থাৎ মদ্যধূম্রাদি পান। যেখানে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই নশ্বর জড়দেহকে অজরামর বলিয়া ইহার পোষণের জন্য নির্দ্দয়তার সহিত পশ্বাদি হনন করে, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিবে॥ ৪।৫॥

এই দেহের গতি শুন। দেবসংজ্ঞিত দেহটীও মরণান্তে হয় কৃমি, নয় বিষ্ঠা, নয় ভস্মসংজ্ঞিত হইবে। ইহার জন্য ভূতদ্রোহ করা যে স্বার্থ-বিরোধী, তাহা তাহারা জানে না। ইহাতে অবশ্য নরক হয়॥ ৬॥

যেখানে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের নিন্দা শুনা যায়, সে স্থান

প্রতিকূলশাস্ত্রানুশীলনবর্জ্জনম্। শৌনকাদয়ঃ সূতম্ [১।১।১০]

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥

[১।১।১১]

ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৯ ॥

পরচর্চ্চা বর্জ্জনম্। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২৮।২]

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ ১০ ॥

হইতে যে চলিয়া না যায়, সে সমস্ত সুকৃতচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়। ৭ ॥

প্রতিকূল শাস্ত্র ও বহুশাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করিবে। হে সূত! এই কলিকালে মানবগণ প্রায়ই অল্পায়ু, মন্দ, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং রোগ-শোক-দ্বারা উপদ্রুত। সুতরাং বহির্ম্মুখ ও বহু-শাস্ত্রশ্রবণের সুবিধা নাই। হে সভ্য! বিভাগ করিয়া শুনিতে গেলে অনেকানেক কর্ম্ম-বিষয়ক শাস্ত্র শুনিতে হয়, তাহা ভাল নয়। সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে যাহা সার, তাহা মনীষা-দ্বারা উদ্ধৃত করতঃ জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে বল। তাহা হইলে আত্মা প্রসন্ন হইবে। ৮।৯ ॥

পরচর্চ্চা অকারণে করা দোষ, অতএব বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ১০ ॥

[১২।৬।৩৪]

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ১১ ॥

ভুক্তি বা মুক্তিস্পৃহা ন কর্ত্তব্যা। মার্কণ্ডেয় চরিতে ভগবান্।

[১২।১০।৬]

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥ ১২ ॥

কপিলঃ দেবাহূতিম্ [৩।২৫।৩৪]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোঽন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ১৩ ॥

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈর সাধন করিবে না ॥ ১১ ॥

এষণা বা স্পৃহা বহুবিধ। সমস্ত এষণা ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, জাতি, বল, রূপ, ইন্দ্রিয়সুখ, যশ, প্রতিষ্ঠা ও মাৎসর্য্য এই সমুদায় ঐহিক ভুক্তি-সুখ। স্বর্গাদি লোকসুখই আমুত্রিক সুখ। সংসারে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্য যে স্পৃহা তাহা মুক্তি-সুখ। তাই বলিতেছেন যে, অব্যয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তিসুখ লাভ করত আর অন্য আশিস্ মোক্ষ-বাঞ্ছা বর্জ্জন করা অতি আবশ্যক। ১২ ॥

মৎপাদসেবা অভিরত ও মদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত পুরুষগণ পরস্পর প্রসক্তি

[৩।২৯।১৩]

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

[৩।২৯।১৪]

সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২০।৩৪ ৩৫]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বক আমার লীলা-কথা সেবা করেন। একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্তিসুখের নিতান্ত বিরুদ্ধ জানিয়া তাহাতে কিছুমাত্র স্পৃহা করেন না ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা আমার সেবা-সুখ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যকে সেবাদ্বার বলিয়া দিলেও তাঁহারা কোন প্রকার ব্যাঘাত মনে করিয়া গ্রহণ করিতে চান না। একত্ব বা সাযুজ্যকেত সহজে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন। ইহারই নাম অত্যন্তিক ভক্তিযোগ। ইহার দ্বারা ভক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমভাবকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

আমার একান্ত ভক্ত ধীরসাধুগণ কিছুমাত্র আমার নিকট হইতে পাইতে বাঞ্ছা করেন না। আমার প্রদত্ত অপুনর্ভব রূপ কৈবল্যও বাসনা করেন না ॥ ১৫ ॥

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

তত্র কর্ম্মাগ্রহবর্জ্জনং নিয়মাগ্রহবর্জ্জনঞ্চ। শুকঃ পরীক্ষিতম্।
[৬।১।১১]

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তবিমর্শনম্ ॥ ১৭ ॥

[৬।১।১৫-১৬]

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎ´স্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৮ ॥
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ পুরুষনিষেবয়া ॥ ১৯ ॥

নৈরপেক্ষ্যের নাম পরম নিঃশ্রেয়ঃ। তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট। অতএব নিরপেক্ষ সাধুদিগের নিষ্কাম ভক্তি উদয় হয় ॥ ১৬ ॥

কর্ম্ম ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাগ্রহ দূর করিবে। কর্ম্মের দ্বারা যে কর্ম্মনির্হার, তাহা আত্যন্তিক নয়। অবিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকারস্থিত কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মামিশ্রিত ভক্তিকার্য্যেই সমস্ত পাপকে, সূর্য্য যেরূপ নীহার নষ্ট করে, তদ্রূপ ধ্বংস করিয়া ফেলেন ॥ ১৮ ॥

কৃচ্ছ তপ আদি দ্বারা হে রাজন্! অঘবান্ ব্যক্তি সেরূপ পবিত্র হয় না, যেরূপ কৃষ্ণে যাঁহাদের প্রাণ অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা পবিত্র হন ॥ ১৯ ॥

নারদো যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৮]

ষড়্বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২০।২৬]

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যাশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥

উদ্ধবঃ [১০।৪৭।২৪]

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ২১ ॥

ক্ষুদ্রাশাবর্জ্জনম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১২।২২]

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।

যোগের দ্বারাও পবিত্র হইবার উপায় সুবিধাজনক নয়। যেহেতু সমস্ত নিয়ম ও বেদপ্রেরণা ষড়্বর্গ সংযম উদ্দেশেই হইয়াছে। তথাপি সেই তাৎপর্য্যের সহিত (যদি) তাহারা ভক্তির আনুকূল্য না করে, তবে যোগসমুদায়ই কেবল শ্রম-বহ হয়, তাৎপর্য্য-বহ হয় না। যে ব্যক্তির যে অধিকার, তাহাতে নিষ্ঠা করাই গুণকর্ম্ম জন্মতঃই অশুদ্ধ, যেহেতু কর্ম্মের ধর্ম্ম যে সঙ্গ, তাহা তাহাতে অনুস্যূত আছে। সেই সঙ্গ-সঙ্কোচের উদ্দেশে গুণ-দোষ-বিধিরূপ নিয়মসকল কৃত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্যান্য যত শুভকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকলেরই সাধ্য বস্তু কৃষ্ণ-ভক্তি ॥ ২১ ॥

ভগবান্ হরিরূপ পরমেশ্বরে যাঁহার নিঃশ্রেয়রূপ ভক্তি সিদ্ধ হইয়াছে,

বিক্রীড়িতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিংক্ষুদ্রৈঃখাতকোদকৈঃ ॥২২ ॥

অসৎশিক্ষকবর্জ্জনম্। ঋষভঃ [৫ ৫।১৮]

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ ২৩ ॥

প্রতিকূল আসক্তিবর্জ্জনম। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২৮।২৭]

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো
গুণেষু মায়রচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাব-
দ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সূতঃ শৌনিকাদীন্। [১।১৮।২২]

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।

তিনি অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছেন। ভুক্তি ও মুক্তিরূপ খাতোদকে তাঁহাদের মত ব্যক্তিগণের প্রয়োজন কি ? ॥ ২২ ॥

অসৎ শিক্ষক মাত্রকেই বর্জ্জন করিবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেত মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দৈব বা পতি(পদ) বাচ্য হইতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

প্রতিকূল সমস্ত আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। মায়ারচিত সমস্ত গুণে যে আসক্তি, তাহা বর্জ্জনীয়। যে পর্য্যন্ত আমার দৃঢ় ভক্তিযোগ-দ্বারা মনের যে কষায় অর্থাৎ রজো ভাব নিরস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আসক্তি ত্যাগের যত্ন করা প্রয়োজন ॥ ২৪ ।

ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং। [২।১।১৫]

অন্তকালেতু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যেচ তম্ ॥ ২৬ ॥

ভক্তিজনিতচরমবৈরাগ্যম্ [২।২।৪]

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যাঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ২৭ ॥

[২।২।৫]

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।

কৃষ্ণভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া ধীরপুরুষ সহসা দেহাদিতে যে উঢ় (ধৃত) সঙ্গ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্যধর্ম্ম রূপ পারমহংস্যপদে গমন করিবেন। পারমহংস্যধর্ম্মে অহিংসা ও উপশমই জীবের স্বধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ অসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা দেহে ও দেহের অনুগত পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহা ছেদন করিবেন ॥ ২৬ ॥

ভক্তিজনিত চরম বৈরাগ্য এইরূপ। ভূমি থাকিতে শয্যার প্রয়াস কেন? দুই বাহু থাকিতে উপাধান বা বালিসের চেষ্টা কেন? অঞ্জলি থাকিতে ভোজনপাত্রের অন্বেষণ কেন? দিক্‌বল্কল থাকিতে বস্ত্রের প্রয়োজন কি? ॥ ২৭ ॥

আহা পথে কি ছিন্নবস্ত্র পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষগুলি কি আমাদিগকে

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ২৮ ॥

কর্ত্তব্যাসক্তিরপি ভক্ত্যা বর্জ্জনীয়া। করভাজনো নিমিম্ [১১।৫।৪১]

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ২৯ ॥

বহির্ম্মুখগৃহাসক্তিবর্জ্জনং। প্রহ্লাদঃ হিরণ্যকশিপুং। [৭।৫।৩০-৩১]

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।

কোন ভিক্ষা দিবেন না? নদী সব শুষ্ক হইল কি? গুহা সব কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? অজিত কৃষ্ণ কি তাঁহার উপসন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবেন না? অবশ্য রক্ষা করিবেন। তবে পণ্ডিতগণ কেন ধনদুর্ম্মদক্রমে অন্ধ বিষয়ীদিগকে উপাসনা করিবেন? ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, তাহাতেও আসক্তি করার আবশ্যক নাই। যিনি সর্ব্বভাবের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করত সর্ব্বদা শরণ্য যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে গৃহ বহির্ম্মুখ, তাহাতে আসক্তি বর্জ্জন করিবেন। স্বতঃ বা পরতঃ যাহাদের কৃষ্ণে মতি নাই, সেই গৃহস্থগণ গৃহব্রত হইয়া পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং তমিস্রের যাত্রীস্বরূপ। সংসার রূপ নিষ্ফলবস্তুতে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-দ্বারা দুঃখ লাভ করিতেছে।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥ ৩০॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ ৩১॥

বহির্ম্মুখং বৈরাগ্যং বর্জ্জনীয়ম্। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্ [৫।১।১৭]

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহ ষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥ ৩২॥

এই সব সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহা দুই প্রকারে হয় অর্থাৎ জড়ভরতের ন্যায় ও প্রিয়ব্রতের ন্যায়॥ ৩০॥

বহিরর্থমানী, দুরাশয়, ঈশতন্ত্রীতে দৃঢ়, বদ্ধ, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ-প্রায় ঐ সকল ব্যক্তি বিষ্ণুকে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি বলিয়া জানে না॥ ৩১॥

বহির্ম্মুখ বৈরাগ্যশ্রমও বর্জ্জনীয়। ব্রহ্মা কহিলেন, দেখ, যাহাদের চিত্ত বশীভূত নয়, ইন্দ্রিয়চারণে প্রমত্ত, তাহাদের বনে গিয়া কি ভয় যায়? দেখ, তাহারা যেখানেই যাউক, কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী বিরোধীকে সঙ্গে লইয়া যায়। যিনি আত্মরত ও জিতেন্দ্রিয় বুধব্যক্তি তাঁহার গৃহাশ্রমে কি ক্ষতি করিতে পারে॥ ৩২॥

বহির্ম্মুখজনসঙ্গবর্জ্জনং সাধকানাং কার্য্যম্। কপিলঃ [৩।৩১।৩৩-৩৪]

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥ ৩৩॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ ৩৪॥

[৩।৩১।৩৯]

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥ ৩৫ ॥

[৩।৩১।৪১]

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্।

সাধকদিগের পক্ষে বহির্ম্মুখজনসঙ্গ এককালীন বর্জ্জনীয়। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ এসমস্তই বহির্ম্মুখ অসৎসঙ্গে ক্ষয় হইয়া পড়ে॥ ৩৩॥

সেই আত্মনাশী অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে প[রিত্য]াগ করিবে॥ ৩৪॥

ভক্তিযোগরূপ যোগের পরমস্থানকে [যাঁহা]রা আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখনই প্রমোদদায়িন স্ত্রীলোকগণের সঙ্গ না করেন। যাঁহারা সাধুসেবায় আত্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমোদা-সঙ্গকে নিরয়-দ্বার বলিয়া থাকেন॥ ৩৫॥

স্ত্রী ভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে

স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥

ভরতঃ রহূগণম্ [৫।১২।১৪]

অহং পুরা ভরতো নামরাজা
বিমুক্তদৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নারদঃ প্রচেতসঃ :[৪।৩১।২১]

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ৩৮ ॥

পতি মনে করাই কষ্ট, কেননা স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্বলাভ হয়। তাহা বিত্ত অপত্য গৃহপ্রদ। সেই মায়া পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে। সমস্তই মোহ। ইহাতে আসক্তি অতিশয় মন্দ ॥৩৬॥

পশু পক্ষী প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না। জড়ভরত কহিলেন, হে রহূগণ, আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। তখন দৃষ্ট শ্রুত সকল বিষয়েই আমি মুক্তসঙ্গ হইয়াছিলাম। ভগবদারাধনার জন্য শালগ্রামক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলাম। তথায় একটী মৃগশাবকের প্রতি আসক্তি হওয়ায় হতার্থ হইয়া আমি মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥

শ্রুত, ধন, কুল ও কর্ম্মমদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি অকিঞ্চন বৈষ্ণবে পাপ বিধান করে, সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তির পূজা অধনের আত্মধন-প্রিয় ও রসজ্ঞ হরি কখনই স্বীকার করেন না। বিদ্যা, কুল, ধন ও বৃহৎ কর্ম্মের দ্বারা মদ না হয়, এরূপ প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করা উচিত ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ [৭।৬।১৮]

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

[৭।৭।৪৪-৪৫]

কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ।
রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥ ৪০ ॥
কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥ ৪১ ॥

[৭।৭।৫১-৫২]

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৪২ ॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, কুসঙ্গ যখন এত মন্দ, তখন হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াত্মদৈত্যগণে যে সঙ্গ, তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তসঙ্গ হইয়া অপবর্গ বাসনায় আদিদেব নারায়ণকে আশ্রয় কর। হরিপদসেবাই মূল অপবর্গ ॥৩৯

অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত, প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এই সকলে কি করিতে পারে? ॥ ৪০ ॥

আত্মার তুলনায় ইহারা সব তুচ্ছ বস্তু, দেহের অনুগত সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয় ॥ ৪১ ॥

হে অসুরাত্মজগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বৃত্ত ও বহুজ্ঞতা কৃষ্ণপ্রীতির হেতু হয় না। সুতরাং এই সকল বস্তুতে মদ ও আসক্তি বর্জ্জনীয় ॥ ৪২ ॥

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রহ্লাদো ভগবন্তম্ [৭।১০।৪]

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটতে করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৪৪ ॥

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৯]

যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেয়ুঃস্ম পূর্ত্তমিষ্টং তথাঽসতঃ ॥ ৪৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্। [১০।১।৪]

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
ভ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।

দান, তপ, ইজ্যা, শৌচ এবং কর্ম্মযাগ য় ব্রতাদি দ্বারা হরি প্রীত হন না, কেবল অমলভক্তির দ্বারা প্রীত হন। ভক্তিশূন্য ঐ সব কর্ম্ম বিড়ম্বন ॥৪৩॥

হে আদিগুরো! করুণাত্মা তুমি, তোমা হইতে অন্যথা ঘটে না। যিনি আশিস্ পাইবার আশায় তোমার পূজা করেন, তিনি ভৃত্য নন, বণিক্ ॥ ৪৪ ॥

যেরূপ বার্ত্তাদি অর্থসকল যোগের তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হয়না, কেবল অনর্থের জন্যই হয়, সেইরূপ পূর্ত্ত ও ইষ্ট অসৎ লোক দ্বারা কৃত হইলে অনর্থের মূল হয় ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ ব্যক্তিদিগের উপগীয়মান বিষয়। সংসারী জীবের পক্ষে ভবৌষধি এবং শ্রবণ মনের অভিরমণ বিশেষ। এমত বিষয়ে

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪৬ ॥

মুক্তাভিমানিমায়াবাদিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়ঃ [১০।২।৩২]

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যাজ্ঞিকাঃ [১০।২৩।৪০]

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলংধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥৪৮॥

আত্মঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে বা বিরাগ লাভ করে। পশুঘ্ন অশ্রদ্দধানব্যক্তির সঙ্গ বর্জ্জনীয় ॥ ৪৬ ॥

মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্ত্তব্য নয়। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ! কেবলজ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্য জ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি। জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ অতৎ বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে তদ্বস্তুর নিকটবর্ত্তী যে পরং পদ, প্রায় সেই পর্য্যন্ত যায়। আবার আশ্রয় রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত পতিত হয়। সেই সব লোকের সঙ্গে ভক্তি লোপ পায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ বিমুখজনের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক রূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্। তাহার যজ্ঞ ব্রতাদিতে ধিক্। তাহার বহুজ্ঞতায় ধিক্। তাহার উচ্চকুলে ধিক্। তাহার ক্রিয়া-দক্ষতায় ধিক্। এই কথা বলিয়া বহির্ম্মুখ যজ্ঞ

কৃষ্ণোহবেকঃ [১০।৮৪।১৩]

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ৪৯॥

ন চ শঠকপটদাম্ভিকনাস্তিকশ্রদ্ধাহীনেষু সঙ্গং কুর্য্যাৎ।

কৃষ্ণ উদ্ধবম [১১।২৯।৩০]

নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্॥ ৫০॥

দীক্ষিত মাথুরব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। তদ্রূপসঙ্গেও ধিক্॥ ৪৮॥

যাঁহার ত্রিধাতুক জড় শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আমার বুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বুদ্ধি ভক্তজনে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে প্রকৃত গাধা॥ ৪৯॥

হে উদ্ধব! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দধান, অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। দাম্ভিক, অভিমানী, সর্ব্বেশ্বর কেহ আছেন তাহা যিনি দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, তিনি নাস্তিক। ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য্য উদ্ধার করেন, তিনি শঠ। যে ভক্তিবিষয়ক কথা শুনিতে শ্রদ্ধা না করে, সে অশুশ্রূষু। দৈন্যজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই দুর্ব্বিনীত। বহির্ম্মুখ কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ও বিষয়ী ইহারা অভক্ত॥ ৫০॥

[১১।২৬।৩]

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৫১ ॥

ঐলঃ [১১।২৬।২৪]

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমুদাদৃশাম্ ॥ ৫২ ॥

চমসঃ নিমিং [১১।৫।৫০]

সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।

শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় অবশ্য অন্ধতম অবস্থায় পতিত হয় ॥ ৫১ ॥

অতএব স্ত্রীজনে ও স্ত্রৈণজনে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন প্রকার সঙ্গ করিবে না। ঐল কহিলেন যে, আমাদের মত লোকের কথা কি, পণ্ডিতদিগেরও ষড়্বর্গের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। সংসার ও জীবন-নির্ব্বাহক ধর্ম্ম-কার্য্য অনাসক্ত ভাবে করা ব্যতীত অন্য প্রকারে ইন্দ্রিয়চালনের সম্বন্ধে এস্থলে উক্তি হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

সকল দেহধারী ব্যক্তিতে ভগবান্ অবস্থিত। আকাশ যেরূপ লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বত্র থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র। তাঁহার কথা বেদে সর্ব্বদা গীত হইতেছে। অবুধ লোক নানা বিষয়বার্ত্তায় মনোরথাবিষ্ট থাকে। কৃষ্ণ-কথায় মন দেয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত ভক্তিবিরোধী বার্ত্তা হইতে

বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং অভিধেয় তত্ত্ব-
প্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে
সাধনভক্তিনিরূপণং নাম
চতুর্দ্দশঃ কিরণঃ।

অবসর না লইলে ভক্তিলতার বীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে চতুর্দ্দশ কিরণে মরীচিপ্রভা-
নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

পঞ্চদশ কিরণঃ।

ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ।

প্রহ্লাদো নৃসিংহম্ [৭।৯।১৮]

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।৪৮]

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥২॥

অঙ্গীকৃতং সদা ভক্তেরনুকূলং যদেব হি।
গৌরপাদাশ্রয়াদ্যেন শ্রীবাসং তং নমাম্যহম্ ॥

প্রিয়গণের সুহৃদ্ পরদেবতাস্বরূপ তোমার বিরিঞ্চিগীত লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্গুণ হইয়া দুর্গসকল সহজে উত্তীর্ণ হইব। কেননা ভক্তির পরম অনুকূল স্বরূপ তোমার পাদ-যুগলের হংসগণের সঙ্গই আমার প্রধান আশ্রয় ॥ ১ ॥

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গে যে ভক্তিযোগ তাহা বিনা, সাধুদিগের পরম অয়ন যে আমি, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই ॥ ২ ॥

[১১।১২।১-৭]

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥৩॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ৪ ॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চরণগুহ্যকাঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজা।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৬ ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৭ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকৃপথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে ॥ ৮ ॥

অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থ, নিয়ম ও যম এই সকল আমাকে সেরূপ অবরোধ করিতে পারে না যেরূপ সর্ব্বসন্তাপহারী সৎসঙ্গ আমাকে অবরোধ করে ॥ ৩।৪ ॥

সৎসঙ্গেই দৈতেয়, যাতুধান, খগ, মৃগ গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী অন্ত্যজ (যাহারা স্বভাবতঃ রজস্তমঃ প্রকৃতিক) সেই সেই যুগে আমাকে পাইয়াছিল ॥ ৫।৬ ॥

ত্বাষ্ট্র, কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদাদি, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজ, গৃধ্র, বণিক্, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে সাধনসিদ্ধ গোপীগণ যজ্ঞে যজ্ঞপত্নীগণ, অনেকেই আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭।৮ ॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ
অব্রতাহতপ্ততপসা মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥

কপিলো দেবহূতিম্ [৩।২৩।৫৫]

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ১০ ॥

বিদেহো নিমিম্ [১১।২।২৯ ৩০]

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১ ॥
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘা।
সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্ণাম্ ॥১২॥

তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, বেদশিক্ষক পণ্ডিতদিগকে উপাসনা করে নাই, কোন ব্রতাচরণ করে নাই, কোন তপস্যা করে নাই, কেবল আমার সঙ্গ হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি সকল সাধুর উপাস্য। আমার সঙ্গই প্রধান সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গেই তাহারা আমাকে পাইয়াছে ॥ ৯ ॥

অসদ্ব্যক্তি বা বস্তুতে যে সঙ্গ করা যায়, তাহাতে সংসাররূপ বন্ধন ফল হয়; সেই সঙ্গ সাধুব্যক্তি বা বস্তুতে করিলে নিঃসঙ্গত্ব রূপ ফলোদয় হয়, বুদ্ধিপূর্ব্বক করিলে ঐ সব সঙ্গের ফল অবশ্য হইবে। অজ্ঞানে করিলেও তত্তৎ ফলবীজ উৎপন্ন করে ॥ ১০ ॥

দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্ল্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয়ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা দুর্ল্লভ ॥ ১১ ॥

হে অনঘ সকল! আমরা তোমাদের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম কি

তেষাং লক্ষণানি। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।২৯-৩১]

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ১৩ ॥
কামৈরহতধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥১৪॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
আমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ১৫ ॥

[১১।২৬।২৭]

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥

তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্যধন ॥ ১২ ॥

সঙ্গযোগ্য সাধুদিগের লক্ষণ বলিতেছেন। কৃপালু কাহার প্রতি দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যকে সারজ্ঞান করেন, অনিন্দনীয় স্বভাব, সম, সর্ব্বোপকারক, কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হন না, ইন্দ্রিয়দমনশীল, সরল, অন্তর বাহিরে শুদ্ধ, অকিঞ্চন জড়োন্নতিতে প্রয়াস-শূন্য, পরিমিতাহারী, মনকে বশ করেন, ধীর, ভগবানে শরণাপন্ন অযথাবাক্যব্যয়রহিত, অপ্রমত্ত, গভীর চিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ষড়্গুণের অবশীভূত, অমানী, সম্মানকারক, বিচার-কুশল, মৈত্র, কারুণিক ও কবি। ইহার মধ্যে শরণাপত্তিই স্বরূপলক্ষণ আর সকল তটস্থ লক্ষণ ॥ ১৩-১৫ ॥

সাধুগণ নিরপেক্ষ, ভগবচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, জড়সত্তায় অহঙ্কার রহিত, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে নির্দ্বন্দ্ব, কাহারও কিছুতে লোভ করেন না ॥ ১৬ ॥

[১১।২৬।৩৪]

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ১৭ ॥

যুধিষ্ঠিরো বিদুরং [১।১৩।১০]

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১৮ ॥

শৌনকাদয় সূতম্ [১।১৮।১৩ ; ৪।৩০।৩৪]

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৯ ॥

[১।১৯।৩৩]

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষুদান করেন। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজ জন ॥ ১৭ ॥

আপনার ন্যায় বৈষ্ণবগণ স্বয়ং তীর্থভূত। তাঁহারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন, কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বর্ত্তমান ॥ ১৮ ॥

স্বর্গ বা অপুনর্ভবকে আমি কিছুমাত্র বৈষ্ণব-সঙ্গের সহিত তুলনা করি না। বৈষ্ণবসঙ্গের তুল্য মর্ত্ত্যদিগের পক্ষে আর অধিক লাভ নাই ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের স্মরণে গৃহসকল সদ্য শুদ্ধ হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচজলপান দ্বারা এবং আদর করিয়া বসাইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ২০ ॥

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ [৩।৫।৩]

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥ ২১ ॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫ ২০-২১ ও ২৩-২৪]

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২২ ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২৩ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদগতচেতসঃ ॥ ২৪ ॥

দৈবাৎ কৃষ্ণবিমুখ অধর্ম্মশীল ও সুদুঃখিত ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃষ্ণভক্তগণ স্থানে স্থানে বিচরণ করেন ॥ ২১ ॥

কবিসকল বলেন, যে যে প্রসঙ্গ আত্মার বন্ধনকারী পাশস্বরূপ, তাহাই আবার নিষ্কপট সাধুজনে করিতে পারিলে মোক্ষদ্বার অপাবৃত হয় ॥ ২২ ॥

তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ,, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধুভূষণ ॥ ২৩ ॥

ভক্তগণ মদগতচিত্ত, সুতরাং কষ্টাভ্যাস বহুপ্রকার করেন না। সহজে মদাশ্রয় কথা দ্বারা মার্জ্জিতমনে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন ॥ ২৪ ॥

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৫ ॥

দেবী দক্ষম্ [৪।৪।১২]

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিৎ ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলী করিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ [৪।২২।১৯

সঙ্গমঃখলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ২৭ ॥

নারদঃ [৪।২৯।৪০]

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।

হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতসাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর ॥ ২৫ ॥

অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। তদ্বিপরীতে আপনি মহত্তমে দোষ দৃষ্ট করিলেন, ইহাই দুঃখের বিষয় ॥ ২৬ ॥

সাধুদিগের পরস্পর সঙ্গম উভয়ের মঙ্গল-জনক, অতএব উভয়েরই সম্মত। সেই পরস্পর সম্ভাষণে যে সংপ্রশ্ন হয়, তাহা সকলেরই মঙ্গল বিধান করে ॥ ২৭ ॥

পরস্পর সাধুসঙ্গে মহৎ মুখ হইতে নিঃসৃত 'কৃষ্ণচরিত্র-সুধাবশিষ্ট হইতে নদী সকল চতুর্দ্দিকে স্রাবিত হয়। হে নৃপ! সেই নদীজল গাঢ় কর্ণে

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৮ ॥

[৪।২৯।৪৬
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ২৯॥

প্রচেতসো ভগবন্তং [৪।৩০।৩৩]
যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥ ৩০ ॥

ঋষভঃ জনান্ [৫।৫।৩]
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাংশ্চ লোকে ॥ ৩১ ॥

যাঁহারা অনবরত পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করে না ॥ ২৮ ॥

আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনি লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিমতি পরিত্যাগ করেন। লোকাপেক্ষা, শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা ছাড়িয়া ভক্তিপ্রেরিত হইয়া যাহাই করেন, তাহাই অতি সুন্দর ॥ ২৯ ॥

আমরা যতদিন তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সংসারে ভ্রমণ করি, ততদিন, হে ভগবান্! তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত না হই। তাহা হইলে আমাদের অবশ্য মঙ্গল হইবে।। ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর, আমাতে কৃত-সৌহৃদ হইয়া তাৎপর্য্যবান্ হন; তাঁহারা দেহ-প্রতিপোষকবার্ত্তা, প্রিয়জন-সমূহে গৃহে,

ভরতঃ রহূগণম্ [৫।১২।১২-১৩]

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ৩২ ॥

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ৩৩ ॥

কে ভগবদ্ধর্ম্ম-কোবিদাঃ ? যমঃ দূতান্ [৬।৩।২০]

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

জায়া, আত্মজ প্রভৃতি ধনদবিষয়ে প্রীতিযুক্ত হন না, কেবল স্বচ্ছন্দে দেহযাত্রাদি সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি অনাসক্তভাবে করিতে থাকেন ॥ ৩১ ॥

হে রহূগণ! ভগবৎ শব্দবাচ্য তত্ত্ব ছন্দসা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, গৃহাৎ অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দ্বারা, তপসা অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের দ্বারা, নির্ব্বপণাৎ অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা এবং জলাগ্নি সূর্য্যাদি পূজা দ্বারা লাভ হয় না। কেবল ভক্তপদরজোভিষেক দ্বারা তাহা পাওয়া যায় ॥ ৩২ ॥

যেখানে গ্রাম্যকথাবিঘাতক কৃষ্ণকথা হয়, সেস্থলে বসিয়া নিরন্তর সেই কথা শুনিতে শুনিতে মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণে শুদ্ধমতি অর্পিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ভগবদ্ধর্ম্ম জ্ঞাতা মহাজনগণের পরিচয়। স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু,

রুদ্রো দেবীম্ [৬।১৪।৪-৫]

মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৩৫ ॥

[৬।১৭।২৮]

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপুম্ [৭।৫।৩২]

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপাগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদোরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৩৭ ॥

সনৎকুমারাদি চারিজন, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি যম আমরা ভগবদ্ধর্ম্ম জানি ॥ ৩৪ ॥

সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হন। সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন। কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গসুকৃতিবলে নারায়ণপরায়ণ হন। হে মহামুনে! নারায়ণভক্ত সুদুর্ল্লভ ও প্রশান্তাত্মা ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণভক্তগণ নির্ভয়। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক—এ সকল তাঁহারা তুল্যার্থদৃষ্টি করেন ॥ ৩৬ ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু ॥ ৩৭ ॥

নৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্ [৭।১০।১৮-১৯]

ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ ৩৮ ॥
যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ দুর্ব্বাসসং (৯।৪।৬৩ ও ৬৫-৬৮)

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৪১ ॥

হে সাধো! তুমি যখন কুলপাবনরূপে ইঁহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন ইনি (তোমার পিতা) একুইশ পুরুষ পিতৃলোকের সহিত পবিত্র হইলেন ॥ ৩৮ ॥

যে যে স্থানে আমার সমদর্শী, প্রশান্ত, ভক্ত সাধুসকল বাস করেন, সম্যক্ উত্তমাচার সে সে স্থানে প্রবর্ত্তন হয়। কীকটদেশ হইলেও সে দেশ ব্রহ্মবর্ত্ত অপেক্ষা পবিত্র হয় ॥ ৩৯ ॥

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরম ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়। আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪০ ॥

যাহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আপ্ত, প্রাণ, বিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে শরণ লইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ কিরূপে হইবে? ॥ ৪১ ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৪২ ॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ৪৩ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৪৪ ॥

গঙ্গায়াঃ পাপহরণং সাধুস্নানেন। ভগীরথঃ গঙ্গাম্। [৯।৯।৬]

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৪৫ ॥

সৎস্ত্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ-হৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে ভক্তি দ্বারা বশ করেন ॥ ৪২ ॥

আমার সেবা করায় সালোক্যাদিচতুষ্টয় উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, অন্য নশ্বর সুখের কথা কি ? ॥ ৪৩ ॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমি ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না। আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না ॥ ৪৪ ॥

সাধুজনের স্নানে গঙ্গা নিষ্পাপ হন। সাধু, সন্ন্যাসী, শান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপাবন ব্যক্তিগণ স্নানরূপ সঙ্গদ্বারা, হে গঙ্গে ! তোমার পাপ ক্ষয় করিবেন। কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে হরি, ভক্তি দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন ॥ ৪৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৮।৪]

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [১০।১৪।৩০]

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৪৭ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৯।২]

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ অক্রূরম্ [১০।৪৮।৩০]

ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ভগবন্! আমরা দীনচেতা গৃহী। আমাদের মঙ্গলের জন্য মহদ্ভক্তদিগের গমনাগমন হয়। অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৬ ॥

এই নরজন্মেই থাকি বা অন্যত্র জন্ম হউক বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্য লাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই ॥ ৪৭ ॥

শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভক্তজন, হে হে রাজন্! কিছুতেই পাইতে বাসনা করেন না ॥ ৪৮ ॥

আপনার ন্যায় অর্হত্তম মহাভাব সর্ব্বদা শ্রেয়কাম ব্যক্তিগণের সেবনীয়।

(১০।৪৮ ৩১)

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৫০ ॥

মুচুকুন্দঃ কৃষ্ণম্ [১০।৫১।৫৪] ৪

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৫১ ॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধানি বৈষ্ণবলক্ষণানি। 'সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে' ইতি বিচারসিদ্ধয়ে ভেদো দর্শিতঃ। তত্রাদৌ কনিষ্ঠলক্ষণম্।
হরিঃ নিমিম্। [১১।২।৪৭]

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥

দেবগণ স্বার্থপর হয়, কিন্তু সাধুগণ সর্ব্বদা অন্যের মঙ্গল অন্বেষণ করেন ॥ ৪৯

জলময়তীর্থ ও মৃৎশিলা-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিসকল বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ॥ ৫০ ॥

জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই, হে অচ্যুত! তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদ্গতি-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ॥ ৫১ ॥

ভাগবত তিন প্রকার অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। তদনুসারে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন। ভেদ না জানিতে পারিলে আপনা হইতে উচ্চ সাধুসঙ্গ হয় না, অতএব প্রথমেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন।

মধ্যমলক্ষণম্ [১১।২।৪৬]

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৫৩ ॥

উত্তমলক্ষণম্ [১১।২।৪৫]

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৪ ॥

উত্তমভাগবতানাং তটস্থলক্ষণানি [১১।২।৪৮-৫৫]

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

লৌকিক শ্রদ্ধা অনুসারে যিনি অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরি পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান স্বরূপ অন্য জীবকে দয়া শ্রদ্ধা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ। এই লক্ষণে কর্ম্মী ও মায়াবাদীকে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মধ্যে লওয়া যায় না। যিনি কৃষ্ণের স্বরূপকে নিত্য জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত ॥ ৫২ ॥

ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা যিনি করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত ॥ ৫৩ ॥

সর্ব্বভূতে ভগবানের আত্মভাবকে এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে যিনি দেখেন, তিনি উত্তম ভাগবত। ইহাই উত্তমভাগবতের স্বরূপ লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

উত্তমভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন। ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না, এই জড় বিশ্ব সমুদায় বিষ্ণুমায়া বলিয়া জানেন, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৫৬ ॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥
ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৮
ন যস্যস্বঃপর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতঃ সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত না হন অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্ব্বদা হরিস্মৃতি-দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি ভাগবতপ্রধান ॥ ৫৬ ॥

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কামকর্ম্মবীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৭ ॥

বর্ণাশ্রমে আছেন, তথাপি জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম জাতি দ্বারা আসক্ত না হন এবং এই জড়দেহে যাঁহার অহংভাব নাই, তিনি হরির প্রিয়পাত্র ॥ ৫৮ ॥

যাঁহার বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর এরূপ ভেদ নাই, সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৯ ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৬০ ॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৬১ ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্। (১১।১১।৩২-৩৩)

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥৬৩

অজিতাত্ম সুরাদিগণ যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবনপ্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব-নিমিষার্দ্ধও বিচলিত না হন, কিন্তু অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণের উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখার নখমণি-চন্দ্রিকা দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি ; সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্র-জ্যোৎস্না পাইলে তাঁহার কি আর তাপ ক্লেশ থাকে ? ॥ ৬১ ॥

যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশক হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনই সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান ভক্ত ॥ ৬২ ॥

আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্ম্মে গুণ দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই

জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৬৪ ॥

[১১।২৬।২৬]

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

লব্ধসাধুসঙ্গঃ সাধনভক্তস্তস্যানানুকূল্যমাশ্রয়তি। আদৌ তেষামনাসক্তভাবেন বিষয়াঙ্গীকারঃ [১১।২০।২৭-৩১)

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥৬৬॥

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৩ ॥

সম্বন্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু অনন্য নিষ্কপট ভক্তি হইয়াছে, এস্থলেও উত্তমা ভক্তি বলিতে হইবে। আমার স্বরূপ, আবার শক্তির স্বরূপ, এবং সর্ব্বরসতত্ত্ব কেবল সম্বন্ধজ্ঞানেই জানিতে পারা যায়। সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানজনিত অচিন্ত্য শক্তিপরিণামতত্ত্ব পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও যিনি অনন্যভাবে এবং নিষ্কপটে আমাকে ভজন করেন, তিনিও ভক্তোত্তম, কেননা অতিশীঘ্র মৎ কৃপায় তাঁহার সম্পূর্ণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে ॥ ৬৪ ॥

অতএব চতুর্দ্দশ কিরণোক্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই কিরণোক্ত সাধুজনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সঙ্গ করেন। সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করেন। সাধক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন, এই জন্যই কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম সাধুদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে। নিষ্কপট বৈষ্ণব মাত্রের প্রতি আদর করা আবশ্যক ॥ ৬৫ ॥

লব্ধসাধুসঙ্গ পুরুষের আর যে যে আনুকূল্য আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ৬৭ ॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৬৮ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৬৯ ॥

সাধনভক্তানাং জ্ঞানবৈরাগ্যচেষ্টা ন কর্ত্তব্যা।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৭০ ॥

বলিতেছেন। প্রথমেই অনাসক্তভাবে বিষয়াঙ্গীকার। আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সকল কর্ম্মফলনির্ব্বিণ্ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে দুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে ভজন করিতে থাকিবেন। দুঃখই ইহার উদর্ক অর্থাৎ চরম ফল, এরূপ জানিয়া সেই কামকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীকার করিবেন। এই কার্য্য নিষ্কপট হইলে আমি কৃপা করি ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদি জাত কামসকলকে সমূলে নাশ করি ॥ ৬৮ ॥

তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্টি হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয় ॥ ৬৯ ॥

সাধনভক্তদিগের জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আমাকে

অগ্যাশ্রয়ং বিনা ভক্তানাং সর্ব্বলাভোভবতি ।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥ ৭২ ॥

[১১.২০।৩৬]

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ৭৩ ॥

হরিব্রতাচরণং । শুকঃ পরীক্ষিতং (৩।১।১৯)

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃ শয়নোঽবধূতঃ ।

আত্মভাবে আমার ভক্তিযুক্ত যোগী ব্যক্তি ভজন করেন। তাহাতে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-চেষ্টা-দ্বারা প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না ॥ ৭০ ॥

শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই হয়। কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধক শুভকর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ যাহা বাঞ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন ॥ ৭১-৭২ ॥

আমার একান্ত ভক্তগণ বুদ্ধির পার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধু ও সমচিত্ত। গুণ দোষ হইতে যে গুণসমূহ উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে উদয় হইতে পারে না ॥ ৭৩ ॥

জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও উর্জ্জাপালনাদি অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। বিদুর মহাশয় পবিত্র সদ্বৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন

অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ৭৪ ॥

যথালাভ-সন্তোষঃ। নারদঃ ধ্রুবম্ (৪।৮।২৯)

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥

[৪।৮।৩৩]

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥

ক্ষোভত্যাগার্থং দৃঢ়বুদ্ধিঃ [৪।৮।৩৪]

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥ ৭৬ ॥

করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত কালে স্নান, ভূমিতে শয়ন, অবধূত ও অলক্ষিত ভাবে স্বাধীন চেষ্টা, অবধূত বেশ ধারণ পূর্ব্বক হরিতোষণব্রতসকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

যথালাভে তুষ্টি ভক্তির অনুকূল। হে তাত! যাহা দৈবে মিলে, তাবৎমাত্র প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন। বিশ্বেশ্বর যাহা দেন, তাহাই আমার প্রাপ্য, এই মনে করিয়া এই তমোময় সংসার পার হইবার জন্য তদ্দ্বারা আত্মাকে তুষ্ট করিবেন ॥ ৭৫ ॥

গুণাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে আনন্দ আশা করিবে। গুণাধম ব্যক্তির নিকট হইতে অনুক্রোশ পাইব মনে করিবে। সমান ব্যক্তির নিকট হইতে মৈত্রী লিপ্সা করিবে। কিছুতেই তাপ মনে করিবে না ॥ ৭৬ ॥

নবীনমুপায়মকুর্ব্বন্ পূর্ব্বোপায়মবলম্বয়েৎ। মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্।

[৪।১৮।৪-৫]

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭॥

প্রাক্ত্যাগাধিকারপ্রাপ্তেঃ গৃহমেবানুকূলম্। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্।

[৫।১।১৮]

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥ ৭৮॥

পূর্ব্বমহাজন-প্রদর্শিত উপায় সকল অবলম্বন করিবে। সেই উপায় ধরিয়া ইদানীন্তন ব্যক্তি সহজে উপেয় লাভ করেন। তাহা অনাদর করিয়া যিনি আপনাকে বিদ্বান্ মনে করিয়া অর্থসকল স্বয়ং আরম্ভ করেন, তাঁহার অর্থসকল পুনঃ পুনঃ আরব্ধ হইয়া ব্যভিচার-দশা লাভ করে॥ ৭৭॥

ত্যাগ-অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বে গৃহাশ্রম ভজনের অনুকূল হয়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী শত্রুকে যিনি জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই গৃহে বসিয়া যত্ন করিবেন। গৃহরূপ দুর্গ আশ্রয় করত বলবান্ অরিসকলকে দমন করিবেন। কাম ক্ষীণ হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে যোগ্য হইবেন। তৎপূর্ব্বে নয়॥ ৭৮॥

গৃহস্থবৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাশ্রিতজীবনমনুকূলম্ ; নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১১। ১৪-১৫, ২১-২৪, ৩০, ৩২, ৩৫]

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজা-গোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥
বৈশ্যস্তু বার্ত্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবৃত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। বিপ্র বৈষ্ণব অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (ইহার মধ্যে যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনবৃত্তি) করিবেন। ক্ষত্রিয় প্রজাপালন এবং বিপ্র ব্যতীত অন্য বর্ণের নিকট করশুল্কাদি গ্রহণ করিবেন। বৈশ্য বার্ত্তা-বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকুলের অনুগত থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন। শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারা তাহাই করিবেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য এই কএকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ॥ ৮১ ॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য এই কএকটী ক্ষত্র-লক্ষণ ॥ ৮২ ॥

দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে

আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥ ৮৩ ॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ৮৪ ॥
বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৮৫ ॥
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নিগুর্ণতামিয়াৎ ॥ ৮৬ ॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৮৭ ॥

বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য এই কএকটী বৈশ্য-লক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা এই কএকটী শূদ্র-লক্ষণ ॥ ৮৪ ॥

সঙ্করজাতির বৃত্তি তত্তৎকুলপ্রচলিত যাহা থাকে, তাহাই। কিন্তু অস্তেয় ও অপাপ-সিদ্ধবৃত্তি অন্ত্যজ জাতির ॥ ৮৫ ॥

বৃত্তি স্বভাবকৃতই হইয়া থাকে। সেই সেই বৃত্তিতে স্বকর্ম্মকৃৎ বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রমশঃ স্বভাবজ কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে করিতে নিগুর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বভাব যত উন্নত হইবে, স্বধর্ম্মও ততই উচ্চোচ্চ হইবে ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না ॥ ৮৭ ॥

জীবনস্যানিত্যতা সততং স্মর্ত্তব্যা। বসুদেবঃ কংসম্ [১০।১।৩৮]

মৃত্যুর্জ্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৮৮ ॥

দৈন্যমাশ্রয়ণীয়ম্। ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [১০।১৪।৩৮]

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৯ ॥

আত্মীয়বিয়োগাদৌ শোকমোহাদিরাহিত্যমনুকূলম [৬।১৫।৩]

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৯০ ॥

ক্ষমাবলম্বনীয়া। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১৭।৩৭]

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ।

জীবন যে অনিত্য, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাত! যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দেহের সহিত মৃত্যুও জন্মিয়াছে। অদ্য বা শত বৎসরান্তে প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যই হইবে ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন, অনেক বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার বৈভব আমার মন, শরীর ও বাক্যের কখনই গোচর হয় না। ॥ ৮৯ ॥

আত্মীয়-বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে হৃদয়ে কৃষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হন না। তাই বলিতেছেন যে, স্রোতবেগে বালুকাসকল যেমত চলিয়া যায় এবং সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কাল-বেগ-দ্বারা দেহীদিগের সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে শোক মোহের প্রয়োজনতা কি? ॥ ৯০ ॥

ক্ষমা ভক্তির অনুকূল। চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে যথেষ্ট

মূর্দ্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥ ॥ ৯১ ॥

দুর্ব্বাসা [৯।৫।১৪]

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সম হসে ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণ এব রক্ষক ইতি বিশ্বাসঃ। দেবাঃ ভগবন্তম্ [১ '৩৩]

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচি-
দ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ৯৩ ॥

সর্ব্বভূতদয়া। প্রহ্লাদঃ নৃসিংহং [৭।৯।৪৪]

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

ক্ষমবান্ ছিলেন, তথাপি বৈষ্ণবতা-প্রযুক্ত তিনি দেবীর শাপকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া ক্ষমা করিলেন। ইহাই সাধু-লক্ষণ ॥ ৯১ ॥

হে রাজন্! অদ্য আমি অনন্তদাসদিগের মহত্ত্ব দেখিলাম। অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গলও বৈষ্ণবজন কামনা করেন ॥ ৯২ ॥

ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক, এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। হে মাধব! তোমার ভক্তগণ তোমাতে বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না। তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারকদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন ॥ ৯৩ ॥

সর্ব্বভূতে দয়া করা আবশ্যক। হে দেব! মুনিগণ নিজমুক্তি-কামনায় বিজনস্থানে মৌনভাবে দিনযাপন করেন। অন্যজীবের মঙ্গল চেষ্টা করেন

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৯৪ ॥

দৃঢ়পবিত্রজীবনং। ভগবান্ [৭।১০।১৩]

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।৩৬]

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৯৬ ॥

না। কিন্তু আমি তোমার দাসানুদাস, এই সকল অসুর বালককে স্বয়ং মুমুক্ষু হইয়া ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি ব্যতীত সংসার-লোকের অন্য শরণ নাই। জীবে কৃষ্ণভক্তি উৎপাদন করাই চরম উপকার। ভোজন, আচ্ছাদন ও ঔষধাদি দানকে উপকার বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপকার। কখন তাহাতে অপকার হইয়া পড়ে। জীবাভয় প্রদানের ন্যায় উপকার নাই, তাহাই বাস্তবিক উপকার ॥ ৯৪ ॥

অনাসক্তরূপে বিষয়-ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত জীবিত থাক, পূর্ব্ব পুণ্যসকল ভোগ-দ্বারা এবং পূর্ব্ব পাপসকল কুশল-কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয় করত কালবেগের সাহায্যে এই অনিত্য কলেবর ত্যাগ করিয়া এবং ভক্তি-সম্বন্ধীয় সুরলোক-গীত বিশুদ্ধা কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক মুক্তবন্ধ হইয়া আমাকে পাইবে ॥ ৯৫ ॥

রাগাদি সেই পর্য্যন্ত তস্কর, গৃহ সেই পর্য্যন্ত কারাগৃহ এবং মোহ সেই

[১০।১৪।৮]

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৯৭ ॥

পরার্থে উৎসাহঃ। শুকঃ [১০।২২।৩৫]

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৮৯॥

দুঃখকারণং। ভগবান্ [১০।৮৮।৮]

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
স্বত এনং ত্যজন্তস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৯৯ ॥

পর্য্যন্ত পদনিগড় অর্থাৎ বেড়ি যে পর্য্যন্ত হে কৃষ্ণ! জীবসকল তোমার দাস না হয় ॥ ৯৬ ॥

অতএব তোমার অনুকম্পার আশা করিয়া আত্মকৃতবিপাকসকল ভোগ করিতে করিতে, হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাকে যে নিরন্তর নমস্কার বিধান করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিপদ-রূপ তোমাতে দায়ভাক্ হয় ॥ ৯৭ ॥

[illegible]ীর প্রতি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহিগণের যে শ্রেয় [illegible] চরণ, তাহাই জন্মের সাফল্য। ইহার নামই উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা ॥ ৯৮ ॥

দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিলেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি। [illegible] [illegible] ক যে [illegible]হার কপট বান্ধবগণ তাহাকে

আনুকূল্যসমাহারঃ। শুকঃ [১০।৪১।৫১]

সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ১০০ ॥

শুদ্ধভক্তেষু সর্ব্বে সদ্গুণাঃ স্বভাবতঃ সন্তি। ভদ্রশ্রবা [৫।১৮।১২]

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১০১ ॥

ধৈর্য্যং। মৈত্রেয়ঃ বিদুরঃ [৩।২২।৩৭]

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ১০২ ॥

দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে। তাহার অসৎ সঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে ॥ ৯৯ ॥

বৈষ্ণবকর্ত্তব্যতার সংক্ষেপ। তিনি সেই অখিলাত্মা কৃষ্ণে অচলা ভক্তি, কৃষ্ণভক্তে সৌহার্দ্দ এবং সর্ব্বভূতে শ্রেষ্ঠা দয়া পাইবার বর যাচ্ঞা করিলেন ॥ ১০০ ॥

পৃথক্ পৃথক্ সদ্গুণ-শিক্ষার চেষ্টা প্রয়ো[illegible] হইলেই অন্য সকল তটস্থ সদ্গুণ উদিত হয়। প্র[illegible] বলিলেন, যাঁহার কৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সকল সদ্গুণ ও দেববর্গ তাঁহার শরীরকে শোভা করেন। মনোরথের সহিত যাহারা বহির্বিষয়ে ধাবমান, তাহাদের বহু চেষ্টা করিলেও সদ্গুণসকল কিরূপে হইবে ॥ ১০১ ॥

ধৈর্য্য বৈষ্ণবের একটী প্রধান গুণ। শারীর, মানস ও দিব্য এবং

মনসঃ স্থৈর্য্যোপায়ঃ। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২০।১৯]

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যভক্তিচেষ্টয়া সর্ব্বার্থলাভো ভবতি [১১।১৪।১৮]

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১০৪ ॥

[১১।১৪।১৯]

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১০৫ ॥

মনুষ্যদিগের ভৌতিক যে সকল ক্লেশ হয়, তাঁহারা হরিসংশ্রিত ব্যক্তিকে কথনই বাধা দিতে পারে না ॥ ১০২ ॥

মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। ধার্য্যমান মন আশুভ্রামিত হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে অনুরোধ মার্গে তাহাকে আত্মবশ করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যেরূপ তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া লয়, সেইরূপ কাম-ধাবিত মনকে একটু ধর্ম্মসম্মত প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এই কৌশলটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক ॥ ১০৩ ॥

ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তির পূর্ব্বাভ্যস্ত অজিতেন্দ্রিয় মন কিছু দিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি-প্রাগল্ভ্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তি-প্রবলতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। তবে যে কেহ কেহ পতন হয়, সে কেবল কপটতার ফল ॥ ১০৪ ॥

সুসমৃদ্ধ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপকে মূলের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ১০৫ ॥

[১১।১৪।২১-২৩]

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১০৬ ॥
ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুণাতি হি ॥ ১০৭ ॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

ভক্ত্যনুকূলধর্ম্মাঃ । প্রবুদ্ধঃ নিমিং [১১।৩।২৩-২৭]

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥ ১০৯ ॥

ভক্তি অনন্য হইলে সাধুদিগের প্রিয় আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকে জাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ ১০৬ ॥

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্ম, সত্যাদি বা তপসান্বিত বিদ্যা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥

দ্রবচ্চিত্ত ও আনন্দাশ্রুকলাযুক্তা শুদ্ধাভক্তি বিনা আশয় কিরূপে শুদ্ধ হইবে ॥ ১০৮ ॥

যে সকল ধর্ম্মকে ভক্তি অনুকূল বলিয়া আশ্রয় করা উচিত তাহা বলিতেছেন। সকল বিষয় হইতে মনকে অসঙ্গ করা, শীঘ্র সাধুসঙ্গ করা, দয়া, মৈত্রী, সর্ব্বভূতে প্রশ্রয় দেওয়া, শৌচ, তপ, তিতিক্ষা, মৌন, ভক্তি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, মানঅপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মারূপ ঈশ্বরদর্শন, কৈবল্য (জড় হইতে আত্মাকে পৃথক্ দৃষ্টি), অনিকেততা (গৃহারম্ভাদি প্রয়াসশূন্যতা) নির্জ্জনবাস, সামান্য

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ১১০ ॥

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্ ।
বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ১১১ ॥

মনো বাক্কায়-দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ।
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ১১২ ॥

[১১।৩,২৭-২৮]

জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্ ॥১১৩॥

অকিঞ্চনভক্তানাং কৃষ্ণপূজাপদ্ধতিঃ। ভগবান্ [১০।৮১।৪]

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ১১৪ ॥

চীরবসন, যাহাতে তাহাতে সন্তোষ, প্রয়োজন স্থলে মন, বাক্য ও শরীরের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, ভগবৎ জন্ম-কর্ম্ম-গুণাদির কথা, কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপ, জপ, এবং নিজ প্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু ও বৃত্ত অর্পণ ; স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, প্রাণ কৃষ্ণে নিবেদন করা। এই সকল ভক্তির উদ্দেশে কৃত হইলে ভক্তির অনুকূল হয় ॥ ১০৯-১১৩ ॥

অকিঞ্চন ব্যক্তির পূজা-বিধি। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল (যাহা বিনা ব্যয়ে সংগ্রহ হয়) যত্নবান্ পুরুষ ভক্তির সহিত আমাকে দিলে আমি ঐ ভক্তিদত্ত বস্তু স্বীকার করি ॥ ১১৪ ॥

লোকশিক্ষা। ভগবান দেবান [৬।৯।৪৯]

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥১১৫॥

সাধকানাং প্রার্থনা। বৃত্রঃ ভগবন্তং (৬।১১।২৭)

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ১১৬ ॥

কবিঃ নিমিং [১১।২।৪২]

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

রোগী ইচ্ছা করিলেও উত্তম চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য দেন না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ লোককে কর্ম্ম-ত্যাগরূপ নিঃশ্রেয় তত্ত্ব বলেন না, কেননা অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহা ফলদায়ক নয়। অজ্ঞলোক কর্ম্মপ্রিয়, তাহাদিগকে ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের উপদেশ দেন। অধিকার-বিচারে উপদেশ-ভেদ। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়॥ ১১৫ ॥

হে নাথ! স্বকর্ম্ম দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য হউক। তোমার মায়ামোহিত হইয়া আসক্তচিত্ত যে আমি, আমার যেন স্ত্রীপুত্র ও গৃহাদিতে সখ্য বা আসক্তি না হয়, আমার এই প্রার্থনা ॥ ১১৬ ॥

সুপথ্য অন্নভোজনকারীর প্রতি-গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রসন্নব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ১১৭ ॥

ভগবৎকৃপয়া সর্ব্বকামক্ষয়ঃ। দেবাঃ গায়ন্তি।

৫।১৯।২৬]

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১১৮ ॥

এবং অনিত্য বস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান এবং ইতর বস্তুতে বিরক্তি একই কালে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্য পৃথক্ তত্ত্ব নয়, অতএব তাহাদের চেষ্টা পৃথক্ হইলে তাহারা বহির্ম্মুখ হয়। বহির্ম্মুখ জ্ঞান ও শুষ্ক বৈরাগ্য অতিশয় মন্দ। ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে ভক্তির অভাব। সুতরাং তাহাকে কপট ভক্তি বলিতে হইবে। বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধ-জ্ঞানে আত্মার পুষ্টি, এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি এইরূপ তিনটী উপমা প্রদর্শিত হইল ॥ ১১৭ ॥

ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া অর্থিতবিষয় দেন সত্য, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ হয় না, কেননা আবার পুনরায় যাচ্ঞার কারণ উপস্থিত হয়। এই জন্য কোন সামান্য কামের সহিত ভজনা করিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছার অভাবসত্ত্বেও ইচ্ছানিবারক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং বিধান করেন, তখন আর কোন প্রকার কাম থাকে না। কামের জন্য যাঁহারা অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা কামিত বিষয় মাত্র পাইয়া তাঁহাদের কাম বৃদ্ধি

বহ্বায়াসাপ্রয়োজনতা। প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ (৭।৬।১৯)

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥ ১১৯ ॥

ভজনে কালবিলম্বো ন কর্ত্তব্যঃ (৭।৬।১)

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ১২০ ॥

(৭।৬।৪-৫)

তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃপরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ১২১ ॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥ ১২২ ॥

হয়। অতএব কাম থাকিলেও কৃষ্ণভজন করিলে অচিরে নিষ্কামফল পাওয়া যায় ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণভজনে বহ্বায়াসের আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আত্মা। সর্ব্বপ্রকারে তিনি সিদ্ধতত্ত্ব। হে অসুরবালকগণ! বহু আয়াস দ্বারা অচ্যুত প্রীত হন না। সহজভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায় ॥ ১১৯ ॥

মানুষজন্ম দুর্ল্লভ ও অধ্রুব। তথাপি এই জন্মেই পরমার্থ লাভ হয়। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার বয়স হইতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবেন ॥ ১২০ ॥

যাহাতে আয়ু বৃথা ক্ষয় হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস করিবেন না। তাহাতে মুকুন্দ-চরণাম্বুজরূপ ক্ষেম পাওয়া যায় না ॥ ১২১ ॥

এই পুষ্কল শরীর যে পর্য্যন্ত বিপন্ন না হয়, ভাবাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন। বিপন্ন হইলে আর কি করিয়া ভজন হইবে ॥ ১২২ ॥

বাসস্থানভোজনাদের্নির্গুণত্বং প্রয়োজনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম।
(১১।২৫।২৫ ও ২৭-২৮)

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥ ১২৩ ॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ ১২৪ ॥

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাহশুচি ॥ ১২৫ ॥

নিষ্কপটবিষয়ীজনং প্রতি কৃপা। চমসঃ নিমিম্ [১১।৫।৪]

দূরে হরিকথা কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥ ১২৬ ॥

নির্গুণভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি সকল ব্যবহারিক বস্তুকে নির্গুণ করা চাই। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নির্গুণ হয়। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়াদি-স্থান তামসিক, আমার নিকেতন নির্গুণ ॥ ১২৩ ॥

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী। কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসী। অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী। মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ ॥ ১২৪ ॥

সুপথ্য অর্থাৎ সুপাচ্য, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পূত অর্থাৎ পবিত্র এবং অল্পায়াস-সাধ্য আহার্য্য বস্তু সাত্ত্বিক। ইন্দ্রিয়প্রিয় খাদ্যদ্রব্য রাজস, আর্ত্তিদ অর্থাৎ অপাচ্য ও অমেধ্য দ্রব্য তামস খাদ্য। কৃষ্ণনিবেদিত সাত্ত্বিক আহার্য্যই নির্গুণ ॥ ১২৫ ॥

নিষ্কপট বিষয়ীজনের প্রতি কৃপা করা উচিত। স্ত্রী শূদ্রাদি বিষয়ে

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১৪।৫৮]

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাবতার্ক মরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে সাধনভক্তিনিরূপণং নাম
পঞ্চদশঃ কিরণঃ।

আবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা ও অচ্যুতকীর্ত্তন হইতে দূরে থাকে। সেই সকল যদি নিষ্কপট হয়, তাহারা আপনাদের কৃপাপাত্র ॥ ১২৬ ॥

যাহারা কৃষ্ণের মহৎ পুণ্যযশ পদরূপ পদপল্লবাত্মক প্লব আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভবাম্বুধিকে বৎসপদ জ্ঞান করেন। পরং পদ অনায়াস লভ্য হয়। তাঁহাদের বিপদের কোন ভয় থাকে না ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে পঞ্চদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ষোড়শঃ কিরণঃ।

ভাবোদয়ক্রমঃ।

কপিলঃ দেবহুতিং [৩।২৫।২৫]

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১ ॥

ভাবস্য সর্ব্বোত্তমতা। নারদঃ ব্যাসং [১।৫।৩৯]

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥২॥

সাধনৈর্জীবনে যস্য দৃষ্টো ভাবোদয়ক্রমঃ।
রঘুনাথমহং বন্দে দাসগোস্বামিনং প্রভুম্ ॥

ভাবোদয়ক্রম বলিতেছেন। সাধুগণের সঙ্গে আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে আপবর্গ্য পথ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয় ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, হে ব্যাস! স্বীয় নিগম আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে

সাধনৈর্ভাবাপ্তিঃ [সূতঃ শৌনকাদীন [১।২।১৪-১৮]

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ ৩॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥ ৪
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথা-রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ ৫॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥ ৬॥

দেখিয়া ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলেন এবং আমাকে চিৎসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্য ও তাহাতে ভাব প্রদান করিলেন॥ ২॥

যেরূপে সাধনভক্তিতে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন। অতএব একমনে সাত্বতপতি ভগবানের বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিবে॥ ৩॥

যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করেন, তাঁহার কথায় রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন? ॥ ৪॥

হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম শুশ্রূষা। ভাগ্যক্রমে সেই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না। মহদ্ভক্ত-সেবাই সুকৃতি। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ-নিষেবণে মহৎসঙ্গলাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎসেবা হয়। মহৎ সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা। প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয়॥ ৫॥

জাতশ্রদ্ধ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ৭ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা । ততঃ সাধুসঙ্গঃ । ততো ভজনং । ততঃ অভদ্ররূপোঽনর্থনিবৃত্তিঃ ততঃ নিষ্ঠা । ততঃ রুচিঃ । যথা নারদচরিতে । নারদ ব্যাস [১।৫।২৫-২৮]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন । হৃদয়ে বসিয়া সাধুদিগের সুহৃদ হরি অভদ্রসকল নাশ করেন । অভদ্র বহুবিধ । আদৌ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অপরাধে অবিদ্যা-বন্ধন । অবিদ্যাবন্ধনে স্বরূপভ্রম-বশতঃ কর্ম্মচক্র । তাহাতে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য । তাহা হইতে পুণ্য পাপ । তাহা হইতে স্বর্গ নরক । অভদ্রসমূহের সমাস । জীবের সংসার, সুখ দুঃখ রূপ বহু-বিধ ক্লেশ । অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মই সকল ক্লেশের মূল । কামকে দমন করিবার জন্য জ্ঞানিগণ যোগ-চেষ্টা করিয়া থাকেন । সে পথ ভাল নয় । ভক্তিপথই ভাল । ইহাতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্র শীঘ্রই দূর হয় ও চিত্ত স্থির হয় ॥ ৬ ॥

অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপেই উদয় হয় । নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয় । নিত্য ভাগবত সেবা অর্থাৎ ভক্তসেবা ও এই ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবা দ্বারা অভদ্রসকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয় ॥ ৭ ॥

নারদ-চরিত্রে ইহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । নারদ কহিলেন, হে ব্যাস ! আমি সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট লেপাদি কার্য্য করিলে তাঁহাদের দ্বারা

এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিংস্তথা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্ম্ময়া।

অনুমোদিত হইয়া একবার তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম। তাহাতে সমস্ত পাপ দূর হইল। এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র ভাগবতধর্ম্মে আমার রুচি উদয় হইল। এ সময় নিষ্ঠাই হইল ॥ ৮ ॥

প্রতিদিন আমি কৃষ্ণকথাগানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল। রতি শব্দে এস্থলে রুচি ॥ ৯ ॥

হে মহামতে! লব্ধরুচি আমি ক্রমে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে অস্খলিতমতি হইলাম। মতি শব্দে আসক্তি, সেই আসক্তি-ক্রমে আমি আপনাকে চিৎসত্তা জানিয়া পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলাম। পরব্রহ্ম পরম চৈতন্য, আমি অণুচৈতন্য এইটী নিশ্চয় বোধ হইলে চিজ্জাতীয়ত্বে আমার ব্রহ্মস্থিতি হইল। জড়দেহে যে 'আমি' অভিমান, তাহা দূর হইয়া গেলে জড়-

যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ১০ ॥

মতিরত্রাসক্তিঃ।

ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ১১ ॥

ভক্তিরত্র ভাবঃ [১।২।১৯-২০]

তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।

চিৎসংঘাত-দুষ্ট দ্বৈতপ্রতীতি দূর হইল। জীব ও ব্রহ্মের চিত্তত্ত্বে স্বজাতীয়-প্রতীতি উদয় হইল ॥ ১০ ॥

এইরূপে শরৎকাল ও বর্ষাকাল একত্রে মহাত্মা মুনিদিগের মুখে সময়ে সময়ে শ্রীহরির অমলযশ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তের রজ ও তমোনাশক ভক্তি মনে উদয় হইল। ইহাই ভাবরূপা ভক্তি ॥ ১১ ॥

তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর আমার চিত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিল না। সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হইল। এস্থলে ক্রম এইরূপ। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভাগবত সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ নাশ হইল এবং চিত্তশুদ্ধ হইল। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার পূর্ব্বে যে অভদ্রনাশ হইয়াছিল, তাহা কেবল নষ্টপ্রায় বুঝিতে হইবে। পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম শ্লোকে এই বিচার দেখা যাইবে। নষ্টপ্রায় অভদ্র ছিল, নিষ্ঠা দ্বারা হরিভজনে তাহার পাপ-অংশগুলি গেল, তথাপি চিত্তগত পাপাশয় যায় নাই। রুচির সহিত হরিভজনক্রমে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে অস্খলিতমতি অর্থাৎ

চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১২ ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ১৩ ॥

[১।২।২২]

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।

পুণ্য-পাপাশয় বিনষ্ট হইল। তথাপি পুণ্যপাপাশয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহ যায় নাই। আসক্তির সহিত কৃষ্ণভজনে অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া স্বরূপোদয় হয়। তাহারই নাম ভাবভক্তি। ভাবভক্তি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত। সে সময় আর অবিদ্যা-দ্বারা চিত্ত বিদ্ধ হয় না। এই স্বরূপ-সিদ্ধির উদয়ের পর দেহত্যাগ হইলে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বস্তুসিদ্ধি হয়। এই প্রকার প্রসন্নমন হইয়া ভগবদ্ভক্তিযোগক্রমে মুক্তসঙ্গপুরুষের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হয়। নবম শ্লোকে যে চিত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথক। উপাস্যতত্ত্বে ব্রহ্মপ্রতীতি প্রথম। পরমাত্মপ্রতীতি দ্বিতীয়। ভগবৎপ্রতীতি তৃতীয়। ব্রহ্মপ্রতীতিতে শান্তরসের আধিক্য। ভগবৎপ্রতীতিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদয়। এই স্থলে ইহার সূচনা মাত্র করা গেল। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে চতুঃশ্লোকী ভাগবতোদিত রসতত্ত্বের লক্ষণ দেখা যায়। ভাব বা রতি রসের স্থায়ী ভাব। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সংযোগে প্রেম রস হয়। তাহারই নাম ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান। দশমস্কন্ধ ভাগবতই এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা। পরে প্রকাশ হইবে ॥ ১২ ॥

এই রসপ্রাপ্তির আশায় কবিসকল পরাভক্তি দ্বারা বাসুদেব ভগবানে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বৈধীভক্তি-সাধনে এই প্রক্রিয়া। রাগানুগসাধনে প্রক্রিয়ার কিছু কিছু

বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ১৪ ॥

এতাবৎ বৈধসাধনভক্তির্দর্শিতা। রাগানুগসাধনভক্তির্নির্ণীয়তে। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১২।৮-৯]

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ১৫ ॥

ভেদ আছে। সুকৃতি-বশতঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব ক্রমে সাধিত হয়। রাগানুগসাধনে ব্রজবাসী-দিগের মধ্যে যে কোন প্রকার রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকার দেখা যায় এবং ঐ প্রকার সাধনে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগানুগা ভক্তির মূল। লোভ হইতে সেই ভক্তের অনুকরণ। রক্তক পত্রক প্রভৃতি কৃষ্ণদাসগণ বহুবিধ। শ্রীদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখাগণ অনেক। যশোদা রোহিণী বলদেব নন্দ প্রভৃতি গুরুগণ অনেক। আবার ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ অনন্ত। কোন ব্যক্তি আপনার বহুজন্মের সুকৃতিবলে ব্রজের কোন ভাবভক্তের চরিত্র শুনিয়া, তাঁহার যেরূপ কৃষ্ণ-সেবা তাহাতে যে লোভ হয়, তাহা রাগগন্ধযুক্ত। সেই লোভক্রমে সেই ব্রজভক্তের অনুকৃতি করিতে করিতে সাধনসিদ্ধি ও ভাবপ্রাপ্তি হয়। ইহার নাম রাগানুগ সাধন। ইহাতে অল্প কালে ভাব হয়। সাধনদশা পরিপাক হইয়া সিদ্ধদশা হয়। বৈধসাধনে নারদের চারিমাসেই সিদ্ধি লাভ হয়। রাগানুগসাধনে অনেক মহাজনদিগের দর্শন ও বিচারমাত্রেই ভাবোদয় হইয়াছে। পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব মধুররসবিষয়ে অধিক অনুমোদন করায়, আমাদের ঐ বিষয়ে ভাব ও প্রেমের কথা সংগৃহীত হইবে। অন্য সব রসাপেক্ষা এই গ্রন্থে মধুর রসের অধিক আলোচনা। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! কেবল ভাবের দ্বারা গোপীগণ,

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি ॥ ১৬ ॥

গোপ্যঃ সাধনসিদ্ধাঃ মধুররসেন। নিত্যাসিদ্ধানামানুগত্যেন চ।
[১১।১২।১২-১৩]

তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ১৭ ॥

গাভীগণ, নগমৃগগণ মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ সিদ্ধ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ফল অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, স্বাধ্যায় ও সন্ন্যাস দ্বারা কেহ কখনও যত্ন করিয়াও পায় নাই। গোপীদিগের মধ্যে যাহারা সাধনসিদ্ধা তাহাদেরই কথা এস্থলে বলা হইল। ॥ ১৪।১৫।১৬ ॥

মধুররসে সাধনসিদ্ধ গোপীদিগের কথা হইতেছে। সেই সকল গোপী আমাতে অনুষঙ্গবদ্ধ বুদ্ধি হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব কথা এবং সম্প্রতি লব্ধগোপীদেহ স্মরণ করিতে পারিলেন না। যখন তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি ছিলেন, তখন রামচন্দ্রের কমনীয় রূপ দেখিয়া সম্ভোগ কামনা করেন। সেই সুকৃতিবলে গোপীদেহ পান। শ্রুতিগণ তদ্রূপ কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন দেবীগণ সেইরূপ করিয়াছিলেন। এ সময়ে নিজ নিজ পূর্ব্বদেহ ভুলিলেন এবং পতিভ্রাতৃবর্গ-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া উপস্থিত দেহও ভুলিলেন। মনে মনে সিদ্ধদেহে সখীর অনুগত হইলেন। এই ব্যাপারের তুলনা নাই। সুতরাং

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১৮ ॥

পারকীয়-ভাবনায়াঃ শ্রেষ্ঠতা দর্শিতা। তদ্গতিরপি বৈধী সিদ্ধ্য-
পেক্ষয়া শ্রেষ্ঠা। শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।২৯।৯-১১]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ১৯ ॥

সমাধিতে মুনিগণ যে দশা লাভ করেন, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা। নদীসকল নামরূপ ছাড়িয়া যেমত সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিত্য সিদ্ধ গোপীদিগের ভোগ্য রসসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

দেখ কৃষ্ণকাম হইয়া বস্তুতঃ পরমব্রহ্মরূপ আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গে সাধনসিদ্ধা অবলাগণ পরকীয়ভাবে রমণস্বরূপ আমাকে পাইয়াছিলেন। অস্বরূপবিদ্ শব্দে পারকীয় জ্ঞানকেই বুঝায়। মধুর রসের পরমপুষ্টিভাবের জন্য মদীয় গোলোক-প্রেয়সীদিগের নিত্য পরকীয় বুদ্ধি। সেই অভিমানে নিত্যপতি কৃষ্ণের জারবুদ্ধি যোগমায়া-কর্ত্তৃক নিত্য সিদ্ধ। কৃষ্ণ জগৎপতি, গোলোকপতি, গোপতি, গোপীপতি, সুতরাং তাঁহাতে জার-পতিত্ব ঘটে না। কিন্তু পারকীয় বুদ্ধি গোপীগণের রসোদিত সিদ্ধ ধর্ম্ম। মহিষী ও লক্ষ্মীরূপে নিজপতিবুদ্ধিসত্ত্বেও গোপী-স্বরূপে পরকীয়বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণের নিত্য পত্নী এই জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান হইলেও রস-মাধুর্য্য অস্বরূপজ্ঞান লীলাতত্ত্বে অতি রমণীয়। তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধা গোপীদিগেরও এই পারকীয় জ্ঞান কাযে কাযেই নিত্যসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পারিয়া গৃহের অন্তঃপুরে

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্ব্ব‌ৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ২০ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ২১ ॥

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে তদ্ভাবনা-যুক্তে, ধ্যান করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অতিপ্রিয় কৃষ্ণের দুঃসহবিরহতীব্রতাপদ্বারা তাঁহাদের অশুভ সমস্ত ধৌত হইল। ধ্যানপ্রাপ্ত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ যে নির্বৃতি লাভ করিলেন, তদ্দ্বারা সমস্ত পুণ্য ক্ষীণ হইল ॥ ২০ ॥

জার বুদ্ধি অর্থাৎ পারকীয় বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানে পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ সদ্য প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অপ্রাকৃত দেহ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াও কিরূপে পাপ পুণ্য ও গুণময় দেহ ছিল, ইহার মীমাংসা এই যে, সাধনকালে স্বরূপ দেহের আভাস পাইলেও গুণময় দেহ থাকে, যে পর্য্যন্ত নির্গুণ বস্তুসিদ্ধি না হয়। সেই সেই ঋষিগণ, সেই সেই উপনিষদ্‌-গণ, সেই সেই দেবীগণ সাধনময় ব্রজে গোপীজন্ম পাইয়াও সাধনদেহে ছিলেন। ভৌমব্রজে যোগমায়া-কৃত স্বরূপপ্রতীতি হয়। তথায় সিদ্ধ গোপীদিগের অনুগত হইয়া ভজিতে ভজিতে রাগাত্মিকা ভাব প্রাপ্ত হন। সেই রাগপ্রাপ্তিকালে গৌণদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ দেহ প্রাপ্তি। ইহাকেই সাধনসিদ্ধি বলে। অপ্রকটে যে গোলোকীয় ব্রজ বৃন্দাবন, তাহাতে সকলেই বস্তুসিদ্ধ। সেই নিত্য গোলোকের প্রাপঞ্চিকপ্রতীতিই এই ভৌমব্রজ। যেথানেই হউক রাগানুগভক্তগণ গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, সেইখানেই ভৌমব্রজের জন-নিষ্ঠ বিশেষ প্রতীতি। সাক্ষাৎ ভৌমব্রজে এই প্রতীতি ভক্তসাধারণনিষ্ঠ ॥ ২১ ॥

শ্রদ্ধানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিক্রমেণ বৈধসাধনভক্তের্যাগতিঃ সৈব রাগানুগ-ভক্তেঃ সদ্যঃ লোভোদিতভাবোদয়ে ভবতি।

শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।২৯।১৪-১৫]

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ২২ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ২৩ ॥

ভগবান এবং তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী গোলোকবৃন্দাবন সমস্তই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, চিন্ময়। কৃষ্ণলীলার প্রপঞ্চ-বিজয় কেবল অধিকারী জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য হইয়া থাকে। ব্যক্তি শব্দের অর্থ কেবল প্রপঞ্চে উদয়॥ ২২ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহৃদ নিত্যরূপে কৃষ্ণে নিযুক্ত করিলে কৃষ্ণলীলার সহিত তন্ময়তা লাভ হয়। তন্ময়তা তিন প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-গত, গুণ-গত ও লীলারসগত। ক্রোধ ও ভয়ের দ্বারা স্বরূপ-গত তন্ময়তা হয়। কংস ও শিশুপাল ইহার উদাহরণ। মায়াবাদী সন্ন্যাসি-গণও সেই স্বরূপগত তন্ময়তা লাভ করেন। স্বরূপগত তন্ময়তায় আত্ম-লোপ হয়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথাহি ভজাম্যহং এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞা দ্বারা একমাত্র চিন্মাত্র সত্তানিষ্ঠপ্রপত্তিতে মায়াবাদিগণের আসুরিক তন্ময়তার সহিত ঐক্য ফল হয়। সৌহৃদ দ্বারা গুণগত তন্ময়তা হয়। তখন ভক্ত একান্ত কৃষ্ণ তন্ময়। কৃষ্ণগুণগত হইয়া দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমে মগ্ন থাকেন। কামের দ্বারাই লীলাগত তন্ময়তা। ইহাই গোপী-অনুগত ভক্তদিগের প্রাপ্য॥ ২৩ ॥

দাস্তসখ্যবাৎসল্যমধুররসেষু পৃথক্ পৃথক্ রাগানুগসাধনভক্তাঃ বর্ত্তন্তে। তৎসম্বন্ধজ্ঞানং ভাবসঙ্গাৎ উদয়তি। ব্রজজনানাং তত্তদ্ রাগদৃষ্ট্যা যো লোভো জায়তে ততো ভাব উদয়তি। প্রবলউপায়ত্বাৎ। তত্র ভাবলক্ষণানি। প্রবুদ্ধঃ নিমিং [১১।৩।৩২]

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নিন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ২৪॥

প্রেমলক্ষণানাং সাত্ত্বিকবিকারাণাং স্বল্পোদয় এব ভক্তৌ লক্ষিতঃ। কবিঃ নিমিং। [১১।২।৩৯]

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

কৃষ্ণ-লীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাঁসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন করিয়া কখন নৃত্য করেন কখন বা গান করেন। কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করত স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্তিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না॥ ২৪॥

শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয় পরিষ্কৃতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্টভাব-

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥

[১১।২।৪০]

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদচরিতে ভাবলক্ষণানি। শুকঃ পরীক্ষিতং [৭।৪।৩৬-৩৭]

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্ম্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ২৭ ॥

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।

লক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার জন্ম কর্ম্ম ও লৌকিকচেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন মুরারি প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার স্বীয় প্রিয় কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে জাতানুরাগ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গলিতচিত্তে হাস্য করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন, এবং লোকাপেক্ষা করেন না ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদের ভাবলক্ষণ যথা। বাসুদেব কৃষ্ণে যাঁহার নৈসর্গিক রতি হইয়াছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ দ্বারা মাহাত্ম্য সূচিত হয় ॥ ২৭ ॥

বালক হইয়াও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমনা হইয়া

কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥ ২৮ ॥

[৭।৪।৩৯]

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥

[৭।৪।৪০-৪২]

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ৩০ ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৩১ ॥
স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
র্নিষেবয়াঽকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।

সংসারে একটু জড়বৎ ভাব ধারণ করিলেন। কৃষ্ণগ্রহ গৃহীতমন সেই বালক ঈদৃশ জগৎকে অনুভব করিতেন না ॥ ২৮ ॥

বৈকুণ্ঠচিন্তাবিচিত্রতায় কখন কখন রোদন করেন। কখন কখন হাস্য করেন। কৃষ্ণচিন্তাহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কখন কখন গান করেন ॥ ২৯ ॥

কখন কখন চীৎকার করেন, কখন কখন বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করেন। কখন কখন কৃষ্ণ ভাবানাযুক্ত তন্মনা হইয়া তদনুকরণ করেন। ইহা প্রেমের অধিরূঢ় ভাবের বীজস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

কখন কখন উৎপুলকিত হইয়া স্তম্ভিত হন। কখন কখন ধ্যান-সংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করেন। স্পন্দহীন প্রণয়ানন্দসলিলে চক্ষু নিমীলিত করেন ॥ ৩১ ॥

অকিঞ্চনসঙ্গলব্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবসেবা দ্বারা পরম আত্মনির্বৃতি বিস্তার

তন্বন্ পরাং নির্ব্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৩২ ॥

ভাবভক্তের্দুর্ল্লভত্বং। পরীক্ষিৎ শুকং [৬।১৪।২]

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভাবুকানাং রুচিঃ। সনৎকুমারঃ পৃথুং। [৪।২২।২৩]

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।

পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রাপ্ত দুঃসঙ্গ দ্বারা দীনতাগত মনকে ভগবন্নিষ্ঠ শমতাগুণে পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ভাবভক্তি দুর্ল্লভ। অনেক সাধনেও ইহা পাওয়া যায় না এমত কি সত্ত্বশোধিত দেবগণের ও যোগদ্বারা অমলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে ভাব-ভক্তি হয় না। ব্রজ-রাগানুগা ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইলেই হইতে পারে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের চরিত্রে ইহা দেখা গিয়াছে। এই জন্যই 'প্রায়' শব্দটী শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋষি ও দেবগণের যোগাদি দ্বারা চিত্ত শুষ্ক হইয়া পড়ে ॥ ৩৩।

ভাবুকলক্ষণ জীবন এই প্রকার। ভাবাক্রান্ত চিত্ত পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়, আরাম ও গৃহ সম্বন্ধীয় গোষ্ঠীর প্রতি স্বভাবতঃ অতৃষ্ণা হয়। বিষয়িসঙ্গ ভাল লাগেনা। বিষয়ীর অর্থ ও অন্ন পরিগ্রহ করিতে ভাল বাসেন না। বিবিক্তে অর্থাৎ নির্জ্জনে হরিগুণ-পীযুষপান ব্যতীত আর তাঁহার কিছুতেই আত্মপরিতোষ হয় না। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি,

বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরেগুর্ণ-পীযূষপানাৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়-
তত্ত্বপ্রকরণে ভাবোদয়ক্রমবিচারো
নাম ষোড়শঃ কিরণঃ।

মানশূন্যতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা, সমুৎকণ্ঠা, সদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণা-খ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে বসতিবাসনা এই প্রকার অনুভবসকল ভাবুক জীবনে অবশ্য উদয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভাবোদয়ক্রমবিচারে ষোড়শ কিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সপ্তদশঃ কিরণঃ।

প্রয়োজন বিচারঃ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ন প্রয়োজনত্বং । উদ্ধবঃ কৃষ্ণং [৩।৪।১৫]

কোন্বীশ তে পাদসরোজ ভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১ ॥

ভোগং মোক্ষং প্রতিষ্ঠাঞ্চ হিত্বা প্রীতিসমাশ্রয়ম্।
গৌরপাদাশ্রয়াদবস্থ বন্দে তং লোকনাথকম্ ॥

জৈব জগৎ, জড়জগৎ, চিজ্জগৎ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের মধ্যে যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহার যে জ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ জ্ঞান। দশম কিরণ শেষ পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্বন্ধ জ্ঞান দ্বারা জীব যে কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জীবের যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম পাওয়া যায়, তদনুষ্ঠানের নাম অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধেয়তত্ত্ব একাদশ কিরণ হইতে ষোড়শ কিরণ পর্য্যন্ত বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলি। সপ্তদশকিরণে প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কর্ম্মিগণ ত্রিবর্গজনিত সুখকে প্রয়োজন বলেন। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুর্থ বর্গ যে মোক্ষ, তাহাকে প্রয়োজন বলেন। শুদ্ধ-ভক্তগণের উক্তি এইরূপ। হে ঈশ! তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের

বিদুরঃ মৈত্রেয়ং [৩।৫।২]

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥ ২ ॥

কপিলঃ দেবহূতিং [৩।২৫।৩৪]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।

পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীর মধ্যে কিছুই দুর্ল্লভ নয়। তথাপি হে ভূমন্! তোমার পাদপদ্মসেবা-সুখ ব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না ॥ ১ ॥

সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুখের জন্য যাহা কিছু করে, তাহাতে সুখ পায় না। সেই সেই চেষ্টা দ্বারা ব্যাঘাত না হইলে কিয়ৎপরিমাণ দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহাতেও আবার কোন না কোন প্রকার দুঃখ উদয় হয়। অতএব ইহাতে যাহা যুক্ত হয় তাহা বলুন। তাৎপর্য্য এই— সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহসুখ বা বাসনাসুখ যথার্থ নিত্যসুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্তমোক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞান-দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয় ॥ ২ ॥

যদি কোন কর্ম্মে সুখ নাই এবং দুঃখের নিতান্ত উপরতি নাই, তবে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা রূপ আত্মঘাত কি ভাল? তাই বলিতেছেন। না

যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩ ॥

[৩।২৯।১৩]
সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৪ ॥

পৃথুঃ ভগবন্তং [৪।২০।২৪]
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৫ ॥

সাধুলোক আমার সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না, কেননা তাঁহারা আমার পদসেবাসুখের স্পৃহা করেন এবং আমার সেবাচেষ্টায় পরমানন্দ এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করেন। তাঁহারা পরস্পর আমার পৌরুষ কথা বলিয়া ও শুনিয়া এক প্রকার অতি তীব্রসুখ পাইয়া থাকেন, তাহা প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না ॥ ৩ ॥

সাযুজ্য ছাড়া যে আর চারি প্রকার মুক্তি আছে, তাঁহারা কি তাহা লইতে বাসনা করেন ? না, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য আমি তাহাদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়িয়া আর কিছুই লইতে চান না। সাযুজ্য মৎসেবার অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের একান্ত তুচ্ছ বুদ্ধি। অন্য প্রকার মুক্তিগুলিতে যে মৎসেবা মাত্র আছে, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥

হে নাথ ! যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, তাহা আমি কখনই কামনা করিনা। বরং মহদ্ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা নির্গত

ঋষভমাহাত্ম্যং [৫।১৪।৪৪]

যো দুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৬ ॥

বৃত্রঃ ভগবন্তং [৬।১১।২৫]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ৭ ॥

তোমার গুণগান শুনিবার যোগ্য আমাকে অযুত কর্ণ দান কর। তোমার যশ শুনিয়া আমার পরমানন্দ হয় ॥ ৫ ॥

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত মায়ামোহিত হইয়া জরামরণ-রহিত অপুনর্ভবকে আত্যন্তিক ক্ষেম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাও নিঃশ্রেয় নয়। সেই ভরতরাজা দুস্ত্যজ সাম্রাজ্য, সুত, স্বজন, অর্থ, দারা এবং ইন্দ্রাদির প্রার্থনীয় সদয়াবলোকযুক্ত শ্রীকে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার পক্ষে তাহা উচিত বটে। কেননা কৃষ্ণসেবানুরক্তচিত্ত প্রাপ্ত মহদ্গণের পক্ষে সে সকল অতি তুচ্ছ। তাঁহাদের নিকট অপুনর্ভবকে ফল্গু বলিয়া বোধ হয় ॥৬॥

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা ঐহিক ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করুক। আবার কেহ কেহ বলেন, যোগসিদ্ধিই জীবের প্রয়োজন। তাহাদের বাচালতা নিবৃত্তি করিতেছেন। হে সমজ্ঞান! নাকপৃষ্ঠ চাই না, কেবল তাহা নয়, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং পারমেষ্ঠ্য পদরূপ ব্রহ্মলোকও চাই

ভগবান্ দুর্ব্বাসসং [৯।৪।৬৭]

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৮ ॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণং [১০।১৬।৩৭]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২০।৩৪]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

না। পৃথিবীতে সর্ব্বভৌম পদ এবং রসাতলের আধিপত্যও চাই না। আমি কেবল তোমার সেবা চাই ॥ ৭ ॥

আমার সেবায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমিশ্র চিৎসুখ। তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টিরূপ মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না। নাকপৃষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য ও যোগসিদ্ধিরূপ কাল-বিপ্লুত অস্থায়ী সুখের ত কথাই নাই ॥ ৮ ॥

পুনঃ পুনঃ সেই কথা বলিয়া সত্যের দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। নাকপৃষ্ঠ, সার্ব্বভৌম পদ, পারমেষ্ঠ্যপদ, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব কৃষ্ণপদ-রজঃ প্রপন্নব্যক্তিগণ লইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯ ॥

একান্তভক্ত সাধুগণ ধীরপুরুষ। তাঁহাদিগকে আমি অপুনর্ভব রূপ কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাঁহারা লন না। ভাগবত বিচার-প্রণালী প্রদর্শনে

অত্র মুক্তেঃ স্বরূপং বর্ণয়তি শ্রীশুকঃ [২।১০।১-৭]

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নাবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্মসর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥
স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥
নিরোধোহস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ১০॥

শুকদেব বলিয়াছেন যে, ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর-কথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয়কে বর্ণন করিয়াছেন। আশ্রয়তত্ত্বকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বেদশাস্ত্রাদিলিখিতবাক্য দ্বারা মূলতত্ত্ব দেখাইয়া মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মন ও অহংকার এই পঁচিশ তত্ত্বের জন্মের নাম অপৌরুষেয় সর্গ। গুণবৈষম্য দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সৃষ্টি, তাহাই পৌরুষ সৃষ্টি অর্থাৎ বিসর্গ। প্রাপঞ্চিক জগতে সাক্ষাৎ ভগবানের বিষ্ণুরূপে

প্রীতেঃ প্রয়োজনত্বং ভগবান্ ব্রহ্মাণঃ [৩।৯।৪১-৪২]

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ১১ ॥
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।

বিজয়ের নাম বৈকুণ্ঠ বিজয়। জগৎপালনক্রিয়ায় বিষ্ণুর যে অনুগ্রহ, তাহাই পোষণ। মহৎ লোকের ইতিহাসে যে সদ্ধর্ম্ম বর্ণন, তাহাই মন্বন্তর কথা। জীবের কর্ম্মবাসনাপূর্ত্তিরূপ ভগবল্লীলার নাম উতি। ভগবানের অবতার চরিত এবং ভক্তিচরিতই ঈশকথা। তাহা নানাখ্যান দ্বারা উপবৃংহিত হইয়াছে। পরমাত্মারূপ বিষ্ণুর সমস্ত শক্তির সহিত অনুশয়নের নাম নিরোধ। জীবের অবিদ্যাকৃত অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপে পুনরায় যে ব্যবস্থিতি হয়, তাহার নাম মুক্তি। এই নয়টী বিষয় যাহা হইতে হয় এবং স্থির থাকে, সেই পুরুষ পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে পরিচিত স্বয়ং ভগবান্। তিনিই একমাত্র আশ্রয় তত্ত্ব। এই সিদ্ধান্তে জানা গেল যে, জীবের মুক্তি একটি অবশ্যম্ভাবী অবান্তর ফল। কিন্তু আশ্রয়লাভই চরমে নিত্য ফল ॥ ১০ ॥

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পুর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের অষ্টাঙ্গযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল ॥ ১১ ॥

মৎপ্রীতি যে প্রয়োজন, তাহার তাৎপর্য্য এই। হে ব্রহ্মন্! আমি

অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদের্যৎ কৃতে প্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানং [৪ ২৯।৫১]

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥১৩॥

মধুরপ্রীতিবিষয়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসসং [৯।৪।৬৬]

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥১৪॥

তল্লক্ষণং প্রহ্লাদঃ নারদং [৭।৫।১৪]

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা। জীবাত্মার যত প্রিয় বস্তু হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে আমি অধিক প্রিয়। আমি আত্মার আত্মা। আমার জন্যই দেহাদি পর্য্যন্ত প্রিয় হইয়াছে। অতএব আমাতে সকলে রতি করুক্ ॥ ১২ ॥

সেই হরিই প্রিয়তম আত্মা। তাঁহার ভজন স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। কৃষ্ণপ্রেম সূর্য্য এবং ভক্তগণ সেই সূর্য্যের আশ্রিত রশ্মি পরমাণু। পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান্ অতএব গুরু ॥ ১৩ ॥

মধুর ব্রজরস-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিভাব। আমাতে নিবদ্ধহৃদয় সাধুসকল সমদর্শী। প্রীতিনির্ব্বদ্ধহৃদয়ে আমাকে ভক্তগণ আশ্চর্য্যরূপে বশ করেন, সৎস্ত্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ মধুরভক্ত আমাকে নিরন্তর বশ করেন। কৃষ্ণপ্রেম অতুল্য ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ॥ ১৪ ॥

একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন। হে

তৎক্রিয়া চতুঃসনচরিতে [৩।১৫।৪৩]

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মন্! লৌহ যেমত আকর্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত হইলেও আকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ জানিবে। যেরূপ লৌহ ও আকর্ষের ঔৎপত্তিকী ধর্ম্ম, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীবাত্মার গঠনের এই ধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। অবিদ্যা মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই ধর্ম্মের ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। জীবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম সত্যবিষয়কে না পাইয়া ইতরবিষয়ে বিকৃত হয়। অভিধেয় অনুষ্ঠানে অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইলে জীব ও কৃষ্ণের যে নিত্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা আবার সহজে ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে॥ ১৫ ॥

সেই প্রীতিধর্ম্ম প্রতিবন্ধক শূন্য হইলে কিরূপে হঠাৎ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে, তাহার একটী উদাহরণ চতুঃসনের চরিত্রে দেখা যায়। চতুঃসন বহুকাল হইতে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন ছিলেন। কোন সময় কোন ভক্তসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া ভগবদর্পিত তুলসী সেবন-করত তাঁহাদের অতি বিদ্যারূপ মায়াপ্রতিবন্ধক দূর হইল। অতিবিদ্যা অবিদ্যারই ভাবান্তর, তাহা ঈশোপনিষদে উক্ত আছে। সেই প্রতিবন্ধক দূর হইলে তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ প্রেম লাভ করিলেন। অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র-

প্রীতিবন্ধকনাশে প্রীতের্বিষয়োদয়ঃ [৩।১৫।৫০]

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমিবাপুরলং দৃশোর্নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যেঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ॥ ১৭॥

তুলসীস্পৃষ্ট মকরন্দবায়ু নাসিকা-বিবরের মধ্য দিয়া অন্তর্গত হইলে সেই নির্ভেদব্রহ্মবাদীদিগের চিত্ত ও তনুকে প্রেমবিকারের দ্বারা ক্ষোভিত করিয়াছিল। অক্ষরব্রহ্মে যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহা সহসা দূর হইল। অক্ষরজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে আত্মার স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা সহসা জাগ্রত হইল। হৃদয় দ্রব হইল। সেই মহাত্ম-গণ তখন ভগবৎসেবা সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সৎসঙ্গে নির্ব্বিশেষ বাদীদিগের এরূপ লাভ শুকদেব প্রভৃতি অনেকের চরিত্রে দেখা গিয়াছে॥ ১৬॥

তখন তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহা বিচার করুন। পুরুহূত! হে বিপুলকীর্ত্তে! হে ঈশ! জ্ঞানঘনস্বরূপ স্বীয়মূর্ত্তি আমাদের নিকট কৃপা পূর্ব্বক আবিষ্কার করিলে। তদ্দৃষ্টে আমাদের চক্ষু যথেষ্ট নির্বৃতি লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব শুষ্কভাব দূর হইল। এই অপূর্ব্ব আত্মা হইতে দূরগত পুরুষদিগের পক্ষে দুরুদয়। কি সৌভাগ্য করিয়াছিলাম যে, ভগবান্ আমাদের নিকট কৃপা করিয়া প্রতীত হইলেন। এখন নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান তোমার কৃপায় দূর হইল। আমরা নির্ভয়ে এই ভগবত্তত্ত্বের প্রতি নমস্কার বিধান করি। নমস্কারই ভক্তিযোগ। এখন হইতে চতুঃসন শান্তভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন॥ ১৭॥

ভগবৎপ্রীত্যুদয়ে জীবস্বরূপসিদ্ধিলক্ষণানি। শ্রুতয়ঃ [১০।৮৭।৩৮]

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্রভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ১৮ ॥

জীবের নিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত। অবিদ্যাবন্ধনে তাহার একটী লিঙ্গ শরীর ও তদুপরি একটী স্থূল শরীর হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রীতি উদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধি মাত্র লাভ করেন। লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি হয়। জীব অবিদ্যা-মোহিত হইয়া মায়ার সহিত অনুশয়ন করেন, তখন মায়াগুণসকল ভোগ করিতে করিতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং স্বকীয় চিদ্‌গুণ রহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের ন্যায় মায়ার অনুগত থাকেন এবং জন্ম মৃত্যু স্বীকার করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তুমি চিৎসূর্য্যস্বরূপ। অজা তোমার বহিরঙ্গা শক্তি। তাহার দ্বারা যখন যে কার্য্য কর, সেই কর্ম্ম করিয়া সর্প যেরূপ কঞ্চুক ত্যাগ করে, তদ্রূপ অজাকে দূরে ফেলিয়া দাও। অতএব তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা অষ্টগুণিত ধর্ম্মের সহিত স্বমহিমায় অপরিমেয় ভগস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন বহির্ম্মুখ, তখন তাহার মায়িক স্বরূপতা। জীব যখন তোমার একান্ত আশ্রিত, তখন তোমার কৃপায় আটটী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হয়। জীব বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলে আটটি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। যথা, আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ। এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যথা।—১ অপহতপাপ, ২ বিজর, ৩ বিমৃত্যু, ৪ বিশোক, ৫ বিজিঘৎস, ৬ অপিপাস, ৭ সত্যকাম, ৮ সত্যসঙ্কল্প ॥ ১৮ ॥

ভক্তিসিদ্ধির্দ্বিধা। স্বরূপসিদ্ধির্বস্তুসিদ্ধিশ্চ। কুমারাঃ ভগবন্তং তত্র স্বরূপসিদ্ধি-বিষয়ে [৩।১৫।৪৮]

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ১৯॥

হংসঃ সনকাদীন্ [১১।১৩।৩৫]

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্তভৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ক চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥ ২০॥

এখন স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন। যাঁহারা তোমার পাদপদ্মে শরণ লইয়াছেন এবং কীর্ত্ত্য (অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগ্য) তীর্থযশঃস্বরূপ তোমার কথায় কুশল ও রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রদাস যে সাযুজ্য-মুক্তি, তাহাকেও বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন না। তোমার ভ্রূভঙ্গীক্রমে যাহা যাহা নাশ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের কথা আর কি বলিব। ভুক্তিমুক্তি ও কামনামাত্র শূন্য ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণলীলারসে প্রবিষ্ট। সেই সব লোক, স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন॥ ১৯॥

নিবৃত্ততৃষ্ণ হইয়া জড়জগৎ হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। নিরীহ হইয়া আত্মার নিজ সুখানুভবে তূষ্ণী প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা যাহা জড়জগতে দেখেন, তাহাকে অবস্তু বুদ্ধিতে ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্মৃতি দেহপাত পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা রসে

[১১।১৩।৩৬-৩৭]

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ২১ ॥
দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।

প্রবিষ্ট স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংসার এইরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোন বস্তুতেই আদর করেন না ॥ ২০ ॥

অবস্থিত বা উত্থিত হউক, দেহকে দৃষ্টি করেন না, যেহেতু ভক্ত তখন নিজের সিদ্ধস্বরূপে আত্মানুভব করিয়াছেন। যেমত মদিরামদান্ধব্যক্তি কখন কখন বস্ত্র পরে ও ছাড়ে, সেই দেহকে নশ্বর জানিয়া যতক্ষণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় আছে থাকুক, যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় যায় যাউক, এইরূপ ভাবে দেহে অনাসক্ত হইয়া পড়েন। জ্ঞানাভিমানী সিদ্ধগণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের এইরূপ সর্ব্বসময়ে থাকে। ভক্তগণের সংসার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব হয় বটে। কিন্তু কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূলদেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ॥ ২১ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত দৈববশগত দেহ প্রতীক্ষা করে। প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে বস্তুকে ভজনা করেন, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধভক্ত এই প্রপঞ্চময় দেহকে অধিরূঢ় সমাধিযোগপ্রাপ্ত হইয়া আর লাভ করেন না। অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধি

তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১৪।২৪]

বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুণাতি ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণকৃপয়া বস্তুসিদ্ধির্ভবতি। তল্লক্ষণানি শুকঃ [২।৯।৯-১০]

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।

লাভ করেন। জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহ প্রাপ্তি না হয়, সে জন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণবিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয় আবার কৃষ্ণদর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় এবং ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর ॥ ২২ ।

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই। গদগদ বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ পুরুষ ভুবন পবিত্র করেন ॥ ২৩ ॥

বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃতজগতে আর থাকা যায় না। অপ্রাকৃত জগতে ভক্ত তখন অবস্থান করেন। অপ্রাকৃত জগৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভেদে দ্বিপ্রকার। প্রথমে ঐশ্বর্য্যজগৎ বর্ণন করিতেছেন। সংপূজিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বলোক দর্শন করাইলেন। যে লোকের শ্রেষ্ঠ

ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ২৫ ॥

[২।৯।১৩]

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খ্যাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ২৬ ॥

আর লোক নাই। সংক্লেশ বিমোহ ভয় সেস্থানে নাই। সেইস্থানে ভগবান্ আত্মদৃক্ পুরুষগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংস্তুত ॥ ২৪ ॥

যেথানে রজস্তম এবং তদুভয়মিশ্রিত সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই, কাল তথায় ভূত ভবিষ্যৎ লক্ষণে ছিন্ন হয় না। সর্ব্বদা বর্ত্তমানলক্ষণে লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র আছে। জড়মায়া সেথানে যাইতে পারে না। অন্যের কথা কি ? হরির অনুব্রত সুরাসুরার্চিত ব্যক্তিগণ যেথানে নিত্য অবস্থিত ; সে ধামের নাম চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও যে ধাম বিরাজমান থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্রী অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যেথানে রূপবতী হইয়া উরুগায় ভগবানের পদসেবা করেন, অনেক বিভূতি তাঁহার সহায়তা করেন। সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী রূপা, শক্তি-বিভূতিত্রয় সেথানে সর্ব্বদা ক্রিয়াবতী। চিদনঙ্গের অনুগত সমস্তই তাঁহার সহচরী। সকল সজ্জন কর্ত্তৃক গীত প্রিয়তমের

[২।৯।১৪]

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥ ২৭ ॥

গোলোকপ্রকাশান্তরগোকুললীলায়াং। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং।

[১১।১২।১০-১১]

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ২৮ ॥
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।

লীলাগান করিয়া থাকেন। চিদ্ধামের যে সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন, তাহাই ব্রহ্মাকে দেখাইলেন ॥ ২৬ ॥

তাহার ঐশ্বর্য্যপ্রকোষ্ঠ সাত্বতদিগের পতি, লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি জগৎ-পতিকে দেখিলেন। সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবর্গের দ্বারা সেই বিভুবৈকুণ্ঠনাথ পরিসেবিত ॥ ২৭ ॥

বৃন্দাবনস্বরূপ তাহার মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠের কথা বলিতেছেন। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকে অক্রূর যখন রামের সহিত মথুরায় আনেন, আমাতে গাঢ় অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার তীব্র বিচ্ছেদধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া, সুখপ্রাপ্তির জন্য অন্য কিছু দেখিলেন না ॥ ২৮ ॥

গোকুলে শ্রেষ্ঠতম আমাকে পাইয়া গোপীগণ সেই রাত্রি যাপিত

ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ২৯ ॥

মুক্ত্যপেক্ষয়া প্রেমভক্তের্নিখিলশ্রেষ্ঠত্বঃ। নারদঃ [৫।৬।১৮]

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩০ ॥

উদ্ধবং গোপ্যঃ [১০।৪৭।৪৩]

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।

করিয়াছিলেন। আমার মিলন সময়ে সেই সকল রাত্রি ক্ষণার্দ্ধবৎ ব্যয়িত হইয়াছিল। যখন আবার আমার সহিত বিচ্ছেদ হইল, তখন এক এক ক্ষণ তাঁহাদের পক্ষে কল্পসম হইয়া উঠিল ॥ ২৯ ॥

কেবলা মুক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন। হে রাজন্! তোমাদের এবং যদুদিগের সম্বন্ধে কৃষ্ণ পতি, গুরু, সর্ব্বস্ব, দেব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখন কিঙ্করবৎ আচরণ করেন। ভগবান্ মুকুন্দ সহজে উপাসনাকারীকে মুক্তি দেন, কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি দেন না ॥ ৩০ ॥

ওহে উদ্ধব! বল দেখি, কৃষ্ণ কি আমাদের কথনীয় মনোজ্ঞ কথা কখন বলিয়া থাকেন? ‘যে সকল রাত্রে প্রিয়াদিগের সহিত কুমুদকুন্দ-শশাঙ্কদ্বারা রম্যবৃন্দাবনে চরণনুপুরবিশিষ্টরাসগোষ্ঠীতে রমণ করিয়াছিলেন,

রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্ব নিরূপণে প্রয়োজনবিচারো নাম সপ্তদশঃ কিরণঃ।

সেই সমস্ত রাত্রিব্যাপার কি স্মরণ করেন ? এই প্রকার ভাব বস্তুসিদ্ধ-ভক্তগণের লক্ষণ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্বনিরূপণে
প্রয়োজনবিচারে সপ্তদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

অষ্টাদশঃ কিরণঃ।

সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসমহিমা।

ভীষ্মঃ কৃষ্ণং [১।৯।৩৩]

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ১ ॥

[১।৯।৪১-৪২]

নগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ
দসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।

মহিমা ব্রজলীলায়া দূরোত্তোপি নিষেবিতঃ।
যের্যৈস্তান্ দণ্ডবন্নৌমি ভক্তান্ ভীষ্মার্জ্জুনাদিকান্ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, আহা আমি কৃষ্ণের এই ত্রিভুবন-কমনীয় তমালবর্ণ রূপ দেখিতেছি। সৌরকিরণের ন্যায় গৌরবসন ধারণ করিয়াছেন। অলকা-সমূহদ্বারা আবৃত বদনকমল-সুশোভিতবপু। অর্জ্জুনের সখা এই কৃষ্ণে আমার নিরুপাধিক রতি হউক ॥ ১ ॥

মুনিসমূহ ও বড় বড় রাজা দ্বারা শোভিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় যিনি

অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ২ ॥
তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৩ ॥

কৌরবঃ স্ত্রিয়ঃ [১।১০।২৬]

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ৪ ॥

পূজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব আত্মার আত্মা এই কৃষ্ণ আমার মরণ-সময়ে দৃষ্টিগোচর হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর ভাগ্য কি ॥ ২ ॥

এক সূর্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থিত জলে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরধারীদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে যে এক পরমাত্মাকে মনঃ-কল্পিত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া দ্বৈত ভ্রম হয়, সেই ভেদ-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পরমাত্মাকে এই কৃষ্ণের অংশ বলিয়া জ্ঞাত হইলাম। সেই জন্মরহিত এই কৃষ্ণে আমি ভক্তিপূর্ব্বক অধিগত হইলাম, অর্থাৎ শরণাগত হইলাম ॥ ৩ ॥

অহো যদুকুল যথেষ্ট শ্লাঘনীয়। মধুবন অর্থাৎ মথুরামণ্ডল যথেষ্ট পুণ্যতম। যেহেতু এই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি স্বীয় জন্ম দ্বারা ও ভ্রমণবিহার দ্বারা তথায় নিত্য বিচরণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

[১।১০।২৮]

নূনং ব্রতস্নানহুতাদনেশ্বরঃ
সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ৫ ॥

দ্বারকাবাসিনাং প্রজাঃ [১।১১।৭-৯]

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
পশ্যেম রূপং তব সর্ব্বসৌভগম্ ॥ ৬ ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবে-
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই ব্রত স্নান হোম ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চ্চন করিয়াছিলেন, কেননা যাঁর অধরামৃত ব্রজস্ত্রীগণ পান করিয়া মুহুর্মুহু মোহিত হইতেন, সেই অধরামৃত ইহাঁরাও পান করিবার অধিকার পাইয়াছেন ॥ ৫ ॥

দেবতাদিগের দুর্ল্লভদর্শন এই কৃষ্ণের প্রেমস্মিত ও স্নিগ্ধ নিরীক্ষণময় সর্ব্বসৌভগ রূপ আমরা দর্শন করিতেছি, সুতরাং আমরা সনাথ হইয়া আনন্দ লাভ করিতেছি ॥ ৬ ॥

হে পদ্মনয়ন! হে অচ্যুত! যে সময়ে তুমি সুহৃদ্‌গণকে দর্শনের জন্য কুরুরাজ্য বা মথুরামণ্ডলে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া সূর্য্য

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্॥ ৮॥

অর্জ্জুনঃ যুধিষ্ঠিরং। [১।১৫।৭]

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাঽধিগতা চ কৃষ্ণা॥ ৯॥

[১।১৫।১১-১২]

যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রা-
দ্দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।

বিনা চক্ষের ন্যায় আমাদের ক্ষণসকল বৎসরের ন্যায় কষ্টে অতিবাহিত হয়॥ ৭॥

হে নাথ! তুমি অধিক দিন বিদেশে গেলে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা অখিলতাপশোষক সুন্দরহাসশোভিত মনোহর সুন্দর বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে জীবিত থাকি॥ ৮॥

যাঁহার সংশ্রয়বলে স্মরদুর্ম্মদ স্বয়ম্বর-সভায় দ্রুপদগৃহাগত রাজাদিগের তেজ সজ্জীকৃত ধনুর্দ্বারা আমি হরণ করিয়াছিলাম এবং মৎস্য বিদ্ধ করতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম॥ ৯॥

যিনি আমাদের বনবাসের সময় বনে আসিয়া অবশিষ্ট শাকান্ন ভোজন করত শত্রুপ্রেরিত দুর্ব্বাসার ক্রোধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রীলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥ ১০ ॥
যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ।
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্ ॥ ১১ ॥

[১।১৫।১৬]

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃ ত্রিগর্ত্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১২ ॥

সেই অমৃতাগ্রভুক্‌মুনি সদলবলে জল স্নান করিতে করিতে ত্রিলোকীকে তৃপ্ত মনে করিয়া আর ভোজন করিতে আসিতে সাহস করেন নাই ॥ ১০ ॥

যাঁহার তেজে ভগবান্ গিরিজার সহিত শূলপাণি আমার সহিত যুদ্ধে বিস্মাপিত হইয়া নিজ পাশুপদস্ত্র আমাকে দিয়াছিলেন এবং অন্য দেবতাগণও আমাকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই কলেবরেই আমি মহেন্দ্রভবনে অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, নপ্তা, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, শল্য, সৈন্ধব, জয়দ্রথ, বাহ্লিকাদি কর্ত্তৃক নিরূপিত মহিমা অমোঘ অস্ত্রসকল আমার উপর প্রযুক্ত হইলেও যাঁহার হস্তদ্বয় মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নৃহরিদাস প্রহ্লাদকে অসুরদিগের অস্ত্র যেরূপ স্পর্শ করে নাই তদ্রূপ ॥ ১২ ॥

[১।১৫।১৮]

নর্ম্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জ্জুনসখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদি স্পৃশানি
স্মর্ত্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৩ ॥

[১।১৫।২১]

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণলীলাং বর্ণয়তি ব্রহ্মা [২।৭।২৬।৩৫]

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! হে সখে! হে কুরুনন্দন! এইরূপ উদার রুচির স্মিতশোভিত কৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী বাক্যসকল হে নরদেব! এখন স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

দেখুন, আমার হস্তে সেই গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে, সেই অস্ত্রসকল আছে, সেই রথ সেই ঘোটকসকল এবং সেই রথী আমি এখনও বর্ত্তমান। রাজাগণ যাহা দেখিয়া আমাকে নমস্কার করিত; দেখুন একক্ষণের মধ্যে কৃষ্ণহীন [illegible] ভস্মে ঘৃত দেওয়ার ন্যায় নিরর্থক হইয়াছে। যেরূপ উষর ক্ষেত্রে [illegible] করিয়া কোন শস্য উৎপন্ন করা যায় না, তদ্রূপ সেই সকল [illegible] বস্তুর ন্যায় নিরর্থক হইল ॥ ১৪ ॥

[illegible] দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ত্রিদেবের

জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ১৫ ॥
তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবি স্পৃশোর্ব্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ১৬ ॥
যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্
পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ নিজ কলা বলদেবের সহিত জনগণের অলক্ষ্যমার্গস্বরূপ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মমহিমাসূচক বিবিধ অদ্ভুতকর্ম্মসকল করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি স্বয়ংরূপ না হইলে কিরূপে কয়েক দিবসের শিশু পূতনার জীবন হরণ করিলেন এবং তিনমাস বয়সে পদদ্বারা শকটকে উল্টাইয়া দিলেন এবং আকাশস্পর্শী অর্জ্জুনবৃক্ষযুগলকে কিরূপে হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে উন্মূলন করিলেন ॥ ১৬ ॥

আর আশ্চর্য্য এই যে, ব্রজে ব্রজপশুগণ ও পশুপালগণ বিষজল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদিগকে অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন এবং কালীয়হ্রদে বিহার করত অতি বিষবীর্য্য বিলোলজিহ্ব যে কালীয় সর্প, তাহাকে দূর করিয়া যমুনা-জলকে নির্ব্বিষ করিলেন ॥ ১৭ ॥

তৎকর্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য্যঃ॥ ১৮॥
গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা।
শুল্বং সুতস্য নতু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্‌জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সম্বীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ॥ ১৯॥
নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশা-
দ্গোপান্‌ বিলেষু পিহিতান্ময়সূনুনা চ।

সেই একটী দিব্য কর্ম্ম যাহা শুচিবনে অধিকরাত্রে গাঢ় নিদ্রাগত থাকার সময় দাবাগ্নি আসিয়া প্রলয়ের ন্যায় সমস্ত বন ও ব্রজ দহন করিতে-ছিল, তখন অনধিগম্যবীর্য্য কৃষ্ণ বলদেবের সহিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলেন॥ ১৮॥

কৃষ্ণমাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যে সকল রজ্জু সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না। আবার যখন কৃষ্ণ হাই তুলিলেন, তখন তাঁহার বদনে যশোদা সমস্ত ভুবন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শঙ্কিত মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন, এ সমুদায়ই মহা আশ্চর্য্যের বিষয়॥ ১৯॥

বরুণ দেবের পাশ হইতে নন্দকে মোচন করেন, ময়াসুর কর্তৃক গোপগণ বিলমধ্যে পিহিত হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, দিবসে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ও রাত্রে অতিশ্রমে শয়ন করিলে

অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ২০ ॥
গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ২১ ॥
ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ২২ ॥
যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।

গোকুলবাসীদিগকে বৈকুণ্ঠলোকে নীত করিয়াছিলেন। একার্য্য কি কি কোন দেবতাও করিতে পারে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ লোপ হওয়ায় ব্রজবিপ্লবমানসে ইন্দ্র অতি বর্ষণাদি করিলে কৃপা পূর্ব্বক পশুগুলিকে রক্ষা করিলেন এবং সপ্তবর্ষ বয়সে সাতদিন গিরি গোবর্দ্ধনকে ছত্রাকের ন্যায় এক হস্তে লীলাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২১॥

চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বলরাত্রে রাসোন্মুখে কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছিলেন। কলপদ বংশীধ্বনি দ্বারা উদ্দীপিতকাম ব্রজবধূদিগকে হরণ করিবার জন্য কুবেরানুগ শঙ্খচূড় আসিলে তাহার মস্তক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

আবার দেখ! প্রলম্ব ধেনুক বক কেশী অরিষ্ট চানুর কুবলয়-পীড় যবন দ্বিবিদ পৌণ্ড্রাদি দৈত্যগণ তথা শাল্ব নরক বল্কল দন্তবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর বিদূরথ রুক্মিপ্রভৃতি দুষ্টগণ এবং যুদ্ধে অস্ত্রধারী কাম্বোজ মৎস্য

অন্যে চ সাল্বকুজবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ।
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ২৩ ॥

[২।৭।৪০]

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাঽস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ২৪ ॥

কুরু সৃঞ্জয় কৈকয়াদি বীরসকল কেবল দেব অর্জ্জুন ভীম প্রভৃতি স্বীয় গণেরদ্বারা এবং স্বয়ং বধ করত স্বীয় বৈকুণ্ঠনিলয়ে নীত করিলেন। এ সমস্ত আশ্চর্য্য কথা ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণু অনন্ত বীর্য্য। তাঁহার বীর্য্য কিছুই গণনা হয় না। পৃথিবীর রেণু সমস্ত গণনা করিতে সক্ষম যে কবি তিনিও বিষ্ণু শক্তি গণনা করিতে পারেন না। দেখ সেই ভগবান বিষ্ণু স্বীয় বামনবতারে বেগ দান করিলে প্রধান তত্ত্ব হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইল তখন বিষ্ণু চৌদ্দ-ভুবনকে ত্রিসাম্য সদন হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বলে ধারণ করিয়া-ছিলেন ॥ ২৪ ॥

[২।৭।৪৩-৪৫]

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ২৫ ॥

ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধি
রঘ্বম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ২৬ ॥

সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ
যেঽন্যেবিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থার্ষ্টিষেণ বিদুর শ্রুতদেববর্য্যাঃ ॥ ২৭ ॥

হে নারদ! সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর যোগমায়া আমি, তোমরা, শিব, প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, মনু, তদীয় কন্যাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষাদি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিসেন, বিভীষণ, হনুমান, শুক, পার্থ, অরিষ্টসেন বিদুর এবং শ্রুত-দেবাদি ভক্তগণ কিছু কিছু জানি ও জানেন ॥ ২৫।২৬।২৭ ॥

[২।৭।৪৭-৪৮]

তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্ নিযম্য যতয়ো যমকর্ত্তৃহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ ২৮ ॥

[২।৬।৩৭।৩৮]

নাহং ন যুয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ২৯ ॥

অজস্র সুখ ও বিশোক ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে উপনিষৎ সকল বলেন তাহাই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ। যতিগণ যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাহা ভগবৎস্বরূপতত্ত্বে চিত্তকে সহচররূপে নিয়মিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে, কেননা জলাভাবে যেরূপ খনিত্র দ্বারা কূপ খনন করা যায় আর যথেষ্ট জলের অধিপতি হইলে সে খনিত্রকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মায়িকতত্ত্বকে ভেদ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব পাইতে হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুদ্র অভেদ চেষ্টা করা যায় তাহা ভগবৎস্বরূপ নিকটস্থ করিতে পারিলে পরিত্যাগ করিবে॥ ২৮ ॥

হে নারদ! আমি বা তোমরা বা বামদেব বা কেহই তাহার শুদ্ধ-স্বরূপ অবগত হইতে পারিনা। অন্য দেবতাদিগের কথা কি? তাঁহার মায়ায় মোহিত বুদ্ধি আমরা তাঁহার নির্ম্মিত এই বিশ্বব্যাপারকে আত্ম-সমবুদ্ধিতেই বিচার করিয়া থাকি॥ ২৯ ॥

যস্যাবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩০ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ। [১০।৯০।৪৭]

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥৩১॥

দেবাঃ কৃষ্ণং [১০।২।২৬]

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

যাঁহার অবতার কর্ম্ম সকল আমরা গান করিয়া থাকি পরন্তু তত্ত্বত সে সকল কি তাহা বুঝিতে পারি না। সেই ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানাদিচেষ্টা বিফল। সুতরাং আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥

যিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাদশৌচরূপ গঙ্গা নদীর তীর্থত্ব নিজকীর্ত্তির নিকট লঘু করিয়াছেন, যাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়া অসুর সকল ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ হইয়াছে, যে শ্রীর জন্য অন্য দেবতাগণ তপস্যা করেন, সেই শ্রী যাহার চরণানুগতা হইয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রুত কীর্ত্তিত হইয়া সমস্ত জীবের অমঙ্গলনাশ করে এবং যদাশ্রয়ে অচ্যুতগোত্র প্রবৃত্ত হয় সেই কালচক্রায়ুধ কৃষ্ণের পক্ষে ক্ষিতিভার হরণ করা কি চিত্র ॥ ৩১ ॥

দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি সত্যব্রত তুমি সত্যপর, তুমি ত্রিকালসত্য, তুমি সত্যের জন্মস্থান, সত্যেই তোমার স্থিতি, তুমি সত্যের

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৩২ ॥

উদ্ধবঃ বিদুরং। [৩।২।১৬]

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্যদনন্তবীর্য্যঃ ॥ ৩৩ ॥

[৩।২।১৮-২০]

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং
বিস্মর্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ৩৪ ॥

সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য, ঋত ও সত্য তোমার দুই নেত্র। তুমি সত্যাত্মক তোমাতে আমরা শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩২ ॥

উদ্ধব কহিলেন, যে বসুদেব গৃহে অজ পুরুষের জন্ম বিড়ম্বন, ব্রজে অরিভয়ে বাস এবং অনন্তবীর্য্যের স্বয়ং মথুরা পরিত্যাগ রূপ কর্ম্ম সকল আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

যিনি ভ্রুভঙ্গিরূপ কৃতান্ত দ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন সেই পুরুষকে তাঁহার চরণকমলের রেণু আস্বাদন করিয়া কে বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত॥ ৩৫॥
তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য॥ ৩৬॥

[৩।২-২৪]

মান্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্॥ ৩৭

যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা যে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য স্পৃহা করেন সেই সিদ্ধি, কৃষ্ণকে বিদ্বেষ করিয়া শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে লাভ করিয়াছিল তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার বিরহ কে সহিতে পারে॥ ৩৫॥

আবার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নরবীরসমূহ নয়নাভিরাম কৃষ্ণমুখারবিন্দ নেত্র দ্বারা মরণ সময়ে পান করিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রে দেহত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল॥ ৩৬॥

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে অসুরগণ সংরম্ভ মার্গাভি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যুদ্ধে গরুড়স্কন্ধস্থিত চক্রায়ুধকে তাঁহাদের উপর পড়িতে দেখিয়া

[৩।২।২]

তেতো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ৩৮ ॥

[৩।২।৩০-৩১]

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩৯ ॥
বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৪০ ॥
অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥ ৪১ ॥

ছিলেন সে অসুরদিগকে আমি ভাগ্যবান্ ভাগবত বলিয়া মনে করি ॥ ৩৭ ॥

মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসভয়ভীত বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দ ব্রজে নীত হন। তথায় বলদেবের সহিত গূঢ়ার্চ্চি কৃষ্ণ একাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ভোজরাজ কংসকর্ত্তৃক প্রযুক্ত কামরূপী মায়াময় অসুর সকলকে বালক্রীড়া বস্তুর ন্যায় নিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

কালীয়কে নিগ্রহ করিয়া বিষপানে বিপন্নগাভিদিগকে উঠাইয়া প্রকৃতিস্থিত যমুনাজল পান করাইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

সংগৃহীত উরুভারবিত্তসকলের সদ্ব্যয় করিবার মানসে দ্বিজোত্তম-দিগের দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোসবন যজ্ঞ যাজিত করাইয়া-ছিলেন ॥ ৪১ ॥

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্নতা ॥ ৪২ ॥

[৩।৩।১-১৩]

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্ব্যাম্ ॥ ৪৩ ॥

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ৪৪ ॥

সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥ ৪৫ ॥

তাহাতে ভগ্নমান হইয়া ইন্দ্র কোপ করিয়া ব্রজে মহাবর্ষণ করিলে নির্দ্দোষ গোপদিগকে রক্ষা করিবার মানসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত লীলা ছত্রের ন্যায় ধারণ করত রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

ব্রজ হইতে স্বীয় পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর পুরে তাঁহাদের মঙ্গলচেষ্টায় বলদেবের সহিত আসিয়া তুঙ্গ হইতে শত্রু যূথনাথ কংসকে নিপাতিত করিয়া বলপূর্ব্বক নিধন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

একবার সান্দীপনি মুনির মুখ হইতে সমস্ত বেদ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন এবং পঞ্চজন অসুরের উদর হইতে সেই মুনির মৃত পুত্রকে তাঁহার প্রার্থনামত আনিয়া প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণী কর্তৃক বিবাহার্থ সমাহূত রাজাগণের মস্তকে পদ

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতীমুবাহ।
তদ্ভগ্নমামানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান
জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ॥ ৪৬॥

প্রিয়ং প্রভুগ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরাচ্ছর্দ্দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণোরুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্॥ ৪৭॥

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ॥ ৪৮॥

দিয়া গন্ধর্ব্ববৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য সুপর্ণ যেরূপ অমৃত হরণ করিয়াছিল সেইরূপ রুক্মিণীকে হরণ করিলেন॥ ৪৫॥

বিদ্ধনস ককুদ্মিদিগকে স্বয়ম্বরে দমন করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে যে সকল অজ্ঞ রাজাগণ ভগ্নমান হইয়া শস্ত্রধারণ করে তাহাদিগকে স্বীয় শস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন॥ ৪৬॥

সত্যভামাকে সন্তোষ করিবার জন্য প্রিয়ার প্রিয়সাধন যেরূপ গ্রাম্য-ব্যবহারে লোকে করিয়া থাকে তদ্রূপ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বগণ লইয়া বজ্রহস্তে বধূদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল॥ ৪৭॥

শরীরের দ্বারা আকাশ গ্রাস করিবার ন্যায় যুদ্ধে চক্রগ্রস্ত মৃত পুত্র

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্ত্তবন্ধুম্ ।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৪৯ ॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৫০ ॥

তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ ।
একৈকস্যাং দশদশ প্রকৃতের্ব্বিবুভূষয়া ॥ ৫১ ॥

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈরুন্ধতঃ পুরম্ ।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ৫২ ॥

নরককে দেখিয়া 'তন্মাত ধরিত্রী প্রার্থনা করায় তৎপুত্র ভগদত্তকে রাজ্য শেষ দিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

তথা নরকরাজদ্বারা আনীত নরদেবকন্যাগণ আর্ত্তবন্ধু হরিকে দর্শন করত সদ্য দাঁড়াইয়া প্রহর্ষ লজ্জানুরাগ ও প্রেম দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে বিবাহোচিত প্রকারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল স্ত্রীগণকে নানা গৃহে এক মুহূর্ত্তে যুগপৎ শাস্ত্রবিধি মত স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে আশ্চর্য্যভাবে বিবাহ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই স্ত্রী সকলের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটী পুত্র আত্ম বিস্তৃতি স্বরূপে জন্ম দিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

কালযবন জরাসন্ধ শাল্ব প্রভৃতি সসৈন্যে পুরী বেষ্টন করায় স্বয়ং এবং স্বীয় পুরুষতেজদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্কলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

অথ তে ভ্রাতৃপুত্ত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥ ৫৪ ॥

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমুর্ব্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ৫৫ ॥

[৩।৩।১৭-১৮]

উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্ব্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ৫৬ ॥

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্কল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদিকে স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে বিদুর! পরে তোমার ভ্রাতৃপুত্ত্রদিগের উভয় পক্ষপাতী রাজাদিগকে কুরুক্ষেত্র ভূমিকে সসৈন্যে কম্পিত করায় বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

কর্ণ, দুঃশাসন, সৌবল ইহাদের কুমন্ত্রণায় হতশ্রী ও হতায়ু অনুচর সহিত দুর্য্যোধনকে ভূমিতে ভগ্নউরু শয়িত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে যে পুরু বংশ ধৃত হইয়াছিল তাহা অশ্বত্থামার অস্ত্রে সংপ্লুষ্ট হওয়ায় পুনরায় কৃষ্ণ তাহা ধারণ করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্ব্বিভুঃ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৫৭ ॥

[৩-৩-২০]

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ৫৮ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতং। [১০।৯০।৪৯-৫০]

ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্যপদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ৫৯ ॥

মর্ত্তস্তয়া ননু সমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি।

ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যাজন করাইলেন। তিনিও ভ্রাতৃবলে কৃষ্ণ অনুব্রত হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ স্নিগ্ধ স্মিত অবলোকন, অমৃত সমান শিষ্টবাক্য ও অনবদ্য চরিত্র এবং ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে আত্মগুণে সকলের প্রীতির বিষয় হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যে ব্যক্তিগণ সেই কৃষ্ণের পদদ্বয়ে অনুবৃত্তি ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিজধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৃহীত লীলাতনু পরতত্ত্ব উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মনাশক কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা শ্রবণ করুন্ ॥ ৫৯ ॥

মর্ত্ত্য, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন চিন্তাসহকারে সমৃদ্ধ ভক্তি সমাধি

তদ্ধামদুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালায়াং
সিদ্ধপ্রেমরস বর্ণনে
অষ্টাদশঃ কিরণঃ।

দ্বারা তাঁহার দুরন্ত কৃতান্ত বেগনাশক ধামকে প্রাপ্ত হন। যাহা পাইবার জন্য ক্ষিতিপতিগণও গৃহত্যাগ করিয়া গমন করেন॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস
বর্ণনে অষ্টাদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্ত॥

একোনবিংশঃ কিরণঃ।

সিদ্ধ প্রেমরসঃ। রসগরিমা।

শুকঃ পরীক্ষিতং। [১০।৯০।৪৮]

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ১॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।১]

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।

গরিমা ব্রজলীলায়াঃ কৃপয়া যেন বর্ণিতঃ।
সাধূনামুপকারায় তং নৌমি ব্যাসনন্দনং॥

দেবকীগর্ভে জন্ম এই কথাটী যাঁহার সম্বন্ধে বাদমাত্র সেই জননিবাস যশোদানন্দ জয়যুক্ত হউন। যদুবরদিগকে লইয়া যাঁহার সভা এবং স্বীয় বল ও স্বীয় জনের বাহুবল দ্বারা যিনি অধর্ম্মকে নিরস্ত করেন এইরূপ প্রবাদ আছে অথচ স্থিরচরগণের সমস্ত অমঙ্গল যাঁহার নামকীর্ত্তনে দূর হয়। যাঁহার সুস্মিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কাম নিরন্তর বৃদ্ধি হয় তিনি জয়যুক্ত হউন॥ ১॥

নিত্যরূপ বর্ণনদ্বারা ব্রহ্মা কহিলেন; অভ্র অর্থাৎ মেঘের ন্যায় যাঁহার কান্তি; তড়িতের ন্যায় যাঁহার অম্বর; যাঁহার কর্ণভূষণ গুঞ্জা;

বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ২ ॥

[১০।১৪।১৮]

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ৩ ॥

ব্রজে বিহরতঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বালৌকিকত্বমমিতব্রহ্মাদ্বয়ত্বং ব্রহ্মণা দৃষ্টম্।
তদলৌকিকনরলীলাক্রমঃ। শুকঃ। [১০।৫।১-২]

নন্দস্ত্বাত্মজউৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্ ॥ ৪ ॥

যাঁহার মুখচন্দ্র ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত; যাঁহার গলদেশে বনমালা; যিনি শ্রীকবল (দধ্যোদনগ্রাস) বেত্র বিষাণ বেণুদ্বারা চিহ্নিত, যিনি মৃদুপদে গমন করেন; পশুপ নন্দের পুত্রাভিমানে যিনি নিত্য বর্ত্তমান; তুমি সেই কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার ব্রজলীলার গরিমা অপার। আমাকে তুমি কৃপা করিয়া অদ্য ইহাই দেখাইলে যে, তুমি ব্যতীত এই সমস্তই মায়া। তুমি প্রথমে এক অদ্বয় কৃষ্ণ লক্ষিত হইলে; পরে ব্রজসুহৃৎ বৎস সমস্ত রূপে তুমি প্রকাশ পাইলে। পরে সে সকল চতুর্ভুজ এবং অখিল বিশ্বের সহিত আমাকে লইয়া এক উপাসিত তত্ত্ব দেখাইলে। সে সকল জগৎ আবার তোমাতে অমিত অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবশেষ রহিল ॥ ৩ ॥

সর্ব্বালৌকিক ব্রজবিহার আনুপূর্ব্বিক বলিতেছেন। মহামনা নন্দ

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ৫ ॥

[১০।৫।১৮]

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ৬ ॥

[১০।৬।২]

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী ॥ ৭ ॥

[১০।৬।১০]

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দ্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ৮ ॥

স্বীয় আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় জাতাহ্লাদ হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক স্নাত ও অলঙ্কৃত করাইয়া স্বস্ত্যয়ন পঠন, বিধিপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চন সমাপনান্তে পুত্রের জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইলেন ॥ ৪।৫ ॥

হে নৃপ! সেই সময় হইতে নন্দব্রজ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান হইল। হরি-নিবাসনিবন্ধন রমাদেবীর ক্রীড়ার স্থল হইল ॥ ৬ ॥

ঘোরা বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে সে দুর্জর-বীর্য্য বিষযুক্ত স্তন শিশুরূপী কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ রোষসমন্বিত হইয়া দুই করে তাহার স্তন ধরিয়া গাঢ়রূপে তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন ॥ ৭।৮ ॥

[১০।৬।৩১]

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ॥ ৯॥

[১০।৭।৭] শকটভঞ্জনং।

অধঃ শয়ানস্য শিশোরনেঽল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ১০॥

[১০।৭।১৮] তৃণাবর্ত্তবধঃ।

একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর্ব্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ॥ ১১॥

[১০।৭।২০]

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রচোদিতঃ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্॥ ১২॥

সেই সময় নন্দাদি গোপসকল মথুরা হইতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া পূতনার মৃতদেহ দেখিয়া অতি বিস্মিত হইলেন॥ ৯॥

শকটতলে শায়িত শিশুর প্রবালবৎ কোমল ক্ষুদ্রপদ দ্বারা শকট পাতিত হইল। শকটের চক্র অক্ষ ও যুগন্ধর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে তদুপরিস্থিত রসকূপি পাত্র সমস্ত বিধ্বস্ত হইল॥ ১০॥

একদিন যশোদা উৎসঙ্গে কৃষ্ণকে আরূঢ় করাইয়া লালন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভারি হইলে যশোদা আর অধিকক্ষণ রাখিতে পারিলেন না॥ ১১॥

কংস-প্রেরিত তদীয় ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত নামা দৈত্য চক্রবাতরূপে আসিয়া

[১০।৭।২৬ ও ২৮]

তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যা-রূপধরো হরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ॥
গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহ বালো ব্যসুর্ব্রজে॥ ১৩॥

[১০।৭।৩৪-৩৬] (কৃষ্ণমুখে বিশ্বরূপ-দর্শনং)।

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥
পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥ ১৪॥

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥ ১৫॥

আসীন শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল॥ ১২॥

বাত্যারূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে ব্যোমমার্গে কিছুদুর লইয়া যাইতে যাইতে ভূরিভার বহনে শান্তগতি হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহার গলাধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে, অত্যন্ত ভারযুক্ত হইয়া দৈত্য নিশ্চেষ্ট নির্গতলোচন অব্যক্তরাব অবস্থায় প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক বালকের সহিত পতিত হইল॥ ১৩॥

একদিবস ভাবিনী যশোদা কৃষ্ণকে স্নেহপরিপ্লুত হইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। আহ্লাদে পুত্রের মুখলালন করিতে করিতে তাহার হাই উঠিলে মুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিলেন। আকাশ, জ্যোতি,

[১০।৮।২১] (জানুচংক্রমণং)

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতু ॥ ১৬ ॥

[১০।৮।২৬ ও ২৮]

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ১৮ ॥

[১০।৮।২৯] কৌমারচাপল্যং।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ১৯ ॥

দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপসমস্ত, ভূধরসকল, নদীসকল, বনসমস্ত, ভূতগণ ও স্থিরজঙ্গম দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সময়ক্রমে গোকুলে রামকৃষ্ণ হস্তজানুদ্বারা হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অল্পকালে হে রাজর্ষে! গোব্রজে রামকৃষ্ণ জানুচংক্রমণ ছাড়িয়া পদদ্বারা বলপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের কৌমারগত সুন্দর চপলতা দেখিয়া গোপীসকল যশোদাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

হে যশোদে! তোমার কৃষ্ণ কখন কখন আমাদের বাড়ীতে গিয়া অসময়ে বৎস ছাড়িয়া দেন ও চীৎকার হাস করেন। চুরির কৌশল

একদা [১০।৯।৮] (চৌর্য্যং)

উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ২০ ॥

[১০।৯।১২।১৫।১৬ ও ১৮] উদূখলবন্ধনং।

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাহতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥
তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদযদাদত্তবন্ধনম্ ॥

করিয়া চৌরিত দধি দুগ্ধ আস্বাদন করেন। আবার ভাগ করিয়া মর্কট-দিগকে খাওয়ান। না খাইলে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে কোপপূর্ব্বক বালক সকলকে তাড়নপূর্ব্বক কাঁদাইয়া চলিয়া যান ॥ ১৯ ॥

একদিন উদূখলে উঠিয়া শিকাস্থিত মাখন মর্কটগণকে যথেষ্ট খাওয়াইতে-ছিলেন। চৌর্য্যশঙ্কিতচক্ষুযুক্ত পুত্রকে দেখিয়া অল্পে অল্পে যশোদা আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণবীর্যানভিজ্ঞ যশোদা তাঁহাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ভীত কৃষ্ণকে বাঁধিতে গিয়া রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইতে লাগিল। তখন জননীকে স্বিন্নগাত্র

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ২১ ॥

[১০।৯।২০]

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ২২ ॥

[১০।১০।২৬] যমলার্জ্জুনভঙ্গঃ ।

ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যমায়োর্যযৌ ।
আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্ গতমুদূখলম্ ॥ ২৩ ॥

[১০।১০।২৭]

বালেন নিষ্কর্ষতান্বগুদূখলং তদ্-
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৪ ॥

ও বিস্রস্তকবরী দেখিয়া তাঁহাকে শ্রান্ত জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন ॥ ২১ ॥

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ যশোদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা শিব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীদেবীও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২২ ॥

দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ এমত সময় প্রবেশ করিলেন যে, উদূখলটী টেরচা হইলে তাহাতে আটকিয়া গেল ॥ ২৩ ॥

বালকরূপী কৃষ্ণ নিষ্কর্ষণ করিলে সেই উদূখলের বেগে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের অঙ্ঘ্রিবন্ধ শিথিল হইল এবং বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধপ্রবাল ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত পড়িয়া গেল ॥ ২৪ ॥

[১০।১০।২৮] নলকূবরমোচনং।

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৫ ॥

[১০।১০।৩৮]

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ২৬ ॥

[১০।১০।৪২] কৃষ্ণঃ নলকূবরৌ।

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্।
সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥ ২৭ ॥

তখন সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় দুইটী সিদ্ধপুরুষ বাহির হইয়া বদ্ধাঞ্জলী পূর্ব্বক অখিললোকনাথ কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ মুক্তস্বরূপে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

হে নাথ! তোমার গুণানুকথনে আমাদের বাণী নিযুক্ত হউক, তোমার কথাশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত হউক, তোমার দাস্য কর্ম্মে আমাদের মন নিযুক্ত হউক, জগৎনিবাসস্বরূপ তোমার বন্দনে মস্তক নিযুক্ত হউক, তোমার অর্চ্চা দর্শনে ও বৈষ্ণবদর্শনে আমাদের দৃষ্টি ন্যস্ত হউক ॥ ২৬ ॥

হে নলকূবর! তোমরা মৎপর হইয়া নিজ গৃহে যাও। আমাতে তোমাদের ঈপ্সিতভাব উদয় হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ভববন্ধন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

[১০।১১।২৭-২৮] বৃন্দাবনগমনং। নন্দঃ গোপান্।

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ॥ ২৮॥
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥ ২৯॥

[১০।১১।৩৫-৩৬]

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ॥ ৩০॥

[১০।১১।৩৭-৪০]

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥

অনন্তর নন্দ গোপদিগকে কহিলেন, হে গোপগণ! যে পর্য্যন্ত অরিষ্ট উৎপাত এই ব্রজকে অভিভব না করে, তৎপূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ লইয়া অনুগগণের সহিত অন্যত্র গমন করিব॥ ২৮॥

বৃন্দাবন নামক বন, পশুদিগের নির্ব্বাহোপযোগী স্থান, নূতন কানন এবং গো গোপ গোপীগণের সেবনীয় পুণ্যপর্ব্বত তৃণবীরুধযুক্ত॥ ২৯॥

বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া শকট দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার সর্ব্বকালসুখাবহ ব্রজাবাস স্থাপন করিলেন। হে নৃপ! যমুনাপুলিনশোভিত গোবর্দ্ধন-সংযুক্ত বৃন্দাবন দর্শন করত রামকৃষ্ণের উত্তমা প্রীতি উদয় হইল॥ ৩০॥

বালচেষ্টিত ও কলবাক্যদ্বারা ব্রজবাসীদিগের প্রীতি সংগ্রহ করতঃ

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥
ক্বচিদ্বাদয়ন্তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ॥
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং ॥ ৩১ ॥

[১০।১১।৪১-৪৪] বকাসুরবধঃ।

বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দ্দৈত্য আগমৎ।
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ॥
গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলতচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতম্।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥৩২॥

উপযুক্তকালে রামকৃষ্ণ বৎসপাল হইয়া উঠিলেন। নানা-ক্রীড়া-পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া ব্রজভূমির অদূরে গোপবালকদিগের সহিত গোবৎসসকল চারণ করিতে লাগিলেন। কখন বংশী বাদ্য, কখন ক্ষেপণ দ্বারা দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কখন কিঙ্কিণীযুক্ত পদদ্বারা, কখন গোবৃষদ্বারা, কখন পরস্পর বৃষ হইয়া নাদ সহিত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ ও বলদেবকে বয়স্যগণের সহিত নাশ করিবার অভিপ্রায়ে দৈত্য একটী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসযূথগত সেই বৎসরূপী অসুরকে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পাদদ্বয় লাঙ্গুলের সহিত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে গতজীবিত করিয়া কপিত্থবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। গোপ-বালকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৩২ ॥

[১০।১১।৪৭-৪৮] বকাসুরবধঃ।

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রস্তুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্॥
স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী॥ ৩৩॥

[১০।১১।৫০-৫১]

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবৎ
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত॥ ৩৪॥
তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্॥ ৩৫॥

গোপবালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বজ্রভগ্নগিরিশৃঙ্গের ন্যায় একটী মহাসত্ত্বকে অবস্থিত দেখিলেন। সেই বকাসুর নামা বকরূপী বলবান্ মহাসুর বেগের সহিত আসিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড হইয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল॥ ৩৩॥

বকাসুর স্বীয় তালুমূল অগ্নির ন্যায় দগ্ধ হইতে বুঝিয়া জগদ্গুরুর পিতা গোপাত্মজ কৃষ্ণকে অতিক্রোধে বমন করিয়া বাহির করিল এবং তুণ্ড দ্বারা পুনরায় আঘাত করিতে লাগিল॥ ৩৪॥

বক আসিয়া পড়িতে পড়িতে সাধুদিগের গতি কৃষ্ণ দুই হস্তে তাহার তুণ্ডদ্বয় নিগ্রহ করত সেই কংসসখ বককে গোপবালকদিগের দৃষ্টিপথে

[১০।১২।০১,৬,৮,১০ ও ১২]

ক্বচিদ্বনাশায় মনোদধদ্ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হি ॥ ৩৭ ॥

যদি দূরংগতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৩৮ ॥

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

লীলাপূর্ব্বক তৃণের ন্যায় বিদারিত করিলেন। তাহাতে দেবগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

কোন সময়ে প্রাতে বয়স্য বৎসপালদিগকে চারু শৃঙ্গরবদ্বারা প্রবোধিত করিয়া বৎসগণ সহকারে কৃষ্ণ বনভোজনে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য বৎস এবং গোপবালকদিগের পৃথক্ পৃথক্ অনেক বৎস। সেই সকল বৎসগণকে যূথে যূথে পৃথক্ লইয়া গোপবালক সকল বনে বিহার করেন। ৩৭ ॥

কৃষ্ণ বনশোভা দেখিতে দূরগত হইলে আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব বলিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করতঃ গোপবালকগণ আনন্দ লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

কখন কখন তাঁহারা পক্ষীর ছায়ার সঙ্গে ধাবমান হন, কখন ধীরে

সাকং ভেকৈর্ব্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥ ৪০॥

যৎপাদপাংশুর্ব্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্॥ ৪১॥

অথ অঘাসুরবধঃ [১০।১২।১৩, ১৪, ১৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৬]

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষতে॥ ৪২॥

ধীরে হংসগণের সহিত গমন করেন, কখন বকের সহিত উপবেশন করেন এবং কখন ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করেন ॥ ৩৯॥

কখন কখন মণ্ডুকদিগের সহিত লম্ফ দেন, স্রোতে ভাসমান হন, প্রতিচ্ছায়াকে পরিহাস করেন এবং শাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিবিম্বের সহিত বিবাদ করেন॥ ৪০॥

বহুজন্মের তপাদির ক্লেশ দ্বারা ধৃতাত্মা যোগিগণ যাঁহার পাদরেণু প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ং যাঁহাদের দৃগ্বিষয় হইয়া অবস্থিত, সেই ব্রজবাসীদিগের সৌভাগ্য কি আর বর্ণন করিব॥ ৪১॥

অনন্তর তাঁহাদের বিহারক্রীড়া দেখিতে অক্ষম হইয়া মহাসুর অঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অসুরটী এরূপ যে অমৃত পান করিয়া অমরগণ যাঁহার হাত হইতে জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন॥ ৪২॥

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োঃ
দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ৪৩ ॥
ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ৪৪ ॥
কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষ দৃগ্ঘরিঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণকে দেখিয়া কংসানুগত বক ও পুতনার কনিষ্ঠ সেই অঘাসুর মনে করিল, এই কৃষ্ণই আমার সহোদরা ও সহোদরকে নাশ করিয়াছে; সেই মৃতদ্বয়ের উদ্দেশে বলদেবের সহিত এই কৃষ্ণকে আমি বধ করিব ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ স্থির করিয়া সেই খল অসুর মহাদ্রির ন্যায় স্থূল একযোজন বিস্তৃত বৃহৎ অজগর বপু ধারণ পূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণকে গিলিবার আশায় পথমধ্যে শুইয়া রহিল ॥ ৪৪ ॥

অশেষদর্শনজ্ঞ কৃষ্ণ ঐ খলের জীবন নাশ হয় অথচ সাধুদিগের হিংসা না হয়, এরূপ কি করা যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করত তাহার তুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ৪৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৪৭ ॥

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্‌গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতাস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

তখন মেঘের আড়ে থাকিয়া দেবতাগণ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কংসাদি অঘবান্ধব কৌণপ পুরুষগণ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্ভ বৎসক সহিত আপনাকে, দ্রুত চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ুক্ত অসুরের গলদেশের মধ্যে, বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন অতিকায় সেই অসুরের শ্বাস-প্রশ্বাস-মার্গ নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুদ্বয় বাহির হইল এবং অসুরটা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যগত পবন নিরোধ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত বাহির হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৮ ॥

হে রাজন্ সেই অজগরের শুষ্কচর্ম্ম বহুকাল বৃন্দাবনে অদ্ভুত রূপে ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

ততঃ কৃষ্ণঃ [১০।১৩।৫, ৬, ৮, ১১, ১২ ও ১৩]

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫০ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বয়স্যগণ! আহা। এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুলবালুকা সকল বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর (জাত-সরোজ-) গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে দ্রুমসকল শোভা পাইতেছে ॥ ৫০ ॥

এই স্থানে আমরা ক্ষুধার্দ্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থিত তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক ॥ ৫১ ॥

স্তরে স্তরে মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্রজবালকসকল বিকসিতনয়ন কৃষ্ণাভিমুখী হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেই বিপিনে বসিয়া কমলকর্ণিকার চতুর্দ্দিকস্থ পত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্ব্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোহস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতে হা নেষ্যে বৎসকানহং ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণে দূরং গতে। [১০,১৩।১৫,১৮ ও ১৯]

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।

যজ্ঞভুক্ হইয়া বালকেলি কৃষ্ণ জঠরবস্ত্রে বেণু ধারণ এবং বাম কক্ষে ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ও বেত্র ধারণ এবং অঙ্গুলীসকলে শ্রীফলাদি ধারণ পুর্ব্বক দধিভাত দক্ষিণ হস্তে লইয়া চতুর্দ্দিকে স্থিত সুহৃদ্বর্গকে নর্ম্মবাক্য দ্বারা হাঁসাইয়া স্বর্গে দেবগণের দৃষ্টিপথে থাকিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে হে ভারত! কৃষ্ণাত্মীয় বৎসপগণ ভোজন বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় তৃণলোভিত হইয়া বৎসসকল দূর বনে প্রবেশ করিল ॥ ৫৪ ॥

তাহাতে বালকগণ ভীত হইলে তাহাদের ভয়হারী কৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন, "হে ভাই সকল, তোমরা ভোজন কর, আমি সমস্ত বৎস লইয়া আসিতেছি" ॥ ৫৫ ॥

নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥৫৬॥
ততো কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥৫৮॥

[১০।১৩।২৬-২৭]

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।

হে কুরূদ্বহ! কৃষ্ণ দূরে গেলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই অবসরে আসিয়া মায়া-বালক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মহিমা দেখিবার মানসে সেই স্থান হইতে বৎসগুলিকে এবং বৎসপালদিগকে অন্যত্র লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ব্রহ্মার এই কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু এই যে, কৃষ্ণের অঘমোক্ষণ দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণ গোপবালকদিগের জননীগণের এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্দ্ধনার্থে আপনা হইতে বৎসপ ও বৎসগণ প্রকট করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বৎস ও বৎসপগণের যে পরিমাণ বপু, যেরূপ করাঙ্ঘ্রি, ইত্যাদি, যেরূপে যাহার যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্য, ভূষা, বস্ত্র, স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, বিহারাদি সকলই হইল। (সর্ব্ববিষ্ণুময়) এই বাক্যার্থ-স্বরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন ॥ ৫৮ ॥

যশোদানন্দনে যেরূপ স্নেহ ছিল, ব্রজবাসীদিগের স্বীয় স্বীয় পুত্রে

শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥ ৫৯ ॥
ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ৬০ ॥

বলদেবঃ। [১০।১৩,৩৬,৩৭ ৪০,৪৪,৪৫]

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য স্বাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৬১ ॥
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণতঃ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা বলদেবো বিস্মিতো বভুব।

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ক্রট্যনেহসা।
পূরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৬৩ ॥

স্নেহবল্লী একবৎসর প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে নিঃসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইল ॥ ৫৯ ॥

সকলের আত্মা কৃষ্ণ আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে বৎসপালরূপে প্রকট করিয়া স্বয়ং বৎসপালস্বরূপ এক বৎসর বনে ও গোষ্ঠে বৎসপালন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, আহা কি আশ্চর্য্য! অখিলাত্মা-বাসুদেবে ব্রজবাসীদিগের (স্বাভাবিক প্রেম বিদ্যমান, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের) স্বীয় স্বীয় পুত্রে অপূর্ব্ব প্রেম বর্দ্ধিত হইয়াছে, একি অদ্ভুত ॥ ৬১ ॥

এই মায়া কি দৈবী, বা মানুষী, বা আসুরী! কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় আমার প্রভু কৃষ্ণের এ মায়া, কেননা অন্যের মায়া আমাকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া বলদেব বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্ ।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি ।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মা দদর্শ । [১০।১৩।৫৪,৫৯,৬০,৬১ ও ৬২] (ব্রহ্মমোহনং)

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৬৬ ॥
সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্ ।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥

আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয়মানে এক ত্রুটী যাইতে না যাইতে তথায় আসিয়া সর্ব্বকলা সহিত কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় এক বৎসর ক্রীড়া করিতেছেন দেখিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে সম্মোহিত করিতে গিয়া তন্মায়া দ্বারা জন্মরহিত ব্রহ্মা স্বয়ং বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৪ ॥

দিবাভাগে খদ্যোতপ্রভা যেরূপ বিলুপ্ত হয় এবং রাত্রে নীহারগততম অদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মারূপ কৃষ্ণে অন্যের মায়া প্রযুক্ত হইলে ভগবানের মহতীতর মায়া দ্বারা তৎস্বরূপ বিলুপ্ত হয় ॥ ৬৫ ॥

তখন ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম । তাহাতে যে রসবৈচিত্র, তাহা সমস্তই সত্যজ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দমাত্র রসমূর্ত্তি । উপনিষচ্চক্ষেও তাহাদের ভূরিমাহাত্ম্য অস্পৃষ্ট ॥ ৬৬ ॥

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া সম্মুখে দেখিলেন যে, বনটী বৃন্দাবনবাসী জনের আজীব্য দ্রুমাদি দ্বারা পূর্ণ এবং নিত্যপ্রিয় । স্বাভাবিক বৈরাদিভাবযুক্ত

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্ তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬৭ ॥

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্ ।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচেষ্ট ॥ ৬৮ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য ।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্ম্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬৯ ॥

নরমৃগাদি মিত্রভাবে বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন নিত্যই কৃষ্ণের আবাস-ভূমি, তথায় ক্রোধ লোভাদি নাই ॥ ৬৭ ॥

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেখিলেন, সেই বৃন্দাবনে গোপবংশায় শিশুত্ব-নাট্য বিস্তার করিয়া অদ্বয়ব্রহ্ম অগাধবোধস্বরূপ পরতত্ত্ব অনন্ত গুণময় কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ বৎস ও সখাদিগকে চারিদিকে কবলহস্তে অন্বেষণ করিতেছেন ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর নিজধোরণ অর্থাৎ স্ববাহন হইতে নামিয়া কনকদণ্ডবৎ স্বীয় বপু পৃথিবীর উপর নিপাতিত করিয়া চারিটী মস্তকস্থিত মুকুটকোটিদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা সেই পদদ্বয়কে অভিষেক করিলেন ॥ ৬৯ ॥

[১০।১৪।১১ ও ৩৯] ব্রহ্মা কৃষ্ণং।

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৭০ ॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্ত্বয়ার্পিতম্ ॥ ৭১ ॥

[১০।১৫।২০-২২] ধেনুকবধঃ।

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥
রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বারি ও ভূমি এইগুলির দ্বারা সংবেষ্টিত অণ্ডঘটরূপ সপ্তবিতস্তিকায় আমি কে? আবার এইরূপ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুবৎ যাঁহার প্রতিলোমকূপে গবাক্ষদ্বারে বিচরণ করিতেছে, সেই তোমার মহিমার সীমাই বা কোথা? ॥ ৭০ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বদৃক্ সমস্ত অবগত আছ। আমাকে অনুগত দাস বলিয়া স্বীকার কর। তুমিই জগৎ সমূহের নাথ। এই জগৎটী তুমিই আমাকে অর্পণ করিয়াছ ॥ ৭১ ॥

রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা নামক গোপাল, সুবল, তোককৃষ্ণ আদি গোপসকল প্রেমপূর্ব্বক বলিল, হে মহাসত্ত্ব রাম! হে দুষ্টঘাতিন্ কৃষ্ণ!

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ৭২ ॥

[১০।১৫।৩২ ও ৪০] বলদেবঃ।

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥
অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে ॥ ৭৩ ॥

[১০।১৬।১] কালিয়দমনং।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥

[১০।১৬।৬৬-৬৭]

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রমাভিবাদ্য তম্ ॥

এই স্থান হইতে অল্পদূরে তালপংক্তি পূর্ণ একটী সুমহদ্বন আছে। সেখানে অনেক ফল পড়িয়া আছে ও পড়িতেছে; কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই সকল ফল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭২ ॥

তখন বলদেব সেই ধেনুকগর্দ্দভের পদদ্বয় হস্তদ্বারা ধরিয়া ঘুরাইয়া নিহত করিলেন এবং তালবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মনুষ্যসমূহ বিগতভয় হইয়া সেই হতধেনুক কাননে তালফল খাইতে লাগিলেন এবং গরুসকল তৃণভোজন করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

কালিয়বিষে যমুনাজল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার শুদ্ধি-কামনায় সেই সর্পকে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। জগন্নাথ কৃষ্ণকে

সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ ॥ ৭৪ ॥

[১০.১৭।২০-২২ ও ২৫]

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।
উষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্ ।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥
তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥
ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ৭৫ ॥

পূজা পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিক্রমা করিয়া কলত্র পুত্র ও সুহৃদ্‌গণ সহিত কালিয়, সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক দ্বীপে গমন করিল। সেই অবধি নির্ব্বিষ হইয়া যমুনা অমৃতজলা হইলেন॥ ৭৪ ॥

হে রাজেন্দ্র ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্রজবাসী ও গো-সমূহ কালিন্দীকূলে সেই রাত্র বাস করিলেন। সহসা শুচিবনোদ্ভূত দাবাগ্নি সমস্ত ব্রজ দগ্ধ করিতে উপক্রম করিল। সেই ঘোর রাত্রে সকলে নিদ্রিত ছিলেন। তখন ব্রজ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া মায়া-মনুষ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। স্বজনগণের বৈক্লব্য দেখিয়া জগদীশ্বর অনন্ত শক্তিধারী অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণ সেই অগ্নিকে তৎক্ষণাৎ পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৫ ॥

[১০।১৮।১৭-১৮ ও ২৪] প্রলম্ববধঃ।

পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া।
তদ্বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্॥ ৭৬॥
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥ ৭৭॥

[১০।১৮।২৮-২৯] ততঃ বলদেবঃ জ্ঞাত্বা

রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা।
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ॥ ৭৮॥

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ পশু চরাইতেছিলেন, প্রলম্বাসুর তাঁহাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে গোপরূপ ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইল। সর্ব্বদর্শন ভগবান্ দাশার্হ তাহা জানিয়াও তাহার বধ বিচার করিয়া তাহার সহিত প্রথমে সখ্য ব্যবহার করিলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিল এবং প্রলম্ব রোহিণীসুত বলদেবকে বহন করিতে লাগিল॥ ৭৬-৭৭॥

বলদেব প্রলম্বকে জানিতে পারিয়া দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ পর্ব্বতকে বজ্র দ্বারা আহত করেন, তদ্রূপ। এক

[১০।১৯।১ ও ১২] দাবানলপানং

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্ব্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭৯ ॥

গোপানামার্ত্তিশ্রবণাৎ।

তথে[illegible] মিলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ৮০ ॥

[১০।২৩।৭, ৯ ও ১২] কৃষ্ণপ্রেরিতক্ষুধিতগোপ লাঃ।] (যজ্ঞপত্নীকৃপা।)

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ৮১ ॥

আঘাতেই সেই অসুর বিদীর্ণমস্তক হইয়া মুখদ্বারা রক্তবমন করিতে করিতে মহারবে বিগতজীবন হইয়া গেল ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর দাবাগ্নিরূপ ধূমকেতু বনবাসীদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য হঠাৎ উত্থিত সারথিরূপ বায়ুর সাহায্যে স্থিরজঙ্গমকে নাশ করিতে লাগিল ॥ ৭৯ ॥

গোপদিগের আর্ত্তি দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে চক্ষু নিমীলিত করাইয়া উল্বণ অগ্নিকে মুখ দ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন এবং মহাযোগ দ্বারা সকলকে অগ্নিমুক্ত করিলেন ॥ ৮০ ॥

দূরবনে গরু চরাইতে চরাইতে ক্ষুধিত হইলে গোপবালক সকল রামকৃষ্ণকে জানাইল। কৃষ্ণের আজ্ঞায় তাহারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট গিয়া বলিল, হে বিপ্রগণ! গাভী চরাইতে রামকৃষ্ণ দূরবনে আসিয়া

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃন্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ॥
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥৮২॥

[১০।২৩।১৪] ততঃ কৃষ্ণঃ।

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্‌।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া॥ ৮৩॥

[১০।২৩।১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪ ও ৫০] ততঃ গোপালাঃ।

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্॥ ৮৪॥

ক্ষুধিত হইয়াছেন, আপনাদের নিকট হইতে অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছেন। হে ধর্ম্মবিত্তমগণ! যদি শ্রদ্ধা হয়, অন্নদান করুন॥ ৮১॥

ক্ষুদ্রাশা যুক্ত ভূরিকর্ম্মপ্রিয়, মূঢ় বৃদ্ধাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই ভগবৎ-প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না। হে পরন্তপ! তাহারা যখন হাঁ, না, কিছুই বলিল না, গোপগণ নিরাশ হইয়া গিয়া রামকৃষ্ণকে জানাইল॥ ৮২॥

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, তবে তোমরা সেই বিপ্রদিগের পত্নীদিগকে জানাও যে সঙ্কর্ষণ-সহিত কৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই কথা বলিলে সেই মন্মনা, স্নিগ্ধ যজ্ঞপত্নীগণ তোমাদিগকে যথেষ্ট অন্নদান করিবেন॥ ৮৩॥

গোপালগণ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া দূরে রামের সহিত আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগগণের সহিত তাঁহাদিগকে অন্নপ্রদান করুন॥ ৮৪॥

ততঃ যজ্ঞপত্ন্যঃ।

চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ৮৫॥

তা অপশ্যন্।

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥ ৮৬॥

কৃষ্ণঃ।

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥

তাহা শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণ পাত্রে করিয়া বহু গুণশালী চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া, নদীসকল যেমত সমুদ্রাভিমুখে বেগে গমন করে, তদ্রূপ সকলেই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিলেন॥ ৮৫॥

তাঁহারা গিয়া কৃষ্ণের যে মনোহর রূপ দেখিলেন, তাহা শুকদেব বর্ণন করিয়াছেন। হিরণ্যপরিধি বিশিষ্ট, শ্যাম, বনমাল্য, ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু, প্রবালযুক্ত নটবরবেশে অনুব্রতদিগের স্কন্ধে এক হস্ত অর্পণ করিয়া এবং অপর হস্তে একটী পদ্ম ঘুরাইতে ছিলেন। সেই-সময় তাঁহার কর্ণোৎপল ও অলকাযুক্ত কপোল এবং মুখপদ্মের হাস শোভা পাইতেছিল॥ ৮৬॥

যজ্ঞপত্নীগণ অন্নপ্রদান করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! কুশলকর্ম্মা স্বার্থদর্শিগণ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৮৭ ॥

ততঃ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা হ্যনুতাপেন ।

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ৮৮ ॥

[১০।২৪।১৫ ও ২৮-৩০] ইন্দ্রপূজাবিষয়ে কৃষ্ণঃ নন্দং ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্ব কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ।
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে ॥ ৮৯ ॥

সাক্ষাৎ ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মপ্রিয়ে যেরূপ প্রিয়াগণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন দ্বারা আমাতে যেরূপ ভাব হয়, সেরূপ সন্নিকর্ষে হয় না। অতএব তোমরা ঘরে গিয়া আমাতে ভক্তি কর ॥ ৮৭ ॥

পরে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ পত্নীদিগের ভাব জানিয়া এরূপ অনুতাপ পূর্ব্বক বলিলেন, সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি। সেই কৃষ্ণমায়ায় ভ্রামিত হইয়া আমরা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি ॥ ৮৮ ॥

ইন্দ্রপূজার আহরণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন, হে তাত! স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুবর্ত্তী ভূতগণের সম্বন্ধে ইন্দ্রের কি অধিকার। মনুষ্যগণ স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম করে তাহাতে ইন্দ্র অন্যথা করিতে অশক্ত। গরু সকলকে ঘাস খাওয়াইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উপযুক্ত বলি প্রদান কর। গো বিপ্র

[১০।২৪।৩৮]

ইত্যদ্রি-গোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৯০ ॥

ইন্দ্রঃ। [১০।২৫।৫ ও ৭]

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥
অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণঃ। [১০।২৫।১৭।১৯ ও ২৩] (গোবর্দ্ধনধারণং)

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরানামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥

অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ কর। ইহাই আমার মত। যদি রুচি হয়, এইরূপ করিতে পার ॥ ৮৯ ॥

এই প্রকার পর্ব্বত, গো ও দ্বিজ-যজ্ঞ কৃষ্ণাভিপ্রায়-মত সম্পন্ন করিয়া গোপসকল কৃষ্ণের সহিত ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৯০ ॥

ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, অহো! গোপসকল বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে উপাশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় সাধন করিল। নন্দগোষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য আমি ঐরাবত আরোহণ পূর্ব্বক ব্রজে চলিলাম ॥ ৯১ ॥

ইন্দ্র বর্ষণদ্বারা গোষ্ঠ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, ভক্তি-যুক্ত ব্যক্তির দেবগণের অধিপতি বলিয়া গর্ব্ব হয় না। ভক্ত্যাভাবেই ইন্দ্রের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি। অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ আমা হইতে তাহাদের

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥
ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥ ৯২॥

[১০।২৫।২৪ ও ২৮]

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥
ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥ ৯৩॥

[১০।২৬।২৫]

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।

মঙ্গলের জন্যই হয়। এই কথা বলিয়া এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলিয়া ভগবান্ ছত্রাকের ন্যায় লীলা পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের দর্শনপথে পর্ব্বতধারণপূর্ব্বক সপ্তাহ পদচালন করেন নাই॥ ৯২॥

কৃষ্ণের যোগানুভাব দেখিয়া ইন্দ্র অতি বিস্মিতভাবে ভ্রষ্টসংকল্প ও নিস্তব্ধ হইয়া স্বীয় মেঘগণকে নিবৃত্ত করিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বভূতের দর্শনপথে লীলাপূর্ব্বক শৈলকে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিলেন॥ ৯৩॥

নিজ যজ্ঞবিপ্লবনিবন্ধন ক্রোধে ইন্দ্র, বর্ষা, বজ্রপাত, করকাপাত, তীব্র-বায়ু দ্বারা উৎপাত করায় পশু ও পশুপাল এবং ব্রজস্ত্রীগণ ক্লিষ্ট হইলে তাহাদের একমাত্র শরণরূপ কৃষ্ণ তদ্দৃষ্টে অনুকম্পাহাসের সহিত শৈল

উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্ ॥৯৪॥

ইন্দ্রঃ [১০।২৭।১৩ ও ২৮]

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণংগতঃ ॥ ৯৫ ॥
ইতি গো-গোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥ ৯৬ ॥

বরুণালয়ান্নন্দানয়নং [১০।২৮।১-৩] (নন্দমোক্ষণং)

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥
তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥

উৎপাটন পূর্ব্বক বালক অবস্থায় লীলাছত্রাকের ন্যায় ধারণ করত মহেন্দ্রের গর্ব্বখর্ব্বার্থে গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গাভীগণের ইন্দ্র গোবিন্দ আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুন ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইন্দ্র প্রণত হইয়া বলিলেন, হে ঈশ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি জগতের ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা। আমার উদ্যমকে বৃথা করিয়া আমার অহঙ্কারকে তুমি যে নাশ করিলে, তাহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। ইহা বলিয়া গো-গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষেক করিয়া দেবতাগণের সহিত ইন্দ্র অনুজ্ঞাত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৯৫।৯৬ ॥

একাদশীর দিনে নিরাহারে জনার্দ্দনকে অর্চ্চন করত দ্বাদশী-তিথিতে

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥ ৯৭॥

[১০।২৮।১০, ১৩ ও ১৪

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥৯৮॥
জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥৯৯॥

নন্দ কালিন্দী-জলে স্নানার্থে প্রবেশ করিলেন। বরুণভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। রাত্র থাকিতে উদক প্রবেশ করায় আসুরী-বেলার অজ্ঞতা হইয়াছিল। সেই দোষে নন্দ নীত হইলে স্বজনের অভয়দ কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধারের জন্য বরুণালয়ে গমন করিলেন॥ ৯৭॥

ইন্দ্রিয়াতীত বরুণের লোকপাল-মহোদয় দেখিয়া এবং কৃষ্ণে বরুণ যে ভক্তি প্রকাশ করিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া নন্দ জ্ঞাতিদিগকে বিস্মিত হইয়া সেই কথা বর্ণন করিয়াছিলেন॥ ৯৮॥

গোপগণ নিত্য সিদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগত সাধন-সিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যা-কামধর্ম্ম-দ্বারা উচ্চাবচ গতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে, আমরাও তাহাই করিতেছি, এই মনে করিয়া মহাকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোলোক নামা স্বীয় অচিন্ত্যলোক, তাহা দেখাইলেন॥ ৯৯॥

ততঃ রাসলীলা বিংশকিরণে দ্রষ্টব্যা। ততঃ শ্রীনন্দস্যাহিগ্রাসাদ্বিমোচনং [১০।৩৪।১, ৪, ৫, ৮ ও ৯]

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্‌॥
ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ॥
কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়া গতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ॥
অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্‌ সাত্বতাংপতিঃ॥
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥ ১০০॥

একদিবস শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে জাতকৌতুক হইয়া গোপসকল গোযান আরোহণে অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন, সরস্বতীতীরে যতব্রত হইয়া জল পান করিয়া সেই রাত্রে তথায় মহাভাগ নন্দ সুনন্দকাদি বাস করিলেন। একটি মহাসর্প সেই বিপিনে বুভুক্ষিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নিদ্রিত নন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অলাত দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিশলাকা দ্বারা তাড়িত হইয়াও সেই সর্প নন্দকে ছাড়িল না। সাত্বতপতি কৃষ্ণ স্বীয় পদদ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিলেন। কৃষ্ণপাদস্পর্শে তাহারও সমস্ত অশুভ হত হইল। বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিতদেহ প্রকাশ হইল। সর্পবপু দূরীকৃত হইল॥ ১০০॥

(হোরিকা পূর্ণিমায়াং) অথ শঙ্খচূড়বধঃ [১০৩৪।২৪, ২৫, ৩০, ৩১ ও ৩২]

গোপ্যস্তদগীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ॥
শঙ্খচূড় ইতিখ্যাতো ধনদানুচরোহভ্যগাৎ॥
তমন্বধাবদ্গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়োবলঃ।
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ॥
(স্ব)শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্করম্।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্॥১০১॥

ততঃ বনগমনবিচ্ছেদাদ্গোপীনাং বিরহগীতং দ্রষ্টব্যং বিংশ কিরণে। ততঃ অরিষ্টবধঃ। [১০।৩৬।১, ৮, ৯,১২, ১৩, ১৫ ও ১৬]

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।

হোরিকা পূর্ণিমায় গোপীসকল, কৃষ্ণের গীত শ্রবণ করত মূর্চ্ছিত হইয়া আপনাদিগকে বিগতবস্ত্র এবং স্রস্তকেশমালা বলিয়া জানিতে পারেন নাই। কুবেরানুগত শঙ্খচূড় নামা যক্ষ সেই সময় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার শিরোরত্ন লইবার চেষ্টা করিলেন। বলদেব সেই সময় স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দূরে গিয়া বিভু ঐ দুরাত্মার মস্তক মুষ্টিদ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও চূড়ামণিটি লইলেন। শঙ্খচূড়কে মারিয়া তাহার ভাস্কর মণি গ্রহণ করতঃ তাহা প্রীতিপূর্ব্বক গোপীগণের দর্শনপথেই অগ্রজকে অর্পণ করিলেন॥ ১০১॥

তদনন্তর কৃষ্ণের বনগমনে গোপীগণ যে বিরহ-গীত গান করিয়া-

মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ ক্ষুরবিক্ষতাম্ ॥ ১০২ ॥

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসর্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥১০৩॥

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ১০৪ ॥

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্।
আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১০৫॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।

ছিলেন, তাহা বিংশ কিরণে পঠনীয়। তাহার পর অরিষ্টবধ। অরিষ্ট নামা বৃষমূর্ত্তি অসুর গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিষ্টের পৃষ্ঠে ককুধ অতিশয় সমৃদ্ধ। সে নিজ ক্ষুর দ্বারা পৃথিবীকে বিক্ষত করিয়া আসিতে লাগিল। কৃষ্ণ আমি" অরিষ্টকে বধ করিব, ভয় নাই" এইরূপ আস্ফোট করিতে করিতে তল-শব্দ-দ্বারা তাহাকে ক্রোধিত করিয়া সখার স্কন্ধে হস্ত প্রসারিত করত দাঁড়াইলেন। কুপিত হইয়া অরিষ্ট খুরের দ্বারা পৃথিবী লিখিতে লিখিতে উর্দ্ধপুচ্ছভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৌড়িয়া আসিল ॥ ১০২-১০৩-১০৪ ॥

ভগবান্ তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে পুনরায় সত্বরে উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ নিঃসরণ করত ক্রোধদ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া পড়িল ॥ ১০৫।

তাহার দুই শৃঙ্গ নিগ্রহপূর্ব্বক পদাক্রমণ-দ্বারা ভূতলে ফেলিয়া পীড়ন

নিষ্পাড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১০৬ ॥

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥১০৭॥
অরিষ্টে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১০৮ ॥

ততঃ কেশীবধঃ। [১০।৩৭।১]

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্ব্বন্নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১০৯ ॥

করায় আর্দ্রবস্ত্রের ন্যায় তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করত তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন সে নিপতিত হইল ॥ ১০৬ ॥

এই প্রকারে ককুদ্মিন্ অরিষ্টকে বধ করিয়া, গোপগণ দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বলদেবের সহিত গোপীগণের নয়নোৎসব কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণকর্তৃক গোষ্ঠে অরিষ্ট নিহত হইলে দেবদর্শন ভগবান্ নারদ কংসকে তাহা বলিলেন ॥ ১০৮ ॥

কংস-কর্তৃক প্রেরিত কেশী নামক বৃহৎ ঘোটকমূর্ত্তি অসুর খুরের দ্বারা মহীকে নির্জরিত করিয়া মনের ন্যায় বেগে উপস্থিত হইল। সটা দ্বারা অভ্র-বিমানসমূহকে আকাশে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্রেষারবে সকলকে ভীত করিতে লাগিল ॥ ১০৯ ॥

[১০।৩৭।৭]

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ১১০ ॥

ততঃ ব্যোমবধঃ। [১০।৩৭।২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২ ও ৩৩]

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াং চৌরপালাপদেশতঃ ॥ ১১১ ॥

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহূন্ ॥ ১১২ ॥

গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতান্মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ১১৩ ॥

তস্য তৎকর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণ স্বীয় হস্ত তাহার বদনে প্রবেশ করাইয়া তাহা বৃদ্ধি করিলে সেই সংবর্দ্ধমান কৃষ্ণবাহু-দ্বারা নিরুদ্ধবায়ু হইয়া পদচতুষ্টয় ছুড়িতে ছুড়িতে প্রস্বেদময় গাত্র এবং বহির্গত-চক্ষুর্দ্বয় সেই অসুর মল মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে বিগতজীবন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১১০ ॥

এক দিবস গোপালসকল পর্ব্বতসানুতে গরু চরাইতে চরাইতে চৌরপালবেশে নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপালবেশে মেষ হইয়া গোপবালকদিগকে হরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে গিরিদরি মধ্যে লইয়া লইয়া ফেলিতে

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ॥ ১১৫॥
গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্॥ ১১৬॥

কেশীপ্রেরণাৎ প্রাক্ অক্রূরঃ রামকৃষ্ণনয়নার্থমনুজ্ঞাতঃ।
[১০।৩৮।১ ও ৩৪]

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥
রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১১৭॥

লাগিল এবং প্রস্তর-দ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চারিটী বা পাঁচটী গোপাল বাকী থাকিলে সাধুশরণদ কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া সেই গোপবেশী অসুরকে সিংহ যেরূপ বৃককে ধরে, সেইরূপ ধরিলেন। হস্তদ্বয়-দ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করিয়া মহীতলে পাতিত করিলেন। স্বর্গে দেবতাগণ দেখিতে লাগিল, তাহাকে পশুবধের ন্যায় মারিয়া ফেলিলেন। গুহার আচ্ছাদন নির্ভেদ করিয়া গোপদিগকে তথা হইতে বাহির করিলেন। অনুগত দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিল। তখন গোকুলে প্রবেশ করিলেন॥ ১১১-১১৬॥

কেশী প্রেরণের পূর্ব্বেই ধনুর্যাগে কৃষ্ণরামকে আনিবার জন্য কংস অক্রূরকে আজ্ঞা দিয়াছিল। অক্রূর সেই রাত্রে মথুরায় থাকিয়া রথে পরদিন প্রাতে নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিলেন এবং রথ হইতে নামিয়া স্নেহ-বিহ্বলভাবে অক্রূর রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন॥ ১১৭॥

[১০।৩৮।৩৫]

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ ॥১১৮॥

(১০।৩৯।৮।১০।১১।৩৮।৩৪।৩৫।৩৬)

পৃষ্টো ভগবতে সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥
শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো রামশ্চ পরবীরহা ।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥
গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥
ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥ ১১৯ ॥

ভগবদ্দর্শনে আহ্লাদবাষ্পসমূহের দ্বারা চক্ষু ছল ছল করিতেছে। পুলকিতাঙ্গ হইয়া মহা উৎকণ্ঠে স্বীয় বিবরণ বলিতে শক্তি পাইলেন না ১১৮ ॥

পৃষ্ট হইয়া মধুবংশজ অক্রূর কৃষ্ণকে সকল কথা বর্ণন করিলেন। যদুগণের প্রতি কংসের বৈরানুবন্ধ ও বসুদেব-বধোদ্যমও শুনাইলেন। অক্রূরবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পরবীরনাশী রাম হাস্য করিয়া পিতা নন্দকে রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন। নন্দ মহাশয় আজ্ঞা করিলেন, হে গোপগণ! সমস্ত গোরস সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজযোগ্য উপায়ন প্রস্তুত কর ও শকটসকলে বলদ যোজনা কর। ভগবান্ কৃষ্ণরামও অক্রূরের সহিত হে নৃপ! বায়ুবেগরথে অঘনাশিনী কালিন্দীর তীরে পৌঁছিলেন ॥ ১১৯ ॥

(মনু) গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমুপ ব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥
তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥
যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণুরথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ১২০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস বর্ণনে একোনবিংশঃ কিরণঃ।

গোপীগণ অনুরঞ্জিত হইয়া প্রিয় কৃষ্ণকে অনুব্রজ্যা করিয়া তন্নিকটে প্রত্যাদেশ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। স্বীয় প্রস্থানে গোপীগণ বিশেষ অনুতাপিত হইতেছেন দেখিয়া প্রেমের সহিত সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া 'আমরা আবার আসিব' এইরূপ দ্যোতক লক্ষণ বলিলেন। যে পর্য্যন্ত রথের কেতু দেখা গেল এবং যে পর্য্যন্ত চক্ররেণু অনুভূত হইল, সে পর্য্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণপ্রতি চিত্তকে প্রস্থাপিত করিয়া চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনে
ব্রজলীলাকীর্ত্তনে একোনবিংশকিরণে
মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

বিংশঃ কিরণঃ।

সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসমধুরিমা।

শরদি গোপীনাং পূর্ব্বানুরাগঃ। প্রলম্ববধানন্তরং। শুকঃ পরীক্ষিতং।
[১০।২১।৫]।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ম্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ১॥

রাধাপদাশ্রিতাঃ সর্ব্বে গৌরকৃপাপ্রসাদতঃ।
সিদ্ধপ্রেমরসে মগ্না বন্দে তান্ গৌরজীবনান্॥

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। তন্মধ্যে মধুর-প্রীতি সর্ব্বোত্তমা। তাহা কেবল ব্রজগোপীদিগের নিত্যধন। গোপীদিগের কৃষ্ণ দর্শন বা কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে পূর্ব্বরাগ হয়। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন, সম্ভোগ ও বিচ্ছেদাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই পূর্ব্বরাগ বর্ণন। মস্তকের উপরে ময়ুর-পুচ্ছ-ভূষণ, নটবর-বপু, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার শোভা, কনকের ন্যায় কপিশবর্ণ বস্ত্র পরিধান, বৈজয়ন্তী মালা-শোভিত গলদেশ এবং বেণুরন্ধ্রে অধর-সুধা পরিপূরণ—এই সমস্ত শোভায় শোভিত এবং গোপবৃন্দের সহিত স্বীয় পদাঙ্ক-দ্বারা রতিজনক বৃন্দাবনে গীতকীর্ত্তি কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন॥ ১॥

[১০।১৫।৪২-৪৩]

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥ ২॥
পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥ ৩॥

[১০।২১।২-৩]

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রম্।

গোপদরজ দ্বারা ছুরিতকুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ বন্যপ্রসূন আবদ্ধ রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরহাস-দ্বারা রুচির। বেণুতে গান করিতেছেন। অনুগগণের দ্বারা তাঁহার লীলাকীর্ত্তি গীত হইতেছে, এই প্রকারে লক্ষিত কৃষ্ণের নিকট উৎকণ্ঠাদৃষ্টিযুক্ত নয়ন-শোভিত গোপীগণ একত্রে আগমন করিলেন॥ ২॥

দিবাভাগে কৃষ্ণমুখমধু চক্ষুভৃঙ্গের দ্বারা পান করিয়া ব্রজ-গোপীগণ বিরহজতাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজগোপীদিগের সলজ্জহাস, বিনয় এবং অপাঙ্গ-মোক্ষরূপ সৎকৃতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন॥ ৩॥

উন্মত্ত ভৃঙ্গ ও পক্ষীসমূহ-বিনাদিত সরসী, সরিৎ ও পর্ব্বত-শোভিত

মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ৪ ॥
তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৫ ॥

[১০।২১।১০]

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ৬ ॥

[১০।২১।১১]

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্ ।

কুসুমিত-বনরাজিতে গরু চরাইবার জন্য পশুপালগণের সহিত সবলদেব শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কামোদয়কারী বেণুগীত ব্রজস্ত্রীগণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের অনুপস্থিতি সময়ে কোন গোপী স্বসখীগণের নিকট এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

আহা! সখি! আশ্চর্য্য দেখ! দেবকীসুত কৃষ্ণের পাদাম্বুজলক্ষ্মী স্পর্শ করিয়া এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন। দেখ গোবিন্দের বেণুধ্বনি শুনিয়া মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া পর্ব্বতসানু হইতে অন্য সমস্ত সত্ত্ব প্রয়োজনান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচে আসিতেছে ॥ ৬ ॥

আহা! মূঢ়গতিপ্রাপ্ত এই হরিণীগণ ধন্য, কেননা নন্দ-নন্দনের

আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

[১০।২১।১৩]

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থু
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ৮ ॥

[১০।২১।১৪।১৬ ও ১৭]

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৯ ॥

বিচিত্র বেশ দর্শন করিতেছে। উহারা এবং কৃষ্ণসার-সকল বাদিতবেণুনাদ শ্রবণ করত প্রণয়াবলোক-বিরচিত কৃষ্ণপূজা করিতেছে ॥ ৭ ॥

দেখ, গরুগুলি কৃষ্ণমুখবিনির্গত বেণুগীতসুধা উচ্চকর্ণপুটে পান করিতেছে। বৎসগুলি মাতৃস্তন হইতে গলিতদুগ্ধ পান করিতে করিতে গীতমোহিতভাবে স্তন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির হইয়া চক্ষে অশ্রুকণার সহিত মনে মনে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছে ॥ ৮ ॥

হে মাতঃ! আবার দেখ, এই বনে বিহগসকল মুনিপ্রায়। বৃক্ষের প্রবালসদৃশ দ্রুমভুজে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করত বাক্‌শূন্য হইয়া কৃষ্ণদর্শন করিতেছে এবং কৃষ্ণের বেণু-গীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহরামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১১ ॥

[১০।২১।২০]

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥১২॥

রামও গোপগণের সহিত বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ ব্রজপশুগুলি রৌদ্রে চালিত করিতেছেন, সেই সময়ে প্রেমদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া সমুদিত কুসুমাবলী সহকারে কৃষ্ণবপুর সদৃশ সখা স্বরূপ মেঘমালা ছত্ররূপে আপনাদিগকে বিধান করিতেছে ॥ ১০ ॥

দেখ, পুলিন্দরমণীগণ কৃতার্থা। কৃষ্ণপাদাব্জ-রাগরূপ শ্রীকুঙ্কুমদ্বারা কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্তন মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কামপীড়ায় পীড়িত হইল। তৎসংলগ্ন তৃণে আপনাদের আনন ও কুচ ঘর্ষিত করিয়া সেই কামপীড়াকে শান্তি করিল। ইহারা বড় ভাগ্যবতী ॥ ১১ ॥

বৃন্দাবনচারী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলা পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

ইতি পূর্ব্বানুরাগং শরৎ প্রসঙ্গে বর্ণিতং। পুনঃ হেমন্তে।

[১০।২২।২২]

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়াবহাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

[১০।২২।২৪-২৭]

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ১৪ ॥
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার শরৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বানুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন হেমন্ত-প্রসঙ্গে কিছু লীলা বর্ণন হইতেছে। কুমারীগণ কাত্যায়নী-ব্রত করিলে স্নানকালে তাঁহাদের বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক পরিহাসাদিপূর্ব্বক, ক্রমে তাহাদিগকে বস্ত্র পুনঃ প্রদান করিলেন। তখন গোপকুমারীগণ দৃঢ়রূপে প্রলব্ধ হইয়া লজ্জা-প্রাপ্ত হইলেন। বঞ্চিত, পরিহসিত এবং ক্রীড়িতভাবে বস্ত্রহৃত হইল। তাহাও অনেক ছলনার সহিত প্রদত্ত হইল। ইহাতে যেটুকু প্রিয়সঙ্গ হইল, তাঁহারা তাহাতে নির্বৃতিলাভ করত কৃষ্ণকে অসূয়াবাক্য বলেন নাই ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ বুঝিলেন যে, ইহাঁরা আমার পদস্পর্শ-কামনায় ধৃতব্রত হইয়াছেন। তখন ঐ অবলাদিগকে দামোদর বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে সাধ্বীগণ! আমাকে অর্চ্চন করাই তোমাদের সঙ্কল্প, তাহা

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥১৬॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ১৭ ॥

তথা শরদি [১০।২৯।১]

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

আমি জানিয়াছি। আমা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া তোমাদের সঙ্কল্প সত্য হউক ॥ ১৫ ॥

আমাতে কাম দোষের জন্য নয়। অন্যকাম যে পরিমাণে অমঙ্গলময়, কৃষ্ণকাম সেই পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গলময়। মদাবিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের কাম স্বার্থপর কামতাৎপর্য্য হয় না। ভর্জ্জিত ও ক্বথিত (অগ্নিপক্ব) ধান যেরূপ বীজ উৎপত্তি করে না, সেইরূপ মৎসম্বন্ধি কাম সর্ব্বকামবীজ ধ্বংস করে ॥ ১৬ ॥

হে অবলাগণ! হে সতীগণ! তোমরা ব্রজে স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন কর। যে উদ্দেশে তোমরা আর্য্যা কাত্যায়নীর ব্রত করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। আগামী শরৎনিশাযোগে আমার সহিত তোমরা রমণ করিবে ॥ ১৭ ॥

শরৎলীলা বর্ণন করিতেছেন। শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাযুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়াবলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিচ্ছক্তিই যোগমায়া। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করা কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়ার কার্য্য ॥ ১৮ ॥

[১০।২৯।৪]

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ১৯॥

[১০।২৯।৮]

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ২০॥

[১০।২৯।৯]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোহলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ২১॥

[১০।২৯।১১]

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ২২॥

কৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণ-গৃহীত-মানস হইলেন। সকলেই পরস্পরের অলক্ষিত উদ্যমের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলিয়া আসিলেন। যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সকলে দ্রুতবেগে লোলকুণ্ডল হইয়া চলিলেন॥ ১৯॥

পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দ অপহৃতচিত্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ গমনে নিবৃত্ত হইলেন না॥ ২০॥

সাধনপরা গোপীগণ অন্তর্গৃহগত হইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া কৃষ্ণভাবনাযুক্ত চিত্তে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ২১॥

সমাগতাস্তাঃ কৃষ্ণঃ [১০।২৯।১৯]

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ২৩ ॥

[১০।২৯।২৭]

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানন্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৪ ॥

গোপ্যঃ [১০।২৯।৩৩]

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-
ন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ২৫ ॥

সেই পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে পারকীয় বুদ্ধিতে সঙ্গত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করত সন্ত প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ২২ ॥

নিত্যসিদ্ধাগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রেমোচিত ছলের সহিত কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! এই রজনী ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বদ্বারা নিষেবিত। অতএব ব্রজে নিজ নিজ গৃহে গমন কর। এখানে থাকা উচিত নয় ॥ ২৩ ॥

আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন দ্বারা আমাতে ভাব হয়। এরূপ সন্নিকর্ষে সেরূপ ভাব হয় না। অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণের সেইরূপ অসদৃশ বাক্য শুনিয়া গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতি প্রিয় আত্মা। নিত্য প্রিয়বস্তু। কুশলবুদ্ধি জনগণ তোমাতে রতি করেন। আর্ত্তিদ অনিত্য পতিপুত্র প্রভৃতিতে কি হইবে! হে

[১০।২৯।৩৮]

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রি মূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ২৬ ॥

[১০।২৯।৪০]

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২৭ ॥

[১০।২৯।৪২]

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।

বরদেশ্বর! তোমাতে বহুকাল আশা ধরিয়া আসিতেছি। হে অরবিন্দনেত্র! আমাদিগকে ত্যাগ করিওনা ॥ ২৫ ॥

হে বৃজিনার্দ্দন! নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা আশায় তোমার পদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণে তীব্রকামতপ্ত যে আমরা, আমাদিগকে, হে পুরুষভূষণ! দাস্য দান কর ॥২৬॥

এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদামৃত বেণুগীত-দ্বারা সম্মোহিত হইয়া আর্য্যচরিত হইতে বিচলিত না হয়। ত্রৈলোক্যসৌভগরূপ তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শন করিয়া গোদ্বিজদ্রুম-মৃগ পুলক ধারণ করে। আমরা ত তোমার নিত্য সহচরী, আমাদের প্রতি তোমার এই পরিহাসবাক্য চলিবে না ॥ ২৭ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহাদের এইরূপ বিক্লবিত বাক্য শুনিয়া অল্প হাস্য

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ২৮ ॥

[১০।২৯।৪৮]

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৯ ॥

[১০।৩০।৩-৪]

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণ বিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

করত আত্মারাম হইয়াও গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন। ভগবত্তত্ত্বের একপ্রান্ত পূর্ণ আত্মারামতা এবং অপর প্রান্ত লীলাধাম। আত্মারামতাই ভগবানের স্বধর্ম্ম। তত্ত্যাগে পরস্ত্রীগ্রহণই পারকীয়রস ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের সহিত রাসবিলাসে রাধাপ্রতিপক্ষ গোপীদিগের সৌভগমদ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের তজ্জনিত সম্মান দেখিয়া কেশব তাহা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দিবার জন্য সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, লীলাপোষণের জন্য নিত্যসিদ্ধাগণ শ্রীমতীর স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভেদে দ্বিবিধা। রাসে শ্রীমতীর সহিত সমপক্ষ ব্যবহার হওয়ায় প্রতিপক্ষের যে সৌভগ হইল, তাহা প্রশমিত করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সে সময়ে স্বপক্ষগণ মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া প্রতিপক্ষ যূথেশ্বরীর সহিত অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

গোপীদিগের তৎকালে অধিরূঢ়ভাব উদয় হইল। প্রিয়তম কৃষ্ণের

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্‌ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্‌ ॥ ৩১ ॥

[১০।৩০।২৪ ও ২৬]

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাতরূন্‌।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

গতি, স্মিত, প্রেক্ষণ, ভাষণাদিতে প্রতিরূঢ় মুর্ত্তি হইয়া 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া অবলাগণ তদাত্মিকা হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছেদসময়ে প্রিয়কে দূর না রাখিতে পারিয়া এইরূপ তদাত্মিকাভাব প্রকাশ করা একটী প্রেমবিকার। ইহাকেও মহাভাব বলেন। পরস্পর কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমসকল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানপক্ষে যে সাযুজ্য, তাহাতে আঁর রস উদয় হয় না। প্রেমপক্ষে এই ক্ষণিক সাযুজ্যের একটি আশ্চর্য্যভাব এই যে, কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণ-সদৃশ ভাব দর্শনে তাহা আর থাকে না ॥ ৩০ ॥

যখন কৃষ্ণকে অধিক মনে পড়িল, তখন বিহ্বল হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকলে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ ভাব ত্যাগ করিয়া মিলিতপূর্ব্বক কৃষ্ণ-বিষয় গান করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আকাশবৎ সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে বর্ত্তমান কৃষ্ণবিষয়ে বনস্পতিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইহাই অন্যপ্রকার প্রেমবিকার ॥ ৩১ ॥

এইরূপে কৃষ্ণবিষয়ে বৃন্দাবন-লতা ও তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একস্থানে পরমাত্মা কৃষ্ণের দুইপদ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ॥৩২॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ৩৩ ॥

[১০।৩০।২৮-৩৩, ৩৫ ও ৩৭-৪০]

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥ ৩৬॥

সেই পদচিহ্ন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখে অবলাগণ কৃষ্ণপদদ্বয় বধূপদ-চিহ্ন-সহিত সুপৃক্ত দেখিয়া আর্ত্তভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

প্রতিপক্ষের যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী বলিলেন। হে সখীগণ! এই যে রাধিকা আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবতী। ইনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ভগবান্ হরিকে অধিক আরাধনা করিয়া 'রাধিকা' এই নামটী লাভ করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন আমাদিগকে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করত গোবিন্দ অধিকপ্রীত হইয়া ইহঁাকে একান্তে আনিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

হে সখীগণ! কৃষ্ণের পাদপদ্মরেণু ব্রহ্মা, শিব, ও রমাদেবী পাপ-বিনাশের জন্য প্রাপ্তমাত্র শিরে ধারণ করেন। রাধিকার পদরেণুযুক্ত হইয়া ইহা অধিক ধন্য হইল। এস্থলে রাধিকার মাহাত্ম্যজ্ঞানে চন্দ্রাবলীর সৌভগমদ দূর হইল ॥ ৩৫ ॥

রাধিকা-সহচরী ললিতা সোল্লুণ্ঠ উক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, হে শৈব্যে কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত রাধাপাদপদ্ম সম্পৃক্ত থাকায় কোন

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ॥
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ৩৭॥
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাহসকলে পদে॥ ৩৮॥

ক্ষোভের বিষয় নাই, কেননা রাধিকা ব্যতীত ইহাতে আর কাহারই বা অধিকার ঘটে। তবে কথা এই, আমাদের সকল গোপীর ধন যে কৃষ্ণাধরামৃত, তাহা তিনি একা লইয়া ভোগ করেন, এইমাত্র ক্ষোভের বিষয় বটে॥ ৩৬॥

বিশাখা বলিতেছেন, আহা! রাধিকার কি সৌভাগ্য! আর এখানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছেনা। বোধ হয় তাঁহার সুকোমল পদতল তৃণাঙ্কুরের দ্বারা খিন্ন হওয়ায় প্রিয় কৃষ্ণ আপনার প্রেয়সী রাধাকে কোলে করিয়া চলিলেন। আবার দেখ, এই হরিপদচিহ্নসকল অধিকতর মগ্ন হইয়াছে। বধূ রাধিকাকে বহন করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত রাধিকাকামী কৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আবার এইস্থানে দেখ, মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা রাধা অবরোপিত হইয়াছেন। বোধ হয় কৃষ্ণ কান্তার জন্য ফুল তুলিবেন বলিয়া তাঁহাকে নাবাইয়া দিয়াছেন॥ ৩৭॥

অনঙ্গমঞ্জরী বলিলেন, আহা দিদির কি সৌভাগ্য! এইখানে দেখ কৃষ্ণের পদাগ্রভাগ অধিক মগ্ন হইয়াছে। প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া পদের অগ্রভাগ মগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন॥ ৩৮॥

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ৩৯॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥৪০॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৪১॥

রূপমঞ্জরী বলিলেন, দেখ এইস্থলে কামী কৃষ্ণ কামিনী রাধার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই কার্য্য সাধিবার জন্য নিভৃতে শ্রীমতীকে আনিয়াছিলেন। সকল গোপীর সহিত রাসমণ্ডলে একতা দেখিয়া রাধিকার যে স্বভাবতঃ বাম্য হয়, তাহা শান্ত করিবার জন্য তদীয় গ্রন্থিত-কেশে পুষ্পচূড়া দিবার জন্য এইখানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন॥ ৩৯॥

আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্ত খণ্ডিত সম্ভোগ রস আস্বাদন করিতেছিলেন। রমণসময়ে কামীর যে দৈন্য, তাহা কৃষ্ণে লক্ষিত হইতেছিল। কামিনীর যে অভিমানাদি দুর্ল্লভতা ভাবরূপ দৌরাত্ম্য, শ্রীমতীতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইল। এবম্ভূতভাবে রাধাকৃষ্ণের বিহারাবসানে অন্য গোপীদিগের বিরুবতা শ্রীমতীর মনে উদয় হইল। অন্য সমস্ত গোপীগণ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের মিলনে শ্রীমতীর স্বাভাবিক সুখ হয়। রাস ব্যতীত সকলের সহিত কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয় না। রাসে কৃষ্ণের মন হইয়াছে। অতএব স্বাধীন-ভর্তৃকা-ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃপ্ত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি শ্রান্ত হইয়াছি। চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় লইয়া চল। অর্থাৎ রাসস্থলীতে লইয়া যাও॥ ৪০-৪১॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৪২ ॥

হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবত্যো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥ ৪৪ ॥

[১০।৩০।৪৪]

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া প্রিয়াকে কহিলেন আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ শ্রীমতীর বিপ্রলম্ভ ভাব দেখিবার মানসে অন্তর্দ্ধান হইলেন। বিপ্রলম্ভে প্রথমতঃ সুখাধিক্য আবার স্বাধীনভর্তৃকার যে দৃপ্তিভাব রূপ দৌরাত্ম্য তাহা বিগত হয়। অতএব শ্রীমতীকে সম্পূর্ণরূপ রাসসুখ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই রসভঙ্গী। বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হইলে শ্রীমতী বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

হে নাথ! হে মহাভুজ! হে রমণপ্রেষ্ঠ! এখন তুমি কোথায় রহিলে? হে সখে এই কৃপণা দাসীকে আবার দেখা দেও ॥ ৪৩ ॥

যে সকল গোপীগণ কৃষ্ণের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে প্রিয়বিশ্লেষে মোহিত দুঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥

তখন সকলে মিলিয়া কালিন্দীর পুলিনে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণৈকভাবনাযুক্ত হইয়া তদাগমন আকাঙ্ক্ষায় একস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

(রাসগীতা) [১০।৩১।১-১৯]

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ৪৬ ॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ৪৭ ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসা-
দ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৪৮ ।

গোপীগণ কহিলেন, হে দয়িত ! তোমার জন্মের দ্বারা এই ব্রজ জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা অর্থাৎ ধামলক্ষ্মী সর্ব্বদা ব্রজকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আমাদের সম্মুখে তুমি উদয় হইয়া দেখা দাও। তোমাতে প্রাণধারণপূর্ব্বক তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি ॥ ৪৬ ॥

হে সুরতনাথ ! হে বরদ ! আমরা তোমার বিনামূল্য দাসী। শরৎ ঋতুতে সরোবরে সুন্দরজাত বিকসিতকমলমধ্যবর্ত্তী শোভাহারী তোমার নয়নদ্বারা আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে বধ করিতেছ। ইহা কি বধ নয় ? একবার দেখা দিয়া দাসীগণের প্রাণরক্ষা কর ॥ ৪৭ ॥

তুমি আমাদিগকে কালিয় বিষজল, ব্যালরূপ অঘাসুর, ইন্দ্রকৃত

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ৪৯॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ৫০॥

বাতবর্ষা ও বিদ্যুতানল, বৃষাসুর, ময়তনয় এবং অন্য সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ। হে ঋষভ! এখন কিনা তুমি অদর্শন হইয়া আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছ॥ ৪৮॥

যশোদানন্দন তুমি কৃষ্ণ। তোমাতেই আমাদের নিজসত্ব। কিন্তু তোমার যে ভাব দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সেইভাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক অখিল দেহীর অন্তরাত্মার দ্রষ্টারূপ বিষ্ণু, ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্ব রক্ষার জন্য প্রার্থিত হইয়া সাত্বতগণের কুলে জন্মিয়াছ, এই পরিচয়ে আমাদের নিকটেও উদাসীন হইয়া পড়িতেছ। যাহাই হউক, আমাদের নিকট এরূপ ভাব ভাল দেখায় না ॥ ৪৯

হে বৃষ্ণিধূর্য্য! যশোদানন্দন বলিলে তোমার ভাবান্তর হয় দেখিয়া আমরা এখন বসুদেব-নন্দনতার পরিচয়ে তোমাকে ডাকিব। তোমার করকমল তোমার চরণাশ্রিতগণের সংসৃতিনাশরূপ বিরচিত অভয় হইয়াছে। আমরা তোমার বিচ্ছেদভয় নিবারণস্বরূপ সেই করকমলকে দেখিতেছি। হে কান্ত! আমাদের সংসৃতি-ভয় নাই। কৃপা করিয়া

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৫১ ॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৫২ ॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৫৩ ॥

তোমার কামদ শ্রীকরগ্রহ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিয়া বিচ্ছেদক্লেশ দূর কর ॥ ৫০ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! তুমি স্ত্রীগণের বীর। নিজজনের গর্ব্বনাশক তোমার মন্দহাস্য। হে সখে তোমার নিত্য কিঙ্করী আমরা। আমাদিগকে তোমার সুন্দর মুখপদ্ম দেখাও ॥ ৫১ ॥

তুমি প্রণতদেহীদিগের পাপকর্ষণ। গাভীগণের পশ্চাৎগামী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিকেতন। কালিয় ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করিয়া কামকে নাশ কর ॥ ৫২ ॥

হে পুষ্করলোচন! তোমার মধুর বাক্য যাহা সুন্দর পদাবলী মিশ্রিত এবং পণ্ডিতদিগের যাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, সেই বাক্যের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদি স্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ৫৫ ॥

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।

এই বিধিকরী অর্থাৎ কিঙ্করীদিগকে হে বীর! অধরামৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ কর ॥ ৫৩ ॥

তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন। কবিগণ বলিয়াছেন যে, ইহাতে সকল কল্মষ দূর হয়। ইহা শ্রবণমঙ্গল এবং শ্রীমদের দ্বারা আতত বিস্তৃত। জগতে যাঁহারা বহু দান করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা বহুসুকৃতিশালী, তাঁহারা তোমার কথামৃত পান করেন ॥ ৫৪ ॥

হে প্রিয়! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেমদর্শন, তোমার ধ্যান, মঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী নির্জ্জন আলাপ, যে কুহক! আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

হে কান্ত! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চরাইতে চরাইতে বনে যাও, তখন তোমার পদ্মসদৃশ সুন্দরপদ শিলাতৃণাঙ্কুর-দ্বারা ক্লেশ পায়, চিন্তায়

শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ৫৮ ॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।

আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা ক্লিষ্ট থাকে ॥ ৫৬ ॥

হে বীর! দিবাবসানে তোমার নীলকুন্তলাবৃত গোপদধূলি ধূসরিত কমলবদন পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কাম প্রদান করিয়া থাক ॥ ৫৭ ॥

হে আধিহন্ কৃষ্ণ! তোমার প্রণতজনের কামদ, লক্ষ্মী কর্তৃক অর্চ্চিত, পৃথিবীর একমাত্র শোভা, আপদকালে ধ্যেয়, কামতাপ শান্তিকারী পাদপদ্ম হে রমণ! আমাদের স্তনযুগলে অর্পণ কর ॥ ৫৮ ॥

হে বীর! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন, স্বরযুক্ত বেণু দ্বারা সুন্দররূপ

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ৫৯ ॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড়উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ৬০ ॥
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৬১॥

চুম্বিত, নরগণের ইতর রাগ বিস্মারণ স্বরূপ তোমার অধরামৃত আমাদিগকে দান কর ॥ ৫৯ ॥

দিবসে যখন তুমি বনে চল, তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের প্রত্যেক ত্রুটী-পরিমাণকাল যুগসদৃশ হইয়া পড়ে। কুটীল কুন্তলযুক্ত তোমার শ্রীমুখ বিশেষ আগ্রহের সহিত আমরা দেখি। আমাদের চক্ষের পলক তখন বাধা দেয়। বিধাতা নিতান্ত নির্ব্বোধ যে, কৃষ্ণমুখদর্শনকারীর চক্ষে পলক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

হে অচ্যুত! পতি, সুত, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে অতিশয় লঙ্ঘন করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাদের আসার কারণ তুমি জান। তোমার গীতদ্বারা মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে কিতব! এমত অবস্থায় তোমা ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ স্ত্রীগণকে রাত্রে এরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ॥ ৬১ ॥

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ৬২ ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥ ৬৩ ॥
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ।
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৪ ॥

তোমার সহিত যে কামোদয়কারী নির্জ্জন আলাপ, তোমার হাস্যমুখ, প্রেমদৃষ্টি, বৃহদ্বক্ষসৌন্দর্য্য এবম্বিধ তোমার অপূর্ব্ব স্বরূপ দর্শনে মুহুর্মুহুঃ আমাদের মন মোহিত হইয়াছে এবং রতিস্পৃহা উদয় হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার এই প্রকটব্যক্তি ব্রজবাসীদের পক্ষে সকল ক্লেশ-নিবারক এবং বিশ্ব-মঙ্গলজনক। তোমাকে পাইবার স্পৃহাযুক্ত যে স্বজন আমরা, আমাদের নিকট হৃদ্রোগনাশক যে তোমার ঔষধি আছে, তাহা কিঞ্চিৎমাত্র আমাদিগকে দেও ॥ ৬৩ ॥

আহা! আমরা আর কি বলিব, তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ। তোমার যে চরণাম্বুজ, তাহা আমাদের কর্ক্শ স্তনোপরি হে প্রিয়! আমরা কত ভয়ের সহিত ধারণ করি। সেই [illegible] কমলের দ্বারা তুমি

[১০।৩২।১-৩ ও ১০]

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ৬৫ ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৬৬ ॥

বনে বনে ভ্রমণ কর। পাছে কূর্পাদি দ্বারা তাহা ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা ব্যথিত হইতে থাকি ॥ ৬৪ ॥

গোপীগণ এইরূপ গান করিতেছিলেন। বিচিত্ররূপে প্রলাপ করিতেছিলেন। কৃষ্ণদর্শনলালসায় সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাদের সম্মুখে মন্দহাস্যযুক্ত মুখাম্বুজের সহিত পীতাম্বরধর বনমালা বিভূষিত, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথরূপ কৃষ্ণ সহসা আবির্ভূত হইলেন। জড়দেহে এবং লিঙ্গশরীরে জীবের যে কাম, তাহার নাম মন্মথ। সেই মন্মথ সকল অনর্থের হেতু। মনকে মথিত করিয়া জড়বিষয়গামী করে অর্থাৎ অণুচৈতন্যরূপ জীবকে বিভু-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ করে। বহির্ম্মুখবিষয়ী এই মন্মথের বশীভূত হইয়া যোষিৎসঙ্গাদি-দ্বারা সংসারগর্ত্তে পতিত হইয়া কষ্ট পায়। কৃষ্ণ চিজ্জগতের মন্মথ। সমস্ত শুদ্ধ চিদ্বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ নিত্য চিদ্ধামে পরম লীলা করিতেছেন। সেই লীলাই এই ব্রজের রাসলীলা। মায়িক চক্ষে বহির্ম্মুখ জীব ক্ষুদ্র জড়ীয় মন্মথের সহিত চিল্লোকে তুলনা করিয়া অধঃপতন লাভ করে অথবা উদাসীন হইয়া বিরত হয়। চিন্মন্মথের হেয় প্রতিফলন জড়ীয় কাম, যাহা বদ্ধজীব স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে ভোগ করে। বৃন্দাবনে এই অপ্রাকৃত পরম মদনরূপ কৃষ্ণ গোপীদিগের সম্মুখে উদয় হইলেন ॥ ৬৬ ॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৬৭ ॥

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ৬৮

ততঃ ভগবান্ [১০।৩২।১৫-২২]

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ৬৯ ॥

আহা! গোপাগণ চিৎপ্রেমের একমাত্র আদর্শ। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিলেন, শরীরে যেরূপ প্রাণ আসিলে হয়, সেইরূপ প্রীত্যুৎফুল্লনয়নে অবলাগণ যুগপৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আহা! সে কি অপূর্ব্বদর্শন ॥ ৬৭ ॥

বিধূতশোক গোপীগণের সহিত অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বৃত হইয়া অধিকতর শোভা পাইলেন। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার বিলাসবিগ্রহ যেমত বিদ্বচ্চক্ষে পরিদৃশ্য হন, সেইরূপ। বস্তুতঃ প্রেমচক্ষে এই গোপীবেষ্টিত কৃষ্ণ সেই তত্ত্বের পরম সার ॥ ৬৮ ॥

সেই চিদনঙ্গদীপন কৃষ্ণকে বিশেষ আদর করিয়া সহাসলীলা ঈক্ষণ বিভ্রম দ্বারা ভ্রূকটাক্ষের সহিত গোপীগণ কৃষ্ণের অঙ্কৃত পদ ও হস্ত-সংস্পর্শ-দ্বারা সংস্তবনান্তে কিঞ্চিৎ কোপাভাস প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ৭০ ॥
মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোত্তমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বাত্মানং (স্বার্থার্থং) তদ্ধি নান্যথা॥৭১
ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ৭২ ॥
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ৭৩ ॥

হে কৃষ্ণ! কেহ কেহ ভজনাকারীকে অনুভজন করেন। কেহ কেহ ভজনা না করিলেও ভজনা করেন। আবার কেহ কেহ ভজনাই করুক বা না করুক তদুভয়কে ভজনা করেন না। ইহাতে কি ব্যাপার আছে, তাহা বুঝাইয়া বল ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সখীগণ! যেস্থলে পরস্পর ভজন, সেস্থলে সমস্ত উদ্যমই স্বার্থপর। তাহাতে সৌহৃদ বা ধর্ম্ম নাই। নিজের মনঃসুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ৭১ ॥

ভজনা করে না অথচ তাহাকে যিনি ভজনা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম নির্দ্দোষ এবং তাহার যথেষ্ট সৌহৃদ আছে। হে সুমধ্যমাগণ! এই অবস্থার দৃষ্টান্তস্থল পিতামাতা ও করুণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ ॥ ৭২ ॥

ভজনা করিলেও যিনি ভজনা করেন না, ভজনা না করিলেত ভজনার কথাই নাই। এরূপ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারামতা ও আপ্তকামতা ঈশ্বর-লক্ষণ। ভক্ত ও জ্ঞানীর পক্ষে এই দুইটী ধর্ম্ম উপাদেয়। কেহ

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ৭৪ ॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

উপকার করিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার না করাই অকৃতজ্ঞতা। পিতামাতা গুরুজন নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন প্রতিসেবা না করা গুরুদ্রোহিতারূপ মহাপাপ। আমি ঈশ্বর অতএব আমার সে ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম বিশেষ। তবে আমি ভজনাকারীকে ভজনা করি, যথা—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই আমার প্রতিজ্ঞা। সেটী আমার নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা বলিয়া জানিবে। অনেকে আমাকে ভজনা করিলেও তাহাদিগেকে কোনস্থলে আমি উপেক্ষা করি। সে আমার ভক্ত-প্রতি কৃপা ও ভগবদ্ধর্ম্মবিশেষ। মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর উপকার সংসারধর্ম্ম। নিঃস্বার্থ উপকার সদ্ধর্ম্ম। আত্মারামতা ও আত্ম-কামতা পরধর্ম্ম। অকৃতজ্ঞতা ও গুরুদ্রোহ পাপ। ভগবানের পক্ষে এই তিন প্রকার ব্যবহারেই কিছুমাত্র দোষ নাই, কেননা তিনি নিত্য মঙ্গলময়। অধিক মঙ্গল কিসে হয়, তাহা সর্ব্বজ্ঞপুরুষই জানেন ॥ ৭৩ ॥

আমার পক্ষে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। হে সখীগণ! আমাকে যিনি দৃঢ় ভজনা করেন, আমি তাঁহার বিশেষ উপকার করিবার অভিপ্রায়ে ভজনা করি না। অভিপ্রায় এই যে, আমি যত উদাসীন থাকি, ততই জন্তুদিগের আমার প্রতি অনুবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন অধনব্যক্তির লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে সে সেই ধনের চিন্তায়

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিভৃতে বসিয়া তাহাই ভাবে। আমার কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি করিয়াও আমার নিকট কোন সামান্য উপকার না পাইলে বিশেষ চিন্তার সহিত আমাকে ভাবনা করে ॥ ৭৪ ॥

হে অবলাগণ! আমি সামান্য ভক্তগণের অনুবৃত্তি সমৃদ্ধির জন্য যখন এরূপ করি; তখন ভক্তচূড়ামণি যে তোমরা গোপীবৃন্দ, তোমাদের জন্য এরূপ আচরণ অবশ্য করিব। অধিক এই যে, তোমাদের অপরোক্ষে আমি ভজনা করিবার জন্য তিরোহিত হইয়াছিলাম। তোমরা হে প্রিয়াগণ! পরমপ্রিয় আমাকে অসূয়া করিবে না। করিবে না যে, তাহাও আমি জানি, কেননা আমার জন্য তোমরা লোক ও বেদ দুইই পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা আমার আত্মশক্তি। তোমাদের কথা কি ॥ ৭৫ ॥

গোপীসম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ কথা আছে। সর্ব্বপ্রকার ভজনাকারীকে আমি কোন না কোন প্রকার প্রতিশোধ দিতে পারি। কিন্তু তোমাদিগকে কোন প্রতিশোধ দিতে পারি না। এমত কি, আমার চিৎসত্তার পরমায়ুতেও তাহা শোধ দিতে পারিব না। অবতার কালের ত কথাই নাই। তোমরা আমার সহিত গোলোক হইতে অবতীর্ণ। তাহাতেই বলি যে, গোলোকনাথের অনন্ত আয়ুতেও তোমাদের প্রতিশোধ হইবে না। আমার সহিত এই ভৌমব্রজে তোমাদের যে সংযোগ, তাহা

যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৭৬ ॥

[১০।৩৩।২-৩]

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ৭৭ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

নিরবদ্য। যোগমায়ার দ্বারা আবরিত হইয়া তোমরা নিজ ঐশ্বর্য্য জাননা। তথাপি এখানে দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খল ছেদ করিয়া আমাকে একান্ত ভজনা করিলে। ইহাতে যে সাধুকৃত্য করিলে সেই সাধুকৃত্যতেই সন্তুষ্ট হও। তোমরাই আমার ঐশ্বর্য্য, তোমরাই আমার বল। তোমাদিগকে আমি আর কি দিতে পারি। সুতরাং তোমাদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষেও দুঃসাধ্য। তোমাদের সৌশীল্যের দ্বারা আমি আনৃণ্য লাভ করিলাম। কোন সাধুকৃত্য দ্বারা আনৃণ্য পাইলাম না ॥ ৭৬ ॥

তখন অনুব্রত (গোপী) স্ত্রীরত্ন দ্বারা অন্বিত হইয়া প্রীতিসহকারে পরস্পর বদ্ধবাহুভাবে সেই খানে গোবিন্দ রাস ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইলেন। দুই দুই গোপীর মধ্যে এক একটী কৃষ্ণস্বরূপ। এরূপ প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ স্বনিকট স্ত্রীগণকে কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন। এইস্থলে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ দেখা গেল ॥ ৭৮ ॥

[১০।৩৩।১৬]

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ৭৯ ॥

পরিষঙ্গ (আলিঙ্গন), করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদ্দামবিলাস, হাস এই সব ক্রিয়ার সহিত রমানাথ ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। অর্ভক অর্থাৎ বালক স্বীয় প্রতিবিম্ব বিভ্রমে যেরূপ ক্রীড়া করে, তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ জগতে এক বস্তু। তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরাশক্তির বিভূতিসকলকে অনন্ত শক্তি করা হইল। এক কৃষ্ণ যত সংখ্যা গোপীশক্তি, তত সংখ্যা প্রকাশ হইলেন। সকলই কৃষ্ণ বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তিযোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করাইলেন। লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথক্ ভাব দিয়া সাজাইলেন। সমস্তই চিচ্ছক্তির খেলা। তাহা আবার জগতের মায়িক চক্ষের গোচর করাইলেন। রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান দিলেন। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা। এইরূপে যে লীলা হইল তাহা অর্ভক-প্রতিবিম্বের ন্যায় বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তি যাহা করিলেন, তাহা সত্য, নিত্য ও স্বপ্রকাশ। অনাদিকাল হইতে এই পারকীয় রাসলীলা নিত্যসিদ্ধ। মায়িকজনের বাক্যে বর্ণনে, মায়িকজনের কর্ণে শ্রবণে এবং মায়িকজনের মনে স্মরণে এই সকল ব্যাপারকে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নয়। অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বাশ্রিত এই কৃষ্ণলীলার আদি অন্ত নাই। ইহার মধ্যভাগই নিত্য নূতন।

[১০।৩৩।১৯]

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ৮০ ॥

[১০।৩৩।২৫]

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৮১ ॥

আত্মার অংশ অংশী এবং শক্তির পরিণাম পরিণামী ভেদাভেদ-ধর্ম্ম ক্ষুদ্র জীবের এবং ব্রহ্মা-শিবাদিরও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব। অচিন্ত্যশক্তিতেই তাহার সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়। ৭৯ ॥

কৃষ্ণ স্বীয় অসীম আত্মাকে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা গোপী সংখ্যায় সমান করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মারাম হইয়াও লীলা করিলেন। এই লীলায় সকল আত্মময়, ইহাতে মায়িকভূত বা জড়ের প্রবেশ মাত্র নাই বলিয়া ইহাতে কৃষ্ণের আত্মারামতা অখণ্ডভাবে বিরাজমান ॥ ৮০ ॥

এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দ সেবা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন, তত্রত্য নদ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সঙ্গিনী সমস্তই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব; তাহাতেই অবরুদ্ধরতি শ্রীকৃষ্ণ। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দুর্ভাগা লোক নিজ-চক্ষু দোষে ঐ সমস্ত দেখিয়াও মোহিত হয়। সেই লীলা বিদ্বচ্চক্ষে প্রপঞ্চাতীত হইয়া প্রকাশ পায় ॥ ৮১ ॥

পরীক্ষিৎ প্রশ্নোত্তরে শুকঃ। [১০।৩৩।২৯-৩১]

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ৮২ ॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদযথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৮৩॥

পরীক্ষিৎ এতাবৎ শুনিয়া কিছু সংশয় প্রকাশ করায় শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম কার্য্যে সংশয় করিতেছ, তাহা বৃথা। কেননা ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বরগণের অনেক সময়ে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমে সাহস দেখিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্র জীব-চক্ষে দোষ বোধ হইলেও দোষ নয়। সর্ব্বভুক অগ্নি সমস্ত দহন করিয়াও যেরূপ তত্তৎ দোষে লিপ্ত হন না, ঈশ্বরগণের সেইরূপ আধিকারিক ক্রিয়ায় ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম থাকিলেও তাঁহারা দোষী হন না ॥ ৮২ ॥

যে সকল জীব অনধিকার-বশতঃ অনীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ আচরণ কদাচ করিবেন না। মূঢ়তা-প্রযুক্ত সেরূপ অসদাচরণ করিলে অবশ্য বিনষ্ট হইবেন। অনধিকার বিষয় কখন মনেও আনা উচিত নয়। দেখ রুদ্র ঈশ্বরতা-প্রযুক্ত সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াও স্বচ্ছন্দ থাকিলেন। তাৎপর্য্য এই, বিধি বহুবিধ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্বন্ধে জড়বিধি, লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধে মানস বিধি, জনসঙ্গ-সম্বন্ধে সামাজিক বিধি এবং শুদ্ধচিৎসম্বন্ধে চিদ্বিধি। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধারণ জীবের পক্ষে সমস্ত সাধারণ বিধি পালনীয়। যোগাশ্রিত ব্যক্তি যিনি যতদূর যোগাধিকারী, তিনি ততদূর দৈহিক প্রাকৃতবিধিলঙ্ঘনে সমর্থ। অণিমা লঘিমাদি যোগবিভূতি বিচার কর। অদ্বয়জ্ঞানমার্গে যিনি যত দূর উন্নত, তিনি ততদূর সামাজিক

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৮৪ ॥

[১০।৩৩।৩৩]

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ধর্ম্মবিধির অতীত। তথাপি তাঁহাদের যে বিধি পালন, তাহা জ্ঞানযোগের অনধিকারীকে স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা দিবার জন্য। চিদ্বিলাসে যে সকল শুদ্ধভক্তের অধিকার জন্মে, তাঁহারা কৃষ্ণ-কৃপাবলে প্রাকৃতবিধি, সামাজিক বিধি, যোগবিধি, জ্ঞানবিধির অতীত। তথাপি নিম্নাধিকারীর উপকারের জন্য তাহা লঙ্ঘন করেন না। জীবকে কৃষ্ণ স্বীয় অসীমগুণ ও শক্তির কণমাত্র দিয়াছেন। আবার আধিকারিক দেবগণকে তত্তৎ অধিকার-পরিমাণে গুণ ও শক্তি দিয়া ঈশ্বর করিয়াছেন। তাঁহারাও গুণশক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধারণ বিধির অতীত। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। সমস্ত বিধি তাঁহার ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্ব বিধির বিধাতা কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নন। নিজ নিজ অধিকার-গত বিধিতে ঈশিতব্য অন্য সকল লোকই বাধ্য ॥৮৩॥

ঈশ্বরগণ আমাদের অধিকার-বিচারে যাহা উপদেশ দেন, তাহাই পালনীয়। তাঁহাদের চরিত্রানুকরণ করা নিম্নাধিকারীর পক্ষে উচিত নয়। যাঁহার পক্ষে যাহা যুক্ত, বুদ্ধিমান্ সেইরূপ আচার করিবেন।৮৪ ॥

দেখ তির্য্যক্, মর্ত্ত্য, ত্রিদিববাসী—যত ঈশ্বর ও অনীশ্বর রূপ সত্ত্ব আছেন, সে সকলেই কৃষ্ণের ঈশিতব্য। কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর। ঈষিতব্য-

[১০।৩৩।৩৫]

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥ ৮৬॥

[১০।৩৩।৩৭]

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৮৭॥

দিগের পালনীয় বিধি সম্বন্ধে যে কুশলাকুশল সম্বন্ধ বিচার, তাহা পরমেশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন। এই তত্ত্বটী বুঝিলে আর সংশয় কি? ॥ ৮৫॥

গোলোকে সকলই চিন্ময়। সেখানে সামান্য যুক্তিবাদী ধার্ম্মিকদিগের গতি নাই। সেখানে বিধি উল্লঙ্ঘন লইয়া কখনই বিতর্ক হইতে পারেনা। সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। তদীয় পরাশক্তির বিভূতিগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া কোটী কোটী লক্ষ্মীগণ তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। আবার তৎপ্রকোষ্ঠবিশেষে সেই শক্তিগণকে গোপীভাবে পারকীয় উজ্জ্বলরসে স্থিত করিয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যে অপূর্ব্ব রমণ করিতেছেন, তাহার প্রপঞ্চ-প্রকট এই বৃন্দাবন-লীলা। তদুভয় বস্তুতঃ এক। সেখানে কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য গোপীসকল পতিভাবে অন্য গোপসকলকে বরণ করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দান করিতেছেন। সমুদায়ই আত্মরূপে কৃষ্ণের অংশ আত্মশক্তিরূপ স্বরূপ শক্তির অংশ। স্বয়ং কৃষ্ণ ও স্বয়ং স্বরূপ-শক্তি রাধার যে চিন্ময় দেহভাক্ ক্রীড়া, তাহা নিত্য অনবদ্য ও পবিত্র। এই ব্যাপারে যাঁহার যত চিৎ প্রভাব প্রাপ্তি, তাঁহার ততই নির্দ্দোষ দৃষ্টি, তথায় সমস্ত দেহী গোপীদিগের ও তদীয় পতিদিগের ভিতরে অন্তশ্চর ও বাহিরে কৃষ্ণরূপে অধ্যক্ষ। এরূপ কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় ধর্ম্মের তর্ক বিফল। সে তর্ক তার্কিকের কুণ্ঠিত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র ॥ ৮৬॥

ভৌমব্রজে দেখ আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহার যোগমায়ায় মোহিত

[১০।৩৩।৩৯]

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদযঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৮৮ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি কখন অসূয়া হয় না। কদাচ তদ্রূপভাব যাহা দেখ, তাহাও লীলাপোষণময়ী যোগমায়া শুদ্ধ অবিদ্যা। সকলই চিন্ময় ও পবিত্র। গোপীগণ যখন কৃষ্ণদর্শনে যান, তখন ব্রজবাসী গোপগণ নিজ নিজ দারাকে স্বপার্শ্বস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কখনই কৃষ্ণের দোষ দেখেন না এবং কৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া আদর করেন। মহারাজ, সন্দেহ দূর করিয়া কৃষ্ণানন্দ ভোগ কর ॥ ৮৭ ॥

এই ভৌমব্রজে কৃষ্ণের ব্রজবধূদিগের সহিত ক্রীড়া সর্ব্বদাই চিদানন্দ-বিস্তারক। তাহাকে যিনি লোভরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুবর্ণন করেন বা নিরন্তর শ্রবণ করেন, তিনি ধীরপুরুষ। আত্মারাম কৃষ্ণের রমণ চিন্তা করিতে করিতে বক্তা ও শ্রোতার পূর্ব্বস্থিত হৃদ্রোগ দূর হয়। যত অনুশীলন করেন, ততই কৃষ্ণে পরাভক্তি উদয় হয়। বক্তা শ্রোতা মাত্রেরই কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় নায়ক জানিয়া গোপীর আনুগত্যে আপনার গোপী-ভাব স্বীকার করিতে হইবে। কৃষ্ণানুকরণে বুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ হয়। উপাসক মাত্রের এই সতর্কতার প্রয়োজন। স্ত্রীপুরুষের জড়ীয় সঙ্গ ভাবনা করিতে হইবে না। উপাসক পুরুষ হউন বা স্ত্রী হউন স্বয়ং গোপী হইতে হইবে। কৃষ্ণের অষ্টকাল পারকীয় মধুরলীলাই মুখ্যভাবে স্মরণীয়। দাস্য সখ্য বাৎসল্য বিষয়ক লীলা ইহার সঞ্চারিভাব বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮৮ ॥

প্রলম্ববধান্তে গোপীগীতা (বনপ্রবাসোদিতা) [১০।৩৫।১-২৬]

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ৮৯ ॥

বামবাহুকৃতবামকপোলোবল্গিভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৯০ ॥

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৯১ ॥

প্রলম্ববধান্তে বনগমন-বিরহোদিত গোপীদিগের বিরহগীত। কৃষ্ণের বনগমনে তদনুব্রত গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবসগুলিকে দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন। এই গীতসকল পৃথক্ পৃথক্ দিবস ও পৃথক্ পৃথক্ সভায় গীত হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

কোন গোপী বলিতেছেন, হে গোপীগণ! বামকপোলে বামবাহু-সংযুক্ত নর্ত্তিতভ্রু, অধরে অর্পিতবেণু, কোমলাঙ্গুলি দ্বারা বেণু-রন্ধ্র আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণ যখন বংশীবাদ্য করেন, তখন সেই বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের সহিত তদীয় বনিতাগণ ব্যোমযানে থাকিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হন, পরে কামে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক জ্ঞানহারা হইয়া বিগতনীবি হইয়া পড়েন ॥ ৯০ ॥

হে অবলাগণ! চিত্রকথা শুন। মনোহর হাস্যযুক্ত কৃষ্ণের বক্ষস্থলে

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈ-
র্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি সগোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥ ৯২ ॥
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।

স্থিরবিদ্যুৎ শোভা পায়। সেই নন্দনন্দন আর্ত্তজনের প্রতি নর্ম্ম-সুখদ হইয়া যখন বেণু বাদন করেন, তখন যূথে যূথে ব্রজের বৃষগণ, গাভীগণ ও মৃগগণ বাদ্যদ্বারা হৃতচেতা হইয়া যেখানে আছে, সেইখানেই দন্তে কবল ধারণ পূর্ব্বক উচ্চকর্ণে মুগ্ধভাবে লিখিত চিত্রের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে ॥ ৯১ ॥

ময়ূরপিচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা বদ্ধমল্লভাব ধারণ পূর্ব্বক যখন হে সখীগণ! বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকল আহ্বান করেন, তখন যমুনাদি নদীগণ ভগ্নগতি হইয়া বাতানীত তৎপাদাব্জরেণু লাভ করিবার স্পৃহা করেন এবং প্রেমবেগে স্থগিততাপ হস্ত প্রসারিত করিয়াও আমাদের ন্যায় বহু পুণ্যের অভাবে তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৯২ ॥

গিরিতট ও বনচারী গাভীদিগকে অনুচরবর্গের দ্বারা অনুবর্ণিত-বীর্য্য আদিপুরুষ অচলবিভূতি শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা যখন আহ্বান করেন, তখন

বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো বর্ষুঃ স্ম॥ ৯৩॥

দর্শনীয়-তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ॥
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ৯৪॥

বনলতা ও তরুগণ পুষ্পফলাঢ্য হইয়া প্রণতভার শাখা হইতে মধুধারা বর্ষণ পূর্ব্বক প্রেমহৃষ্টতনুস্বরূপে সর্ব্বত্র বিষ্ণুকে প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বোধ হয়॥ ৯৩॥

অপূর্ব্বতিলকশোভাযুক্ত কৃষ্ণ যখন বনমালাগত দিব্যগন্ধ তুলসী-মধুতে মত্ত অলিকুলের মনোহর মৃদুগীতকে আদর পূর্ব্বক বেণুতে স্বর-সন্ধান করেন, তখন সরসি-(স্থিত) সারস, হংস ও বিহঙ্গগণ তাঁহার সুন্দর গীত শ্রবণে হৃতচিত্তভাবে আইসে এবং যতচিত্ত, মীলিতদৃশ ও ধৃতমৌন হইয়া হরিকে উপাসনা করে॥ ৯৪॥

সহ বলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ৯৫ ॥

বিবিধগোপরমণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥

হে ব্রজদেবীগণ! বলদেবের সহিত স্রক্‌কর্ণভূষণবিলাসী কৃষ্ণ যখন পর্ব্বতসানুতে বিশ্বকে হর্ষিত করিয়া বেণুরবে স্বয়ং জাতহর্ষ হইয়া গান করেন, তখন মেঘসকল মহদতিক্রম-শঙ্কায় সেই বেণুনাদের অনুকরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গর্জ্জন করে, কৃষ্ণকে জগতশীতল কার্য্যে আপনাদের সুহৃদ্ জ্ঞানে বিন্দুবর্ষণ রূপ পুষ্পবৃষ্টিতে পূজা করে এবং ছায়াদ্বারা আতপত্র বিধান করে ॥ ৯৫ ॥

আর একদিন যশোদার সভায় কোন গোপী বলিতেছেন, হে যশোদে! যখন তোমার পুত্র কৃষ্ণ বিবিধ গোপলীলায় বিদগ্ধ, বেণু-বাদ্যে স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বীয় ওষ্ঠে বেণুসংযোগ করত স্বরজাতিকে আলাপ করেন, তখন সময়ে সময়ে সেই বাদ্য শ্রবণ করত ইন্দ্র, শিব ও

সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ৯৬ ॥

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীরি(ড়ি)তবেণুঃ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ৯৭ ॥

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নতমস্তক ও নম্রচিত্ত হইয়া তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হন ॥ ৯৬ ॥

হে সখীগণ! ধ্বজবজ্র কমল ও অঙ্কুশ রূপ বিচিত্র চিহ্নদ্বারা শোভিত নিজ পাদপদ্মচালনে গজেন্দ্রগতিতে ব্রজের গক্ষুর বেদনা শামিত করিয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক যখন কৃষ্ণ চলেন, তখন বিলাসবীক্ষণ দ্বারা অর্পিত মদনবেগে বৃক্ষের ন্যায় গতি-শূন্য হইয়া মোহকর্তৃক আমাদের কবরী ও বসনের অবস্থা আমরা জানিতে পারি না ॥ ৯৭ ॥

কখন তুলসী-মালা-শোভিত কৃষ্ণ মণিমালা দ্বারা স্বীয় গাভীগণকে

প্রণয়িনোঽনুচরস্থ কদাংসে
প্রক্ষিপন ভুজমগায়ত যত্র ॥
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ৯৮ ॥

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥
মন্দবায়ুরূপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ৯৯ ॥

গণনা করিতে করিতে প্রণয়ী অনুচরের স্কন্ধে ভুজ নিক্ষেপ করতঃ বেণুগান করেন, তখন কৃষ্ণসার-গৃহিণী হরিণীগণ গুণনাগর কৃষ্ণকে অবঞ্চিত চিত্তে গোপীদিগের ন্যায় গৃহাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্বেষণ করে ॥ ৯৮ ॥

অপরাহ্নে কুন্দকুসুমদামদ্বারা কৃতকৌতুকবেশ এবং গোপ গোধন-বেষ্টিত হইয়া হে অনঘে যশোদে! তোমার নন্দসূনু বৎস প্রণয়ী-জনের প্রেমদাতা রূপে যমুনায় যখন বিহার করেন, তখন চন্দন-স্পর্শ-দ্বারা শীতল মন্দবায়ু অনুকূল রূপে বহিতে বহিতে তাঁহার পূজা করে

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুডুরাজঃ॥ ১০০॥
মদবিঘূর্ণিতলোচনঈষ-
ন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা॥

এবং গন্ধর্ব্বগণ গীত-বাদ্য-পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা চতুর্দ্দিকে উপাসনা করিতে থাকে ॥ ৯৯ ॥

ব্রজবাসী ও গাভীদিগের হিতকারী যেহেতু গোবর্দ্ধনধারী ব্রহ্মা-শিবাদি-দ্বারা বন্দ্যমানচরণ কৃষ্ণ গোসকলকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্তুতকীর্ত্তি স্বরূপে বেণুগান করিতে করিতে যখন আসিতে থাকেন, তখন শ্রমচিহ্ন থাকিলেও অন্যের চক্ষের উৎসব বিস্তার পূর্ব্বক গাভী-খুর-ধূলায় ছুরিতমাল্য ধারণ করত সুহৃদগণের সুখ দিবার আশায় যশোদা-জঠরোদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ নিকটে আসিতেছেন, লক্ষ্য করিয়া কোন গোপী বলিতেছেন, হে সখীগণ! দেখ ঈষৎ মদনঘূর্ণিত-লোচন সুহৃদগণের মানদ; পক্ব-

যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ১০১ ॥

শুকঃ।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ১০২ ॥

দীর্ঘবিপ্রলম্ভে। ব্রজাগতমুদ্ধবং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা ভ্রমরং প্রতি।
[১০।৪৭-১২-২১]

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালা কুমকুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১০৩ ॥

বদর-ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ বদন; কনক কুণ্ডল শ্রীকর্ত্তৃক মৃদুগণ্ডমণ্ডিত যদুপতি কৃষ্ণ গজরাজবিহারী এই দিবান্ত সময় উল্লসিতবক্ত্রে ব্রজজনের ও গাভীগণের দুরন্ত দিনতাপ মোচন করিবার জন্য যামিনীপতি চন্দ্রের ন্যায় নিকটে আসিতেছেন ॥ ১০১ ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন! ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তচ্চিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া দিবাভাগে এই প্রকার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

পূর্ব্বরাগ, মিলন, প্রেমবৈচিত্ত্য মানাদিরূপ ক্ষণিক বিপ্রলম্ভ এই সব লীলায় বর্ণিত হইয়াছে। এখন দূরপ্রবাস রূপ দীর্ঘ বিপ্রলম্ভের প্রেমময়ী লীলা শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূতরূপে প্রেরণ করিলে

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ॥ ১০৪॥
কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের স্বপক্ষে প্রতিপক্ষতা হয় না। সুতরাং সকল গোপী অর্থাৎ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি স্ব স্ব যূথ সহকারে শ্রীমতী রাধিকার সহিত একত্রে উদ্ধবকে দর্শন করিতেছেন। উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী একটি ভ্রমরকে বলিতেছেন। হে মধুপ! হে কিতববন্ধো! আমাদের স্বপত্নীর কুচদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা বিলুলিত হইয়াছে, তৎসংশ্লিষ্ট কুঙ্কুমদ্বারা তোমার শ্মশ্রু রঞ্জিত হইয়াছে। তুমি আমাদের পাদস্পর্শ কেন করিতেছ? মধুপতি কৃষ্ণের মথুরা-মানিনীদিগের প্রসাদ বহন কর। আমাদিগের নিকট এই অবস্থায় নম্রতা করিবার জন্য যে দৌত্য গ্রহণ করিয়াছ, তদ্দ্বারা যদুসভায় কৃষ্ণের উপহাসাস্পদতাই হইবে॥ ১০৩॥

তাঁহাকে কিতব বলিয়া কেন বলিতেছি শুন। তিনি তাঁহার স্বীয় মোহিনী অধরসুধা একবার পান করাইয়া (তুমি যেমত পুষ্পমধু খাইয়া পুষ্পকে ত্যাগ কর) সেইরূপ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। যদি বল, কমলা কেন সর্ব্বদা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন? তবে বলি, কৃষ্ণের মিষ্টজল্পনায় হৃতচিত্ত হইয়া পদ্মা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। পদ্মা নিতান্ত সরলা, তাই ভুলিয়া থাকেন॥ ১০৪॥

হে ষট্পদ! আমরা ত্যক্তগৃহবনবাসিনী। আমাদিগের অগ্রে তুমি

বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষয়ি(পি)তকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১০৫ ॥
দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১০৬ ॥
বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।

বারম্বার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যদুদিগের অধিপতির কথা গান করিতেছ। তাহাতে কি পাইবে? কৃষ্ণের তত্রস্থ সখীদিগের নিকটে তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর। আজকাল ক্ষয়িতকুচরোগ সেই প্রিয়াগণ তোমাকে ইষ্ট দান করিতে পারেন ॥ ১০৫ ॥

বল দেখি, সেই কপট রুচিরহাস-ভ্রূবিজৃম্ভযুক্ত নয়নের কাছে ত্রিভুবনে কোন্ অপ্রাপ্য স্ত্রী আছে? মহালক্ষ্মী যাঁহার চরণরজ উপাসনা করেন, তখন এই বনবাসিনীগণ কি তাঁহার যোগ্য? কিন্তু একটী কথা আছে। তাঁহার নাম উত্তমশ্লোক। তখন তিনি দীনা স্ত্রীদিগের প্রতি অবশ্য অধিক কৃপা করিয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

আহা! ভ্রমর! তুমি আমার চরণ কেন মাথায় করিতেছ? আমি ভালরূপ জানিয়াছি যে, মুকুন্দের দৌত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছ। প্রিয় অনুনয় বাক্য প্রয়োগে তুমি পরম চতুর। কৃষ্ণের জন্য আমরা পতি পুত্র এবং সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি! তিনি এমত অকৃতচেতা যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে আর অনুসন্ধেয় কি আছে?

স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১০৭ ॥

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বা বেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদয-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১০৮ ॥

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষবিপ্রুট্-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ১০৯ ॥

তুমি আর কি চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিরপরাধ সাধন করিতে পার? ॥ ১০৭ ॥

ওহে ভ্রমর! মাংসলোভী ব্যাধের ন্যায় যিনি কোন সময়ে বালীরাজাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সূর্পণখা কামযানা হইয়া শরণ লইলে সেই স্ত্রীজিত পুরুষটী তাহার নাক কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন, বলি রাজার যজ্ঞ ভোগ করিয়া কাকের ন্যায় তিনি তাহাকে ঘিরিয়াছিলেন। এমত নির্দ্দয়স্বভাব কৃষ্ণবর্ণপুরুষটীর সখ্যে আর কায নাই। তবে এক কথা এই যে, তাঁহার কথা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই বলিয়া নিরন্তর আলোচনা করি ॥ ১০৮ ॥

ওহে ভ্রমর! আবার দেখ, যাঁহার অনুচরিতলীলা-সুধাকণ কর্ণে একবার আস্বাদন করিয়া মহাত্মগণ দুঃখসুখাদি দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম ধৌত করিয়াছেন, অহং-মম বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ দীন গৃহ-কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং দীনভাবে

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ ॥ ১১০ ॥
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ১১১ ॥
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্।

হংসধর্ম্মাশ্রয়ে ভিক্ষাচর্য্যায় দিনপাত করিতেছেন, তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব ? ॥ ১০৯ ॥

হে ভ্রমর ! হে কৃষ্ণদূত ! ব্যাধের গীতশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণসার হরিণীগণ ক্লেশ পায়, [illegible] আমরা কৃষ্ণের কপটবাক্যকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নখস্পর্শজনিত তীব্র কামরোগ লাভ করিয়াছি। অতএব আর তাঁর কথায় প্রয়োজন নাই। অন্য কথা বল ॥ ১১০ ॥

হে প্রিয়সখা ভ্রমর ! তুমি যে আবার ফিরিয়া আইলে ? প্রিয় কৃষ্ণ কি তোমাকে পুনরায় পাঠাইলেন ? তুমি আমাদের মাননীয়। তোমার অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। কৃষ্ণ কথনই স্ত্রীপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তবে আমাদিগকে কি করিয়া তাঁহার নিকটস্থ করিতে চাও ? আজ কাল শ্রীবধু তাঁহার সহিত তাঁহার বক্ষে আছেন। সে সৌম্য ! তুমি কি ইহা বুঝিতে পার না ? ॥ ১১১ ॥

উদ্‌ঘূর্ণাভাব একটু স্থির হইলে সম্ভ্রমে শ্রীমতী বলিতেছেন, হে ভ্রমর !

ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ১১২ ॥

বহুদিনান্তে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে মিলনং। [১০।৮২।৩৯-৪০]

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ১১৩ ॥
ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১১৪ ॥

হে কৃষ্ণদূত! বল দেখি, গুরুকুল হইতে আসিয়া এখন আর্য্যপুত্র মধুপুরেই কি আছেন? তিনি পিতৃগেহ, গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন? কথনও কি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলিয়া থাকেন? আবার কি তিনি স্বীয় অগুরু সুগন্ধযুক্ত ভুজ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন? ॥ ১১২ ॥

উদ্ধব আগমনের পর কৃষ্ণ সময়ে সময়ে ব্রজগমন করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পরে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত যদুগণ এবং ব্রজবাসিগণ তথায় মিলিত হন। গোপীগণ বহুদিন পরে অভীষ্টবস্তু কৃষ্ণকে পাইলেন। যে কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেয় বলিয়া পলকসৃষ্টিকারী বিধাতাকে তাঁহারা অভিশাপ করিতেন, গোপীগণ চক্ষু দ্বারা কৃষ্ণকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করতঃ পরম ভাব প্রাপ্ত হইলেন। সে ভাব নিত্যযুক্ত মহিষী বা লক্ষ্মীগণের পক্ষে দুরাপ ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে তদ্রূপে পাইয়া নির্জ্জনে সঙ্গ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসায় হাস্য করিয়া বলিলেন ॥ ১১৪ ॥

[১০।৮২ ও ৪৪।৪৮]

মযি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

[গোপীবাক্যং]

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদিবিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১১৫ ॥

ভূতগণের আমাতে যে প্রেমভক্তি, তাহা অমৃত উৎপন্ন করে। আশ্চর্য্য দেখ, আমাতে তোমরা যে স্নেহ কর, তদ্দ্বারা মৎপ্রাপ্তিই তোমাদের সুখপ্রদ। এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী নিগূঢ়ভাবে কহিলেন, হে নলিননাভ! অগাধ-বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে যে পাদপদ্ম সর্ব্বদা বিচিন্ত্য এবং সংসার-কূপপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা একমাত্র অবলম্বন, সেই তোমার পাদপদ্ম তোমার সহিত গার্হস্থ্য-ক্রীড়ায় নিযুক্ত আমাদের যে বৃন্দাবন-লীলা-গত মন, সেই মনে অর্থাৎ বৃন্দারণ্যে সর্ব্বদা উদয় করাও। আমাদের এই ঐশ্বর্য্যগত মিলনে সুখ হয় না। এতদনুরূপ ভাব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃ খেলন্ মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে, মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥' ইহার অনুবাদ—সত্য ইনি সেই কৃষ্ণই বটে এবং আমি সেই রাধা। আমাদের উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত এই চায় যে, কৃষ্ণকে এই ঐশ্বর্য্য স্থান হইতে মাধুর্য্যভূমি বৃন্দাবনে লইয়া আবার যামুনকুঞ্জে মিলিত হই। কৃষ্ণও এই কথায় "ভবতীনাং মদাপনঃ" এই বাক্য দ্বারা বলিলেন,—

তদ্বিষয়ে শ্রীমহিষ্যঃ উচুঃ [১০।৮৩।৪১-৪৩]

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ১১৬ ॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধ্যাঢ্যং মূর্দ্ধা বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥ ১১৭ ॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥ ১১৮ ॥

হে প্রেষ্ঠ সখি! তোমার যাহা ইচ্ছা, সেই রূপেই আমি নিত্য তোমার সঙ্গী। একথা তুমি জান, আর আমি জানি, আর কেহ জানেন না ॥ ১১৫ ॥

মহিষীগণ কহিলেন, আহা! গোপীগণের সহিত কৃষ্ণসঙ্গমে যে সুখ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, হে সাধ্বিগণ! সাম্রাজ্য চিদ্রাজ্য, ভোগসমূহ, বিরাট্ পদ, পারমেষ্ঠ্য পদ, আনন্ত্য বা সাযুজ্য কিছুই নয়। অতএব সে সকল আমরা কামনা করি না। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যে ব্রজবনে গোপীভাবে সেবা, তাহাই আমাদের ও লক্ষ্মীগণের পরম প্রার্থনীয়। জড়ানন্দী লোকের যে ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ চিন্তা তাহা তাহাদের পক্ষে জড়মায়ার বিক্রম এবং বৈধ ভক্তদিগের যে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য সেবা, তাহা কেবল যোগমায়ার প্রভাব মাত্র। বস্তুতঃ কৃষ্ণের ব্রজলীলাই পরম আদরণীয় তত্ত্ব ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণের চরণকমল গোপীদিগের কুচ-কুঙ্কুমের দ্বারা গন্ধাঢ্য হইয়াছে। এখন জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ পদরজ শোভা ধারণ করাই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

দেখ রাধাকৃষ্ণের শ্রীমৎ পাদরজঃ কামনা কেবল আমরাই করিতেছি, এমত নয়। ব্রজের বরণীয় সকল গোপীগণও তাহা বাঞ্ছা করেন। পুলিন্দরমণীগণ তৃণ বীরুধ গোসমূহ তথা সমস্ত গোপালগণ ঐ পদরজঃ নিত্য কামনা করেন ॥ ১১৮ ॥

[১০।৮৪।৫৯]

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্মহত্যা পূজয়ার্চ্চিতঃ।
কৃষ্ণ-রামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্বন্ধুবৎসলঃ ॥ ১১৯ ॥

[১০।৮৪।৬৬]

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥১২০॥

[১০।৮৪।৬৯]

নন্দো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্ত্তুমনীশা মাথুরান্ যযুঃ ॥ ১২১ ॥

মাথুররমণ্যঃ [১০।৪৪।১৩]

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।

ঐ উপলক্ষে স্যমন্তপঞ্চকে সমাগত সমস্ত গোপালগণ সহিত মহারাজ নন্দ কৃষ্ণরাম উগ্রসেনাদির দ্বারা আদৃত হইয়া বন্ধুবৎসলতা বশতঃ তথায় কিছুদিন বাস করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সখাগণের প্রিয়কর্ম্মা নন্দ কৃষ্ণ রামের প্রেমে যদুদের সহিত সে স্যমন্তপঞ্চকে আজকাল করিয়া তিন মাস বাস করিলেন ॥ ১২০ ॥

তৎপরে নন্দ গোপীগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্তকে নিক্ষেপ করিয়া আর তাহাকে আহরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং মন কৃষ্ণপাদপদ্মে রহিল। তাঁহারা মাথুরপ্রদেশে গেলেন ॥ ১২১ ॥

এই ব্রজমণ্ডল সর্ব্বোত্তম পুণ্যভূমি। ভৌম ব্রজের এই মাহাত্ম্য। ইহা যে ভূমণ্ডলগত জড়ভূমি নয়, এই কথা যিনি জানেন, তিনিই ব্রজ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকের উপরিভাগ গোলোক। সেই গোলোকের সর্ব্বোর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ ব্রজ। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার

গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১২২ ॥
শ্রীমদ্গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপনতৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতীমালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা ॥ ১ ॥
নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন লভ্যতে সন্তঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা ॥ ২ ॥
দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥ ৩ ॥

অচিন্ত্যশক্তি সেই ব্রহ্মকে এই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। ব্রজলীলা নিত্য ও সর্ব্বোত্তম। অন্য অবতার-লীলার ন্যায় প্রপঞ্চমণ্ডলে ইহার অবস্থিতি নয়। গিরীশরমার্চ্চিত চরণ-কমল যে কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং নরাকার পরমব্রহ্ম সকল পুরুষাবতার অপেক্ষা পুরাতন অথচ পরম গূঢ়তত্ত্ব। স্বীয় বিলাসমূর্ত্তি বলদেবের সহিত চিত্র বনমালা-সুশোভিত রূপে গোচারণ ইত্যাদি নিত্যলীলায় বেণুবাদন পূর্ব্বক নিত্য ব্রজধামে গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

সংগ্রাহক বহু মিনতিপূর্ব্বক কহিতেছেন যে, এই শ্রীগৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুম্ফিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সন্ত শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইল ॥ ১।২ ॥

ভক্তগণের চরণরেণু-প্রয়াসী অতি দীন অকিঞ্চন দাস ভক্তিবিনোদ নিজচিত্তকে বলিতেছেন, ওহে চিত্ত! তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই। যে কএক দিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নতে পরিপুর্ণ। অতএব

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা বর্ণনে বিংশঃ কিরণঃ সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক। এই মালা গুম্ফনের ইতিহাস বলিতেছেন।—বলিব এখন যাহা তাহে এই ভয়। প্রতিষ্ঠাশা পাছে দুষ্ট করে এ হৃদয়॥ একথা প্রকাশ নাহি করিব বলিয়া। দৃঢ়তা করিনু মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া॥ পুনরায় মনে হৈল শ্রীগুরুচরণে। অকৃতজ্ঞ হৈলে ভক্তি সাধিব কেমনে॥ লজ্জা ত্যজি লিখি এবে তদীয় আজ্ঞায়। অপরাধ যদি হয় ক্ষম মহাশয়॥ বিপিনবিহারী প্রভু মম প্রভুবর। শ্রীবংশীবদনানন্দ বংশশশধর॥ সেই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি। ভাগবত-শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি॥ শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর। অনুভবে আসি আজ্ঞা দিল অতঃপর। মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া। সম্বন্ধাভিধেয়ক্রমে দেহ দেখাইয়া॥ গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য হবে বৈষ্ণব-সভায়। ভাগবত পদ্যমালা প্রভুর কৃপায়॥ জন্মাদ্যস্য শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা। গৌড়ীয়ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা॥ সেইত প্রেরণা ক্রমে এ অধম দাস। ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ॥ বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে। পড়ি কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট মনে॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণার্পিতমস্তু॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরস-মধুরিমা বর্ণনে বিংশ কিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সমাপ্তেয়ং গৌড়ীয়ব্যাখ্যা॥

---*---

সূচীপত্রম্ ।

শ্লোক-সূচীপত্রম্

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক

খ

গ

চ

জ

ত

দ

ধ

ন

প

ব

য

র

ল

শ

ষ

স

হ

শুদ্ধিপত্র

কিরণ ও শ্লোকসংখ্যা

১।৩৩ প্রাণেন্দ্রিয়, ১।৪৩ স্ত্রীরকর্ম্মসু, ২।২০ রনন্ত, ৩।২ যত্র ৩।২৩ ভার্গবেন্দ্রস্ত, ৪।১ সামগাঃ, ৪।১৪ মনোবচোভিঃ, ৪।৪৪ দর্শয়া-মাস, ৫।৭ কীর্ত্ত্যা, ৬।১ তত্ত্বং, ৬।১২ গ্রহকাতর, ৭।২৯ স্থপতৎ, ৮।২৯ জীবেন, ৯।১৯ যত্ববিক্রিয়ঃ, ১০।২৬ ভূঃ ১১।১৬ যতয়ো, ১১।২৩ উর্ব্বশীং, ১১।৩৯ জীবেত, ১২।২ পঙ্ক, ১২।১৯ প্লবো, ১২।৪৩ মূর্ত্ত্যা, ১২।৪৫ সম্পূজ্য, ১২।৭৮ চৈচেস্থাদয়ো, নশ্বন্ধাদ্, ১২।৮১ যাঃ ১৩।৫১ কর্ণাযুত, ১৪।২ ময়া, ১৪।১৩ যেহস্তোস্যতো, ১৪।৩১ নীয়-মানাস্তেহপী, ১৪।৪৮ জন্তাম, ১৪।৫১ মস্তকে, (১৪।৫২ তস্মাৎ, মাদৃশাম,) ১৫।৫ শ্চারণ, ১৫।৬ হস্তাজ্যাঃ, ১৫।৭ বাদয়ঃ, ১৫।২৭ সঙ্গমঃ, ১৫।২৯ গৃহ্লাতি, ১৫।৩১ দেহস্তর, ১৫।৬৩ আত্মায়ৈবং, ১৫।৬৮ হৃদয্যা, ১৫।১১১ যেন, ১৫।১১৭ বিরক্তি, ১৬।২৯ কচিদ্বসতি, ১৮।২ মুনি, সদসি, ১৮।৪৬ মানান, ১৯।১২ প্রণোদিতঃ, ১৯।২৯ পশব্যং, ১৯।৪৩ কৃত্তয়োর্দ্ধ্বয়োর্মৈমেনং, ১৯।৪৫ দৃগ্ধরি, ১৯।৪৮ ভ্রূমতস্থিতস্ততঃ, ১৯।৪৯ বভূবা, ১৯।৮৯ গিরয়ে, ২০।১ বৈজয়ন্তীঞ্চ, ২০।২১ দধ্যু, ২০।২৪ দ্ব্যানাময়ি, ২০।৬১ হহং, ২০।৬৪ ভবদানুবাং, ২০।৭৮ দ্বয়োর্দ্ধ্বয়োঃ, ২০।৯০ বঙ্গিত, ২০।১০০ শ্চ্ছুরিত, ২০।১০২ রেমিরে।

শুদ্ধ গৌড়ীয় ব্যাখ্যা

১।১ জতত্ত্ব, ১।১৪ অর্থাৎ অচিন্ত্য, ২।২৩ স্ব স্বরূপে, ৩।২২ সগরের, ৪।৭ ভগবান, ৪।৩৪ বিমিশ্রিত, ৭।২৯ তনু, ১০।৩৬ প্রকৃতি, ১২।৪৫ জ্ঞাপন, ১২।৫৪ অদাস্তিত্ব, ১২।৭৮ বৃষ্ণিগণ, ১৪।১২ বাঞ্ছা

পর্য্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিলেন, ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা, ১৪।১৪ আত্যন্তিক, ১৫।২৩ সাধুভূষণ, ১৫।২৯ পরিনিষ্ঠিতমতি, ১৫।১১৭ প্রপন্নব্যক্তি, ১৬।২৬ উন্মাদের ন্যায় গান করেন এবং, ১৬।৩৪ বিষয়ীর অর্থ ও অন্ন, ১৭।৭ অষ্টাঙ্গ যোগের বিভূতি, সিদ্ধি বা অপুনর্ভব ও চাই না, ১৭।১০ দ্বারা এবং তৎতাৎপর্য্যদ্বারা, ভক্তিচরিতই, ১৭।১৫ কৃষ্ণের মধ্যে, ১৭।১৭ হে পুরুহূত !, ২০।৫৫ হে কুহক ! ২০।১১১ হে সৌম্য !

স্বয়ং বিধাতুং নিজভৃত্য ভাষিতং -
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥ ৭।৮।১৮

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥
(ভা. ৫।১৯।২৬)

বাগ্ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥
1.3.29
(হরিভক্তি সুধোদয় সং ২৩।৫৮)
হরিভক্তিবিলাস ১১।২৩/২